নির্ঘণ্ট পত্র।

পৃষ্ঠা।

বিবোধন।

কি কারণে বলিতে পারি না, অনেকেরই শচীনন্দন শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের উপদিষ্ট মত জানিতে বাসনা জন্মিয়াছে। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার সমস্ত শিক্ষাই পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ গ্রন্থ সকলের পক্ষে বোধ্য নয়। অতএব আমরা সরল গদ্যে বঙ্গভাষায় মহাপ্রভুর সমস্ত শিক্ষাই সংক্ষেপে সংগ্রহ করিলাম। অধিকন্তু তিনি ভক্তির সহিত নৈতিক ধর্ম্মের যে গূঢ় সম্বন্ধ আছে, তদ্বিষয় যে সকল কথা আভাসে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা কিছু স্পষ্ট করিয়া লেখা গেল। তাঁহার প্রকাশিত রসতত্ত্ব যে পরিমাণে সাধারণের জ্ঞাতব্য তাহাই লিখিত হইল। তন্মধ্যে যে সমুদায় ব্যাপার শ্রীগুরু চরণ হইতে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য তাহা এই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না।

মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার অত্যন্ত কৃপা পাত্র রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট, রঘু নাথ দাস, রঘুনাথ ভট্ট, জীব, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ, কবিকর্ণপুর, বলদেববিদ্যাভূষণ ও বিশ্ব নাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি আচার্য্য গণ যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে মহাপ্রভুর উপদেশ সকল সংগ্রহ করিতে হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মহাপ্রভুর আদেশ মতে গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহাকে গ্রন্থ শ্রবণ করাইয়াছিলেন। অতএব যে সকল মত ঐ সকল মহাত্মা গণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেই সকলই মহাপ্রভুর সম্মত, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। নিম্ন লিখিত গ্রন্থ সমূহ হইতে এই গ্রন্থের বিচার সমস্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

১। শ্রীজীব গোস্বামী রচিত ষট্ সন্দর্ভ।
২। শ্রীজীব গোস্বামী রচিত সর্ব্বসম্বাদিনী।
৩। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।
৪। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত উজ্জ্বল নীলমণি।
৫। শ্রীসনাতন গোস্বামী রচিত বৃহদ্ভাগবতামৃত।
৬। শ্রীরূপ গোস্বামী রচিত লঘু ভাগবতামৃত।
৭। শ্রীসনাতন গোস্বামী রচিত হরি ভক্তি বিলাস।

৮। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত বেদান্ত সূত্রভাষ্য।
৯। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত বেদান্ত স্যমন্তক।
১০। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত প্রমেয় রত্নাবলী।
১১। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রচিত শ্রীভাগবত টীকা।
১২। শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রচিত শ্রীভগবদ্গীতার টীকা।
১৩। শ্রীকবি কর্ণপূর রচিত চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক।
১৪। শ্রীকবি কর্ণপুর রচিত কৌস্তুভালঙ্কার।
১৫। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত চৈতন্য চরিতামৃত।

প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহ ও সেই সেই গ্রন্থের টীকা ও তদনুযায়ী নানা বিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় বৃষ্টিতে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, যে মহাপ্রভু সামান্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কোন স্থলেই শিক্ষা দেন নাই। ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে প্রভুর জীবনটী সম্পূর্ণ রূপে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম শিক্ষা দেয়। মহাপ্রভু স্বীয় লীলামৃত ও শিক্ষামৃত দ্বারা তাপিত জীব সকলকে সম্যক্ পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। আদৌ গৃহস্থ ধর্ম্মে অবস্থিতি কালে, তিনি ধর্ম্ম শাস্ত্র হইতে এই শ্লোকটী পাঠ করেনঃ—

নগৃহং গৃহ মিত্যাহু র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়াহি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে॥

এই ধর্ম্ম শাস্ত্র উপদেশ পূর্ব্বক তিনি স্বয়ং উদ্বাহ কার্য্য স্বীকার করেন এবং জগৎকে তাহা শিক্ষা দেন। পিতা মাতার সেবা, আতিথ্য, পিতার দেহান্তে গয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া, ব্রাহ্মণ সম্মান, বিদ্যাভ্যাস, ন্যায় পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন, দয়া, সত্যপালন, ব্রতাদির ব্যবস্থা প্রভৃতি গৌণ বিধি পালন পূর্ব্বক মানব গণকে গৌণ বিধি শিক্ষা দিয়াছিলেন। সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করত আশ্রম নিষ্ঠাও সুষ্ঠুরূপে শিক্ষা দেন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার যে উপদেশ তাহা তাঁহার উদাহৃত নিম্ন লিখিত শ্রীভাগবত শ্লোকদ্বয়ে বিশেষ রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে :—

স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধিহ'রিতোষণং।

বর্ণাশ্রমরূপ ধর্ম্ম উত্তম রূপে অনুষ্ঠিত হইয়া যদি হরিতোষণকে লাভ করে তবে তাহার সংসিদ্ধি হয়।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্‌সেন কথাস্বয়ঃ।
নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এবহি কেবলং॥

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হরি কথায় শ্রদ্ধা উৎপত্তি না করে তবে অনুষ্ঠাতার কেবল অকর্ম্মণ্য শ্রম মাত্র হয়।

মহাপ্রভুর প্রিয় এবং শ্রীজীবের উদাহৃত উক্ত শ্লোকদ্বয় হইতে বিবেচনা করুন যে শরীর ও শরীরের অনুগত সমাজ যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অবশ্য স্বীকার্য্য। মহাপ্রভুর উপদেশ এই যে কেবল ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ঐ ধর্ম্মকে স্বীকার করিবে না, কিন্তু তদ্দ্বারা দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলন রূপ ভক্তি সাধন করিবে। অতএব দ্বিতীয় বৃষ্টিতে যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ সমুদায় স্মৃতি শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে, সে সমুদায়ই ভক্তি সাধনের গৌণ উপায় রূপে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বলিয়া জানিবেন।

তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম বৃষ্টিতে যে সমস্ত উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সে সমুদায় মহাপ্রভু শ্রীরূপ, সনাতন ও জীব দ্বারা হরি ভক্তি বিলাস, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু ও ষট্‌ সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থে প্রচার করিয়াছেন। ভাব ভক্তি বিচারের অন্তর্গত যে জ্ঞান বৈরাগ্য বিচার তাহা শ্রীজীব ও বলদেব স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে প্রভুর শিক্ষা স্বরূপে প্রচার করিয়াছেন।

অষ্টম বৃষ্টিতে যাহা লিখিত হইয়াছে সে সমুদায় মহাপ্রভুর তত্ত্ব সমুদ্রের বুদ্বুদ স্বরূপ আমরা বিচার দ্বারা উদ্ভাবিত করিয়াছি। সেই সকল বিচার শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃতের অন্তর্গত করায় কোন দোষ হইতে পারে না।

আজ কাল বঙ্গদেশে গ্রন্থ রচনার যে প্রণালী হইয়াছে এবং যে সমস্ত বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে, সেই প্রণালী ও শব্দ সমূহ ব্যবহার পূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রণীত হইল। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন না, যে আমি মহাপ্রভুর উপদেশ কোন অংশে পরিত্যাগ করিয়াছি বা পরিবর্ত্তন করিয়াছি। যদি কেহ ইচ্ছা করেন, তবে আমার লিখিত সমস্ত কথার প্রমাণ উল্লিখিত গ্রন্থ সমূহ হইতে দিতে পারি।

সংস্কৃত শ্লোক বা টীকা এ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। সংস্কৃত সংযুক্ত হইলে গ্রন্থ সাধারণের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। যদিও আমার সাধ্য মত সরল বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ খানি লিখিলাম, তথাপি বিচার্য্য বিষয় সমূহ বুঝিতে হইলে অনেকটা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির প্রয়োজন। যাঁহাদের চিদ্বিজ্ঞান বিষয়ে আলোচনা স্বল্প, তাঁহাদের পক্ষে গ্রন্থখানি কঠিন হইলে আমার অপরাধ নাই। আমার প্রার্থনা

এই যে যত্নের সহিত ধীরে ধীরে বিচার পূর্ব্বক তাঁহারা এই গ্রন্থ খানি পাঠ করিবেন। তাহা হইলে তাঁহারা ক্রমশঃ বৈজ্ঞানিক বিচারে পটু হইবেন। পরে বিশেষ ফল এই হইবে যে কিছু সংস্কৃত আলোচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত মহাত্মা দিগের বিরচিত বিচার পূর্ণ ও রস পূর্ণ গ্রন্থ সকল অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।

যাঁহারা বৈষ্ণব দিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতে এবং তাঁহাদের পবিত্র ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে ইচ্ছাকরেন, তাঁহারা প্রথমে এই গ্রন্থ খানি রীতিমত পাঠ করুন।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদাসানুদাস
শ্রীকেদার নাথ দত্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত।

প্রথম বৃষ্টি।
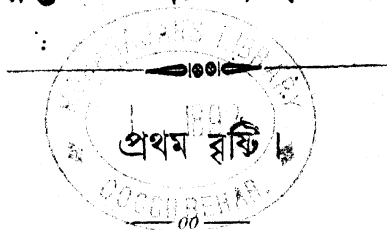
উপক্রম।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ।

ভ্রম-জনিত, অসম্পূর্ণ ও পরস্পর বিবদমান সিদ্ধান্ত সকল যে কৃষ্ণ ভক্তিতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, সেই ভক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত নামক গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম।

জগতে আমরা তিনটী পদার্থ লক্ষ্য করি। পদার্থ তিনটীর নাম ঈশ্বর, চেতন ও জড়। যে সকল বস্তুর ইচ্ছাশক্তি নাই তাহারা জড়। মৃত্তিকা, প্রস্তর, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, গৃহ, বন, শস্য, বস্ত্র প্রভৃতি সমস্ত ইচ্ছাহীন বস্তুকে আমরা জড় বলি। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইহারা চেতন। ইহাদের বিচারশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি আছে। মনুষ্যের যেরূপ বিচারশক্তি আছে সেরূপ অন্য কোন চেতন পদার্থের নাই। তজ্জন্যই মনুষ্যকে সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের রাজা বলিয়া কেহ কেহ উক্তি করিয়া থাকেন। ঈশ্বর সমস্ত চেতন ও অচেতন পদার্থের সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহার জড় শরীর না থাকায় আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইনা। তিনি পূর্ণস্বরূপ ও শুদ্ধ চেতন পদার্থ। তিনি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের মঙ্গল হয়। তিনি ইচ্ছা করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়। তিনি ভগবৎ স্বরূপে নিয়ত বৈকুণ্ঠধামে রাজ্য করিতেছেন। তিনি সমস্ত রাজার রাজা। তাঁহার ইচ্ছায় সমস্ত জগতের কার্য্য চলিতেছে।

জড় পদার্থের যেরূপ একটী স্থূল আকার থাকে, ঈশ্বরের সেরূপ আকার নাই। এই জন্যই আমরা তাঁহাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা লক্ষ্য করিতে পারিনা। এই জন্যই বেদে তাঁহাকে নিরাকার বলিয়া উক্তি করিয়াছে।

সকল পদার্থেরই একটী একটী স্বরূপ আছে। অতএব ঈশ্বরেরও একটী স্বরূপ আছে। জড় বস্তু মাত্রেরই স্বরূপ জড়ময়। চেতন পদার্থের স্বরূপ চেতনময়। আমরা চেতন পদার্থ বটে, কিন্তু আমরাজড়শরীর বিশিষ্ট। অতএব আমাদের চেতন ময় স্বরূপটী জড়ময় স্বরূপের মধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ঈশ্বর বিশুদ্ধ চেতনময়। অতএব তাঁহার চেতনময় স্বরূপ ব্যতীত আর অন্য স্বরূপ নাই। সেই চেতনময় স্বরূপটীই তাঁহার আকার। সেই আকার আমরা কেবল আমাদের শুদ্ধ চেতন ময় চক্ষে অর্থাৎ ভক্তি চক্ষে দেখিতে পাই। জড় চক্ষে দেখিতে পাই না।

কতকগুলি দুর্ভাগা লোক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না। তাঁহাদের জ্ঞানময় চক্ষু মুদ্রিত আছে। জড় চক্ষে ঈশ্বরের আকার দেখিতে না পাইয়া মনে করেন যে ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। জন্মান্ধ লোকেরা যেরূপ সূর্য্যের আলোককে উপলব্ধি করেনা, তদ্রূপ নাস্তিকেরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিতে অক্ষম হইয়া উঠেন। স্বভাবতঃ মনুষ্য মাত্রেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। কেবল যে সমস্ত লোক বাল্য কাল হইতে অসৎ সঙ্গে কুতর্ক শিক্ষা করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ কুসংস্কার পরবশ হইয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না; তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি বই আর ঈশ্বরের ক্ষতি কি হইতে পারে।

বৈকুণ্ঠধাম বলিতে কোন একটী জড়ময় স্থানকে মনে করা উচিত নয়। মান্দ্রাজ, বোম্বাই, কাশ্মীর, কলিকাতা, লণ্ডন, পেরিস প্রভৃতি স্থান সকল জড়-ময়। তথায় যাইতে হইলে আমরা অনেক জড়ময় ভূমি বা দেশ অতিক্রম করিয়া যাই। জাহাজে বা রেলরোডে যাইতে হইলেও অনেক সময় লাগে। জড় শরীরের পদ চালন করিয়া যাইতে হয়। কিন্তু বৈকুণ্ঠ সেরূপ স্থানীয় প্রদেশ নয়। সমস্ত জড় জগতের অতীত একটী অবস্থান বিশেষ। তাহা চিন্ময়, নিত্য, ও নির্দ্দোষ। তাহা চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না, বা মনের দ্বারা চিন্তা করা যায় না। সেই অচিন্ত্য ধামে পরমেশ্বর বিরাজমান আছেন। তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে আমরাও তথায় যাইয়া নিত্যকাল পরমেশ্বরের সেবা করিব। এখানে আমরা যাহাকে সুখ বলি তাহা নিত্য নয়, অল্প ক্ষণ থাকিয়া লুপ্ত হয়। এখানে সমস্তই দুঃখময়। জন্মপ্রাপ্তি অনেক কষ্ট ও দুঃখের বিষয়। জন্ম হইলে আহা-রাদির দ্বারা শরীর পুষ্ট হইতে থাকে, তাহাতে আহারাদির অভাব ক্লেশজনক।

পীড়া সর্ব্বদাই আছে। শীত উষ্ণ ইত্যাদি নানাবিধ কষ্ট। ঐ সমস্ত কষ্ট নিবৃত্তি করিতে গেলে, অনেক শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়। গৃহ নির্ম্মাণাদি না করিলে থাকা যায় না। বিবাহ করিয়া সন্তানাদি উৎপত্তি করিতে হয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধ হইলে আর কিছুই ভাল বোধ হয় না। ইহার মধ্যে অন্যান্য লোকের সহিত বাদ বিসম্বাদ ইত্যাদি কার্য্যে অনেক যন্ত্রণা হইয়া থাকে। সংক্ষেপতঃ সংসারে অমিশ্র সুখ বলিয়া পদার্থ নাই। দুঃখ ও অভাব সকলের ক্ষণিক নিবৃত্তিকে লোকে সুখ বলিয়া মনে করে। এরূপ সংসারে বর্ত্তমান থাকা আমাদের পক্ষে কষ্টকর। পরমেশ্বরের বৈকুণ্ঠধাম পাইলে আর অনিত্য সুখ দুঃখ কিছুই থাকিবে না। অজস্র নিত্যানন্দ লাভ করিতে পারিব। অতএব পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করাই আমাদের কর্ত্তব্য।

যে সময়ে মানবের জ্ঞানোদয় হয় সেই সময় হইতেই পরমেশ্বরের তুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়। আপাততঃ আমরা সংসারের সুখভোগ করি, পরে বৃদ্ধাবস্থায় ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন করিব এরূপ মনে করিলে কিছুই হইবেনা। সময় অতি দুর্ল্লভ। যে দিন হইতে কর্ত্তব্য বোধ হয়, সেই দিন হইতে তাহা সাধন করিতে যত্ন পাওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ মানব জীবন অত্যন্ত দুর্ল্লভ ও অস্থির। কোনদিন মৃত্যু হইবে তাহা বলা যায়না। বালক কালে পরমেশ্বরের সাধন হইতে পারেনা এরূপ মনে করা অনুচিত। আমরা ইতি-হাসে দেখিতেছি যে ধ্রুব ও প্রহ্লাদ অত্যন্ত শৈশব অবস্থায় পরমেশ্বরের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন। যদি কোন মানব কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়া থাকে, তবে মানব মাত্রেই যত্ন করিলে সেই কার্য্য সাধন করিতে পারিবে, ইহাতে সন্দেহ কি? বিশেষতঃ যাহা প্রথম বয়স হইতে অভ্যাস করা যায় তাহা ক্রমশঃ স্বভাব স্বরূপ হইয়া পড়ে।

পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করিবার জন্য অবস্থাভেদে মানবগণ যে যত্ন করেন তাহার চারিটী কারণ দেখা যায়;—ভয়, আশা, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ও রাগ। নরকভয় অর্থাভাব, পীড়া ও মৃত্যুকেভয় করিয়া পরমেশ্বরকে যাঁহারা ভজনা করেন তাঁহারা ভয় দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঈশ্বর আরাধনা করেন। যাঁহারা সংসারে উন্নতি লাভ করত বিষয় সুখ প্রার্থনা পূর্ব্বক হরি ভজন করেন তাঁহারা আশা দ্বারাঃ চালিত হইয়া ঈশ্বর সাধন করেন বলিতে হইবে। কিন্তু ঈশ্বর সাধনে এতই পবিত্র সুখ আছে যে প্রথমে ভয় বা আশাক্রমে তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অব-

শেষে অনেকেই ভয় ও আশাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ ভজনে অনুরক্ত হন। যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহারা কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যাঁহারা ভয়, আশা, বা কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা চালিত না হইয়াও স্বভাবতঃ ঈশ্বর সাধনে প্রীতি লাভ করেন, তাঁহারা রাগদ্বারা তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কোন একটী বিষয় দেখিবা মাত্র চিত্ত তাহার প্রতি যে প্রবৃত্তি ক্রমে বিচারের পূর্ব্বে ধাবিত হয় তাহার নাম রাগ। পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবা মাত্র সেই প্রবৃত্তি যাঁহার চিত্তে উদিত হয়, তিনি রাগক্রমে ঈশ্বর ভজন করিয়া থাকেন।

ভয়, আশা, ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা যে সকল উপাসক ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের ভজন বিশুদ্ধ নয়। রাগ-মার্গে যাঁহারা ঈশ্বর ভজনে প্রবৃত্ত তাঁহারাই যথার্থ সাধক। জীব ও ঈশ্বরের একটী নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে। রাগের উদয় হইলেই সেই সম্বন্ধের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সম্বন্ধ নিত্য বটে, কিন্তু জড়-বদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা গুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুবিধা পাইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। দেশালাই ঘষিলে অথবা চকমকি ঝাড়িলে যেরূপ অগ্নির প্রকাশ হয়, তদ্রূপ সাধনক্রমে ঐ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ভয়, আশা, ও কর্ত্তব্য-বুদ্ধি ক্রমে ভজনা করিতে করিতে অনেকের পক্ষেই সেই সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ধ্রুব প্রথমে রাজ্য প্রাপ্তির আশায় হরি ভজন করেন, কিন্তু সাধনক্রমে তাঁহার হৃদয়ে সেই পবিত্র সম্বন্ধ-জনিত রাগের উদয় হওয়ায় তিনি আর সাংসারিক সুখ-জনক বর গ্রহণ করিলেন না।

ভয় ও আশা নিতান্ত হেয়। সাধকের যখন বুদ্ধি ভাল হয়, তখন তিনি ভয় ও আশা পরিত্যাগ করেন এবং কর্ত্তব্য-বুদ্ধিই তখন তাঁহার একমাত্র আশ্রয় হয়। পরমেশ্বরের প্রতি রাগের যে পর্য্যন্ত উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে সাধক পরিত্যাগ করেন না। কর্ত্তব্য-বুদ্ধি হইতে বিধির সম্মান ও অবিধির পরিত্যাগ এই দুইটী বিচার উদ্ভূত হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাপুরুষেরা পরমেশ্বর সাধন করিবার যে সকল পদ্ধতি বিচার দ্বারা সংস্থাপন করিয়া শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাদেরই নাম বিধি। কর্ত্তব্য-বুদ্ধির শাসন হইতেই শাস্ত্রের শাসন ও বিধির আদর হইয়া উঠে।

দেশ বিদেশ ও দ্বীপ দ্বীপান্তর নিবাসী মানব বৃন্দের ইতিহাস ও বৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে ঈশ্বর-বিশ্বাস মানব জাতির একটী সাধারণ ধর্ম্ম। অসভ্য বন্য জাতিগণ পশুদিগের ন্যায় পশুমাংস সেবন

দ্বারা কালাতিপাত করেন, তথাপি সূর্য্য ও চন্দ্র ও বৃহৎ বৃহৎ পর্ব্বত সকল, তথা বড় বড় নদ নদী এবং প্রকাণ্ড তরু সকলকে দণ্ডবৎ প্রণাম করত তাহাদিগকে দাতা ও নিয়ন্তা বলিয়া পূজা করেন। ইহার কারণ কি? জীব নিতান্ত বদ্ধ হইলেও যে পর্য্যন্ত তাহার চেতন আচ্ছাদিত হয়নাই সে পর্য্যন্ত চেতন ধর্ম্মের পরিচয় স্বরূপ কিয়ৎ পরিমাণ ঈশ্বর-বিশ্বাস অবশ্যই প্রকাশ হইবে। সভ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যখন নানাবিধ বিদ্যার আলোচনা করেন, তখনই কুতর্ক দ্বারা ঐ বিশ্বাসকে কিয়ৎ পরিমাণে আচ্ছাদন করত হয় নাস্তিকতা নয় অভেদ বাদের অন্তর্গত নির্ব্বাণ বাদকে মনে স্থান প্রদান করেন। ঐ সকল কদর্য্য বিশ্বাস কেবল অপ্রাপ্ত-বল চেতনের অস্বাস্থ্য লক্ষণ ইহাই বুঝিতে হইবে। নিতান্ত অসভ্য অবস্থাও সুন্দর ঈশ্বর বিশ্বাস উপযোগী। অবস্থার মধ্যে মানব জীবনের তিনটী অবান্তর অবস্থা লক্ষিত হয়। সেই তিন অবস্থাতেই নাস্তিক বাদ, জড়বাদ, সন্দেহ বাদ, ও নির্ব্বাণ বাদ রূপ পীড়া সকল জীবের উন্নতির প্রতিবন্ধক রূপে কোন কোন ব্যক্তিকে কদর্য্যাবস্থায় নীত করে। সেই সেই অবস্থায় সকল লোকেই যে উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবে এমত নয়। যাহারা ঐ সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহারা সেই সেই অবস্থায় [illegible] হইয়া উচ্চ জীবনের অধিকার লাভ-করেনা। অসভ্য বন্য জাতিগণ সভ্যতা, নীতি ও বিদ্যানৈপুণ্য বলে অতি শীঘ্রই বর্ণাশ্রম রূপ ধর্ম্মকে অবলম্বন করত ঈশ-ভক্তি সাধনোপযোগী ভক্ত-জীবন লাভ করিয়া থাকেন। ইহাই মানব জাতির নৈসর্গিক উন্নতি ক্রম। প্রতিবন্ধক রূপ রোগ উপস্থিত হইলে জীবনের অনৈসর্গিক অবস্থা হইয়া পড়ে।

মানবগণ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে অবস্থিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি অবলম্বন করিয়াছেন। মানবের মুখ্য প্রকৃতি সর্ব্বত্রই এক। গৌণ প্রকৃতি পৃথক্ পৃথক্। মানবের মুখ্য প্রকৃতি এক হইলেও, জগতে এমত দুইটী মানব পাওয়া যাইবেনা যে সমস্ত গৌণ প্রকৃতি তদুভয়ের সম্পূর্ণ রূপে এক হইবে। এক গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যখন দুইটী ভ্রাতা আকৃতি প্রকৃতিতে পরস্পর ভিন্ন হয়, কখনই সর্ব্ব প্রকারে এক হয়না, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে জন্ম গ্রহণ করত মানব সকল কিরূপে ঐক্য লাভ করিবে? ভিন্ন ভিন্ন দেশের জল, বায়ু, পর্ব্বত বনাদির সন্নিবেশ, খাদ্য দ্রব্যাদি ও পরিচ্ছদ উপযোগী দ্রব্য সকল ভিন্ন ভিন্ন। তদ্দ্বারা তত্তদ্দেশ-জাত মানব গণের আকৃতি, বর্ণ, ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আহার নিসর্গ বশতঃ পৃথক্ পৃথক্ হইয়া

উঠে। মনের ভাবও তদ্রূপ দেশ বিদেশে পৃথক্ হয়। তদন্তর্গত ঈশ্বর ভাব ও মুখ্যাংশে এক হইলেও গৌণাংশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। এতন্নিবন্ধন দেশ বিদেশে যে কালে অসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিয়া মানবের ক্রমশঃ সভ্য অবস্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থা, নৈতিক অবস্থা ও ভক্তাবস্থা লাভ হয় তখন ক্রমশঃ ভাষা ভেদ, পরিচ্ছদ ভেদ, ভোজ্য ভেদ, মনোভাব ভেদ ক্রমে ঈশ্বর ভজন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে। নিরপেক্ষ হইয়া বিচার করিলে এরূপ গৌণ ভেদ সমূহ দ্বারা কোন ক্ষতি নাই। মুখ্য ভজন বিষয়ে ঐক্য থাকিলেই ফল কালে কোন দোষ হয় না। অতএব শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বিশেষ আজ্ঞা এই যে বিশুদ্ধ সত্ব স্বরূপ ভগবানের ভজন কর, কিন্তু অন্যান্য অধিকারীর ভজন প্রণালীর নিন্দা করিবেনা।

উপরোক্ত কারণ বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় মানব গণের প্রচলিত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নিম্নলিখিত কএক প্রকার ভেদ লক্ষিত হয় যথা:—

১। আচার্য্য ভেদ।
২। উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন অনুভাব ভেদ।
৩। উপাসনার প্রণালী ভেদ।
৪। উপাস্য তত্ত্বের সম্বন্ধে ভাষা ও ক্রিয়া ভেদ।
৫। ভাষা ভেদানুসারে নাম ও বাক্যাদিভেদ।

আচার্য্য ভেদক্রমে কোন দেশে ঋষিগণ, কোন দেশে মহম্মদাদি প্রচারক গণ, কোন কোন দেশে যীশু প্রভৃতি ধর্ম্মাত্মাগণ, এবং দেশ বিদেশে অনেক বিদ্বজ্জনের বিশেষ বিশেষ সম্মান লক্ষিত হয়। সেই সেই আচার্য্য সকলের যথাযোগ্য সম্মান করাই সেই সেই দেশের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু স্ব দেশের আচার্য্য যাহা শিক্ষা দিয়াছেন তাহা সর্ব্বদেশের আচার্য্যের শিক্ষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নিষ্ঠা লাভের জন্য এরূপ বিশ্বাস করিলেও, অন্যান্য দেশে সেই রূপ বিবাদ জনক প্রতিষ্ঠা প্রচার করা উচিত নয়। তাহাতে কিছুমাত্র জগতের মঙ্গল হয় না।

উপাসকের মনোবৃত্তি ও ভজন অনুভাব ভেদ ক্রমে কোন দেশে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া ন্যাস প্রাণায়াম প্রভৃতি প্রক্রিয়া সহকারে ভজন হইয়া থাকে, কোথাও বা মুক্ত কচ্ছ হইয়া স্বীয় ভজনের মুখ্য মন্দিরাভিমুখে দণ্ডায়-মান ও পতিত হইয়া দিবা রাত্র মধ্যে পঞ্চ বার উপাসনা হয়, কোথাও বা হাঁটু গাড়িয়া করযোড় পূর্ব্বক নিজের দৈন্য প্রকাশ ও প্রভুর যশ গান পূর্ব্বক ভজন মন্দিরে বা গৃহে ভজন হইয়া থাকে। ইহাতে ভজন কালে বিশেষ

বিশেষ পরিচ্ছদ, আহার, ব্যবহার, শুদ্ধতা, অশুদ্ধতা প্রভৃতি নানা প্রকার স্থানীয় বিচার লক্ষিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের উপাসনা দেখিলেই উপাসনা প্রণালীর ভেদ লক্ষিত হইবে।

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে উপাস্য তত্ত্ব সম্বন্ধে ভাব ও ক্রিয়া ভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ চিত্তে ভক্তি পরিপ্লুত হইয়া আত্মায়, মনে ও জগতে পরমেশ্বরের প্রতিচ্ছবি রূপ শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তাহাতে তাদাত্ম্য বোধে অর্চ্চন সম্পন্ন করেন। কোন কোন ধর্ম্মে অধিকতর তর্ক প্রিয়তা নিবন্ধন মনে মনেই একটী ঈশ্বর-ভাব গঠিত করিয়া তাহাতে উপাসনা করেন। প্রতিমূর্ত্তির স্বীকার নাই।

ভাষা ভেদানুসারে কেহ কেহ কোন কোন বিশেষ বিশেষ নাম বলিয়া পরমেশ্বরকে অভিহিত করেন। ধর্ম্মেরও ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া থাকেন। ভজন কালীন বাক্য সকলও ভিন্ন ভিন্ন হয়।

এই পঞ্চ প্রকার ভেদ ক্রমে জগতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সমূহ পরস্পর অত্যন্ত পৃথক্ হইয়া পড়ে। পৃথক্ হইবে, ইহা নৈসর্গিক। কিন্তু উক্ত পার্থক্যবশতঃ পরস্পর বিবাদ করিবে ইহা নিতান্ত অনৈসর্গিক ও ক্ষতিজনক। অপরের ভজন সময়ে তাহার ভজন-মন্দিরে উপস্থিত হইলে এই ভাবে থাকা উচিত, যে আমার উপাস্য পরম তত্ত্বের কোন ভিন্ন প্রকার উপাসনা হইতেছে। আমার পৃথক্ অভ্যাসবশতঃ আমি এই প্রণালীতে সম্যক্ প্রবিষ্ট হইতে পারি না; কিন্তু এতদ্দৃষ্টে আমার নিজ প্রণালীতে অধিকতর ভাবোদয় হইতেছে। পরমতত্ত্ব এক বই দুই নন। এ স্থলে যে লিঙ্গ দেখিতেছি, তাহাতে আমার দণ্ডবন্নতি এবং আমি এই ভিন্ন লিঙ্গধারী আমার প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি আমার উপাদেয় স্বরূপে আমার প্রেম সমৃদ্ধ করুন।

যাঁহারা এরূপ ব্যবহার না করিয়া ভিন্ন প্রণালীর প্রতি দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া বা নিন্দা করেন, তাঁহারা নিতান্ত অসার ও হতবুদ্ধি। নিজের চরম প্রয়োজনকে তত ভাল বাসেন না, যত বৃথা বিবাদকে আদর করেন।

ইহার মধ্যে কেবল একটী বিষয় বিবেচনীয়। ভজন প্রণালী-ভেদের নিন্দা করা অসারতা বটে, কিন্তু যদি কোন প্রকৃত দোষ দেখা যায়, তাহাকে কদাচ আদর করা যাইবেনা; বরং তাহার উচ্ছিত্তির বিশেষ যত্ন করিলে জীবের মঙ্গল হইবে। এই জন্যই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু, বৌদ্ধ, জৈন ও নির্ব্বিশেষবাদীদিগের সহিত বিচার করিয়া তাহাদিগকে সৎ পথে আনয়ন করিয়াছিলেন। প্রভুর চরিত্র সমস্ত প্রভু-ভক্তের সর্ব্বত্র আদর্শ-স্বরূপ হওয়াই উচিত।

যে ধর্ম্মে নাস্তিকবাদ, সন্দেহবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্ব্বিশেষ বাদরূপ অনর্থ সকল আছে, ভক্তগণ সে ধর্ম্মকে ধর্ম্ম-জ্ঞান করিবেন না। সে ধর্ম্মকে বিধর্ম্ম, ছল-ধর্ম্ম, ধর্ম্মাভাস বা অধর্ম্ম বলিয়া জানিবেন। তাহাদের উপাসকগণের অবস্থা শোচনা করিবেন। জীবকে যতদূর পারেন ঐ সকল অনর্থ হইতে রক্ষা করিতে যত্ন করিবেন।

বিমল প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম। প্রাগুক্ত পঞ্চ প্রকার ভিন্নতা লক্ষিত হইলেও, বিমল প্রেম যে ধর্ম্মের উদ্দিষ্ট তত্ত্ব, সেই ধর্ম্মই ধর্ম্ম। বাহ্য ভিন্নতা লইয়া বিতর্ক করা অনুচিত। ধর্ম্মের উদ্দেশ যদি বিমল হয়, তবে সমস্তই সল্লক্ষণ যুক্ত। নাস্তিকবাদ, সন্দেহবাদ, বহ্বীশ্বরবাদ, জড়বাদ, অনাত্মবাদ অর্থাৎ কর্ম্মবাদ, স্বভাববাদ ও নির্ব্বিশেষবাদ স্বভাবতঃ প্রেম বিরুদ্ধ। ইহা গ্রন্থের অন্য স্থানে প্রদর্শিত হইবে।

কৃষ্ণ প্রেমই বিমল প্রেম। প্রেমের ধর্ম্মই এই যে উহা কোন একটী তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং কোন একটী তত্ত্বকে বিষয় বলিয়া বরণ করে। বিষয় ও আশ্রয় ব্যতীত প্রেমের পরিচয় থাকেনা। জীব হৃদয়ই প্রেমের আশ্রয়। এক মাত্র কৃষ্ণই প্রেমের বিষয়। পূর্ণ বিমল প্রেম উদিত হইলেই উপাস্য বস্তুর ব্রহ্মত্ব, ঈশ্বরত্ব ও নারায়ণত্ব শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। এই গ্রন্থ সমুদায় পাঠ করিয়া যত প্রেমের আলোচনা করিবেন ততই ইহার প্রতীতি জন্মিবে।

কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র যিনি নাম লইয়া বিবাদ আরম্ভ করেন, তিনি যথার্থ তত্ত্ব হইতে বঞ্চিত হন। নামের বিবাদ নিরর্থক। নাম যে বিষয়কে উদ্দেশ করে তাহারই বিচার জ্ঞাতব্য।

সর্ব্বশাস্ত্র শিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবতে যে শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত বর্ণিত হইয়াছে, তাহা বিদ্বদ্বর শ্রীব্যাস দেবের সাক্ষাৎ সমাধি-লব্ধ তত্ত্ব। নারদের উপদেশক্রমে ব্যাসদেব যখন ভক্তি-রূপ সহজ সমাধি অবলম্বন করিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ দর্শন করিয়া সেই পরম পুরুষ কৃষ্ণে যাহাতে জীবের শোক, মোহ ও ভয় নাশিনী অর্থাৎ উপাধি রহিতা ভক্তি উদয়হয় সেইরূপ তাঁহার চরিতামৃত বর্ণন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃত পাঠ বা শ্রবণ করিলে অধিকার ভেদে জীবের দুই প্রকার প্রতীতি হয়। ঐ দুই প্রকার প্রতীতির নাম বিদ্বৎ প্রতীতি ও অবিদ্বৎ প্রতীতি। প্রকট সময়ে যে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র প্রাপঞ্চিক চক্ষু দ্বারা পরিদৃশ্য হয়, তাহাও বিদ্বানদিগের পক্ষে বিদ্বৎ প্রতীতি ও জড় বুদ্ধিদিগের পক্ষে অবি-

দ্বৎ প্রতীতি বিস্তার করিয়া থাকে। বিদ্বৎ প্রতীতি ও অবিদ্বৎ প্রতীতি বুঝিতে ইচ্ছা হইলে ষট্‌সন্দর্ভ, ভাগবতামৃত বা মৎকৃত শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা ভালরূপে পাঠকরত উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট আলোচনা করিয়া লইবেন। এ স্থলে তাহার বিস্তৃতি করা দুঃসাধ্য।

শ্রীকৃষ্ণ চরিতামৃতের যে অবিদ্বৎ প্রতীতি তাহা অবলম্বন করিয়া যত বিবাদ উপস্থিত হয়। বিদ্বৎ প্রতীতিতে কোন বিবাদ নাই। যাঁহাদের পরমার্থ লাভের বাসনা আছে তাঁহারা বিদ্বৎ প্রতীতি সত্বর লাভ করুন। বৃথা অবিদ্বৎ প্রতীতি লইয়া বিবাদ করত যথার্থ স্বার্থ হানি স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি?

বিদ্বৎ প্রতীতির কিঞ্চিৎমাত্র দিগ্দর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যাঁহারা জড়চিন্তাকে অতিক্রম করত চিত্তত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন, তাঁহাদেরই পক্ষে বিদ্বৎ প্রতীতির সম্ভব। তাঁহারা চিচ্চক্ষু দ্বারা কৃষ্ণরূপ দর্শন করেন, চিৎকর্ণ দ্বারা কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করেন। চিদ্রস দ্বারা কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে আস্বাদন করেন। কৃষ্ণলীলা সমস্তই অপ্রাকৃত ও জড়াতীত। কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে তিনি জড় চক্ষের বিষয় হইতে পারেন, কিন্তু স্বভাবতঃ চক্ষু প্রভৃতি জড়েন্দ্রিয় সকল তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। প্রকট সময়ে যে সমস্ত ভগবল্লীলাদি প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়, তাহাও বিদ্বৎ প্রতীতি ব্যতীত বস্তু সাক্ষাৎকাররূপ ফল প্রদান করিতে পারে না। সুতরাং সাধারণতঃ অবিদ্বৎ প্রতীতিই লব্ধ হয়। অবিদ্বৎ প্রতীতির দ্বারা কৃষ্ণ তত্ত্বকে অনিত্য তত্ত্ব বলিয়া অনেকেই জানেন। কৃষ্ণ শরীরের জন্ম, বৃদ্ধি, ক্ষয় ইত্যাদি কল্পনা করিয়া থাকেন। অবিদ্বৎ প্রতীতি দ্বারাই নির্ব্বিশেষ অবস্থাকে সত্য ও সবিশেষ অবস্থাকে প্রাপঞ্চিক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং কৃষ্ণ তত্ত্বে বিশেষ থাকায় তাহাও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়।

পরমতত্ত্ব যে কি বস্তু তাহা নির্ণয় করা যুক্তির কার্য্য নয়। অপরিমেয় পদার্থে যুক্তি কি কার্য্য করিতে পারে? অতএব জীবের যে ভক্তি বৃত্তি আছে, তদ্দারাই পরমতত্ত্ব জ্ঞেয় ও আস্বাদিত হইতে পারেন। যাহাকে বিমল প্রেম বলি, তাহাই অবস্থা বিশেষে ভক্তি নাম লাভ করে।

পরম-তত্ত্বের যত প্রকার ভাব জগতে লক্ষিত হইয়াছে সে সমস্ত ভাবের অপেক্ষা কৃষ্ণস্বরূপ ভাবটীই বিমল প্রেমের এক মাত্র অধিক উপযোগী ভাব। মুসলমানেরা যে আল্লার ভাব স্থাপিত করিয়াছেন তাহাতে বিমল প্রেম নিযুক্ত হইতে পারে না। অতি প্রিয় বন্ধু পায়গম্বরও তাঁহার স্বরূপ সাক্ষাৎ করিতে

পারেন নাই। কেন না উপাস্য তত্ত্ব সখা গত হইয়াও ঐশ্বর্য্য বশতঃ উপাসক হইতে দূরে থাকেন। খ্রীষ্টীয়ানেরা যে গডের ভাবনা করেন, তিনিও অত্যন্ত দূরগত তত্ত্ব। ব্রহ্মেরত কথাই নাই। নারায়ণ ও জীবের সহজ প্রেমের প্রাপ্য বস্তু হন না। কৃষ্ণই একমাত্র বিমল প্রেমের সাক্ষাৎ বিষয় স্বরূপ চিন্ময় ব্রজধামে নিত্য বিরাজমান আছেন।

কৃষ্ণেরধাম আনন্দময়। তথায় ঐশ্বর্য্য বোধ হয় না। সমস্তই মাধুর্য্যময় ও নিত্যানন্দস্বরূপ। ফল ফুল কিসলয়ই তথাকার সম্পত্তি। গোধন সমূহই প্রজা। রাখাল গণ সখা। গোপীগণ সঙ্গিনী। নবনীত ও দধি দুগ্ধই খাদ্য দ্রব্য। সমস্ত কানন ও উপবন সকল কৃষ্ণ প্রেমময়। [illegible]নদী কৃষ্ণ সেবায় অনুরক্ত। সমস্ত প্রকৃতিই কৃষ্ণ পরিচারিকা। যে ব[illegible] পরব্রহ্ম রূপে সকলের পূজা ও সম্মান গ্রহণ করেন, তিনি সেই ধামের [illegible] মাত্র [illegible] ধন, কখন উপাসকের তুল্য, কখন তদপেক্ষা হীন রূপে পরিজ্ঞা[illegible]ন।

এই রূপ না হইলে কি ক্ষুদ্র জীব পরমতত্ত্বের সহিত প্রেম [illegible]তে পারে? পরমতত্ত্ব পরম লীলাময়, স্বেচ্ছাময় ও জীবের বিমল প্রেম লিপ্সু। [illegible]ভাবতঃ যে ঈশ্বর সে কি [illegible]গণের ন্যায় পূজার জন্য লালসা করে, না পূ[illegible]রা সন্তুষ্ট হইয়া স্বয়ং সুখ প্রাপ্ত হয়। নিজের ঐশ্বর্য্য সমুদায় মাধুর্য্য দ্বারা [illegible]ণ করত পরম চমৎকার লীলারসের আধার স্বরূপ কৃষ্ণচন্দ্র অপ্রাকৃত বৃন্দা[illegible] রসের অধিকারী জীবগণের সহিত সমতা ও হীনতা স্বীকার পূর্ব্বক [illegible] আনন্দ লাভ করেন।

যাঁহারা বিমল ও পূর্ণ প্রেমকে এক মাত্র প্রয়োজন বলিয়া স্বী[illegible] করেন, তাঁহারা কৃষ্ণ ব্যতীত সেই প্রেমের বিষয় বলিয়া আর কাহাকে [illegible]রণ করিতে পারেন? যদিও ভাষা ভেদে কৃষ্ণ, বৃন্দাবন, গোপ, গোপী, গোধন, যমুনা, কদম্ব প্রভৃতি শব্দ সকল কোন স্থলে লক্ষিত নাও হয়, তথাপি বিশুদ্ধ প্রেম-সাধকদিগের তত্তল্লক্ষণ লক্ষিত নাম ও ধাম ও উপকরণ ও রূপ ও লীলা সমুদয় প্রকারান্তরে ও বাক্যান্তরে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব কৃষ্ণ ব্যতীত বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয়ান্তর নাই।

যে পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ প্রেমের উদয় না হয় সে পর্য্যন্ত সাধক অবশ্যই কর্ত্তব্য-বুদ্ধি সহকারে গৌণী ও মুখ্য রূপ বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণানুশীলন করিতে থাকিবেন।

সংক্ষেপ রূপে বিচার করিলে দেখা যায়, যে কৃষ্ণ প্রেম সাধনের দুইটী মাত্র

উপায় অর্থাৎ বিধি ও রাগ। রাগ বিরল। রাগের উদয় হইলে বিধির আর বল থাকে না। যেকাল পর্যান্ত রাগের উদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত বিধিকে আশ্রয় করাই মানবগণের প্রধান কর্ত্তব্য। অতএব শাস্ত্রে দুইটী মার্গের উল্লেখ আছে অর্থাৎ বিধি-মার্গ ও রাগ-মার্গ। রাগ-মার্গ নিতান্ত স্বতন্ত্র অতএব তাহার বিশেষ ব্যবস্থা নাই। যাঁহারা অত্যন্ত ভাগ্যবান ও উচ্চ অধিকারী তাঁহারাই কেবল এই মার্গে চলিতে সক্ষম। এতন্নিবন্ধন কেবল বিধিমার্গের ব্যবস্থা পদ্ধতিক্রমে লিখিত হইয়াছে।

দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহারা পরমেশ্বরকে স্বীকার করে না, তাহারাও জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য, কতকগুলি বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সে সকল বিধিকে নীতি বলা যায়। যে নীতিতে পরমেশ্বরের চিন্তার ব্যবস্থা নাই, সে নীতি অন্য প্রকারে সুন্দর হইলেও মানব-জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিতে সক্ষম নয়। সে নীতি নিতান্ত বহির্ম্মুখ নীতি। ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যবস্থা যুক্ত হইলে, সেই নীতিই মানব-জীবনের বিধি বলিয়া আদৃত হয়। বিধি দুই প্রকার, মুখ্য ও গৌণ।

ঈশ্বরের তুষ্টি সাধনই যখন জীবনের এক মাত্র তাৎপর্য্য তখন যে বিধি উক্ত তাৎপর্য্যকে অব্যবধান রূপে লক্ষ্য করে, সে বিধির নাম মুখ্য বিধি। যে বিধি কিছু ব্যবধানের সহিত সেই তাৎপর্য্যকে লক্ষ্য করে, সে বিধি গৌণ। একটী উদাহরণ দিলেই এ বিষয় স্পষ্ট হইবে। প্রাতঃস্নান একটী বিধি। প্রাতঃস্নান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ ও রোগশূন্য হইলে মন স্থির হয়। মন স্থির হইলে ঈশ্বর উপাসনা করা যায়। এস্থলে জীবনের তাৎপর্য্য যে ঈশ্বর উপাসনা তাহা ব্যবধান শূন্য হইল না, যেহেতু স্নানের ব্যবধান শূন্য ফল শরীরের স্নিগ্ধতা। শরীরের স্নিগ্ধতারূপ ফল যদি ঐ বিধির চরম ফল বলিয়া গৃহীত হয়, তবে আর ঈশ্বর উপাসনা রূপ ফল লাভ হয় না। ঈশ্বর উপাসনা রূপ ফল এবং স্নান বিধির মধ্যে অন্যান্য ফল থাকায় ঐ সকল অন্যান্য ফল গুলি ব্যবধান স্বরূপ রহিল। যে স্থলে ব্যবধান থাকে, সে স্থলে ব্যাঘাতেরও সম্ভাবনা।

মুখ্য বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবৎ উপাসনা। বিধি ও উপাসনার মধ্যে অবান্তর ফল নাই। হরিকীর্ত্তন বা হরি কথা শ্রবণকে মুখ্য বিধি বলা যায়। যেহেতু তাহাতে বিধির সাক্ষাৎ ফলই ভগবৎ উপাসনা। গৌণ বিধির আলোচনা সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য। গৌণ বিধি অবলম্বন না করিলে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয়

না, এবং শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ না হইলে জীবন থাকেনা। জীবন না থাকিলে হরি ভজন রূপ মুখ্যবিধি কিরূপে অবলম্বিত হইবে? গৌণ বিধির সংক্ষেপ মাহাত্ম্য এই যে, উহা নরজীবনের অলঙ্কার স্বরূপ সমস্ত বিদ্যা, শিল্প ও কারু-কর্ম্ম, তথা সভ্যতা, দক্ষতা, পারিপাট্য ও অধ্যবসায় এবং শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক নীতি সমূহকে ক্রোড়ীভূত করিয়া নর-জীবনকে অকপট রূপে ভগবচ্চরণামৃত সেবন করাইতে অঙ্গীকার করে। বস্তুতঃ মুখ্য বিধির অনুচর হইয়া স্বীয় অধিশ্বরীর কৃপায় সেই চরণামৃত দ্বারা নর-জীবনকে সাধন ও ফলকালে পরমানন্দময় করিয়া থাকে।

বন্য জীবন, সভ্যজীবন, জড়বিজ্ঞানসম্পন্ন জীবন, নিরীশ্বর নৈতিক জীবন, সেশ্বর নৈতিক জীবন, বৈধভক্ত জীবন ও প্রেমভক্ত জীবন, এবম্বিধ নানা প্রকার নর জীবন পরিলক্ষিত হইলেও সেশ্বর নৈতিকজীবন হইতে প্রকৃত নর জীব-নের আরম্ভ স্বীকার করা যায়। সেশ্বর না হইলে নর জীবন (যত দূর সভ্য হউক না কেন, যতদুর জড়বিজ্ঞান সম্পন্ন হউক না কেন, যতদূর নৈতিক হউক না কেন) কথনই পশু জীবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে না। প্রকৃত নর জীবন সেশ্বর নৈতিক জীবনের বিধি নিষেধ লইয়া কার্য্য করে; অতএব এই গ্রন্থে সেশ্বর নৈতিক জীবন হইতে বিচার আরম্ভ হইয়াছে। সভ্যতা জড় বিজ্ঞান সম্পত্তি ও নীতি, সেশ্বর নৈতিক জীবনের প্রধান অলঙ্কারের মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত অলঙ্কার সহিত সেশ্বর নৈতিক জীবন, ভক্ত-জীবনে যে রূপ পর্য্যবসিত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করে তাহা সমুদায় গ্রন্থ বিচার দ্বারা লক্ষিত হইবে। জীবের জীবনই জৈবধর্ম্ম। মানব অবস্থায় জৈবধর্ম্মকে মানব ধর্ম্ম বলি। সেই ধর্ম্ম দ্বিবিধ অর্থাৎ গৌণ বা মুখ্য, সাম্বন্ধিক বা স্বরূপগত। গৌণ বা সাম্বন্ধিক ধর্ম্ম জড়, জড়ের গুণ ও সম্বন্ধকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান আছে। মুখ্য বা স্বরূপ-গত ধর্ম্ম শুদ্ধ জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। মুখ্য ধর্ম্মই যথার্থ জৈব ধর্ম্ম। গৌণধর্ম্ম আর কিছুই নয় কেবল জড়গুণ বশতঃ, মুখ্য ধর্ম্মের গুণীভূত অবস্থামাত্র, জড়গুণ দূর হইলে জৈবধর্ম্ম কেবলীভূত হইয়া মুখ্যধর্ম্ম হয়। গৌণধর্ম্মকে সোপাধিক ধর্ম্মও বলা যায়। উপাধি রহিত হইলে ইহাই মুখ্যধর্ম্ম হইয়া পড়ে। গৌণ বিধি ও গৌণ নিষেধ অর্থাৎ পুণ্য ও পাপ, গৌণ-ধর্ম্মের অন্তর্গত। গৌণধর্ম্ম জীবকে পরিত্যাগ করিবে না কেবল জীবের গুণ-মুক্ত অবস্থায় মুখ্য ধর্ম্মরূপে পরিণতি লাভ করিবে। জড়বদ্ধাবস্থায় মুখ্য ধর্ম্মের

অযথাভূত পরিণতি দ্বারা গৌণধর্ম্মের জন্ম হইয়াছে। গৌণধর্ম্মের যথাভূত পরিণতি ক্রমে মুখ্যধর্ম্ম পুনরায় উদিত হয়।

অতএব গৌণ বিধি নিষেধ বিচারপূর্ব্বক মুখ্য বিধি নিষেধও অবশেষে জৈব-ধর্ম্মের সিদ্ধাবস্থা যে প্রেমভক্তি তাহা বিচারিত হইবে।

এই বৃষ্টি মধ্যে প্রথমে ঈশ্বর নাম, পরে ভগবান শব্দ ও অবশেষে কৃষ্ণ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। পাঠকবর্গ এরূপ মনে না করেন, যে ঈশ্বর, ভগবান ও কৃষ্ণ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব। কৃষ্ণই এক মাত্র স্বরূপ তত্ত্ব ও জীবের বিমল উপাসনার বিষয়। কৃষ্ণই ভগবৎ তত্ত্বের পূর্ণ মাধুর্য্য প্রকাশ। যখন অন্যান্য তত্ত্ব বা পদার্থের সহিত সাম্বন্ধিক রূপে কৃষ্ণকে বিচার করা যায়, তখন তাঁহাকে ঈশ্বর ভাবে লক্ষ্য করা যায় এবং ঈশ্বর নামটী ব্যবহার করা যায়। এই জন্যই এই বৃষ্টির প্রথমে পদার্থ ত্রয়ের সংখ্যা স্থলে কৃষ্ণ নামের পরিবর্ত্তে ঈশ্বর নাম ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈশ্বর ভাব আর কিছুই নয় কেবল স্বরূপ তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট পদা-র্থের উপর যে স্বভাবসিদ্ধ ঈশিতা আছে, তাহার পরিচয় মাত্র। পদার্থ সংখ্যার স্থলে ঈশ্বর নামটীই সর্ব্বত্র ব্যবহার হইয়া থাকে, যথা চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর।

দ্বিতীয় বৃত্তি।

—oo—

গৌণ বোধ বিচার।

প্রথম ধারা—গৌণ বিধির বিভাগ।

গৌণ বিধি তিন প্রকার, জন-নিষ্ঠ-বিধি, সমাজ-নিষ্ঠ-বিধি ও পরলোক-নিষ্ঠ-বিধি।

জন-নিষ্ঠ-বিধি দুই প্রকার অর্থাৎ শরীর-নিষ্ঠ-বিধি ও মনো-নিষ্ঠ-বিধি। মানবের শরীর পুষ্ট হইয়া সচ্ছন্দে থাকিতে পারে এরূপ অভিপ্রায়ে যে সকল ব্যবস্থা হইয়াছে সে সকল ব্যবস্থার নাম শরীর-নিষ্ঠ-বিধি। মিতপান, মিত-ভোজন, মিত নিদ্রা, ব্যায়াম ইত্যাদি যত প্রকার বিধি আছে এবং পীড়া হইলে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে যে সকল চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে সমস্তই শরীর নিষ্ঠ-বিধি। শরীর-নিষ্ঠ বিধি প্রতিপালন না করিলে মানব গণ সচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন না। মনোনিষ্ঠ-বিধি অবলম্বন না করিলে মনের উপলব্ধি শক্তি, ধারণা শক্তি, কল্পনা ও বিভাবনা শক্তি ও বিচার শক্তি সম্যক্ পুষ্ট হইয়া স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিতে সক্ষম হয় না। বিজ্ঞান শিল্প ইত্যাদিরও উন্নতি হয় না। মনের কুসংস্কার রূপ তমঃ নষ্ট হয় না। বিষয় সম্বন্ধে শুদ্ধ জ্ঞানও লভ্য হয় না। জড় চিন্তা হইতে বুদ্ধিকে উদ্ধার করিয়া পরমেশ্বর চিন্তায় নিযুক্ত করা যায় না। অবশেষে পাপচিন্তা ও নিরীশ্বর ভাব সর্ব্বদাই মনকে বশীভূত করিয়া মানবকে পশুর ন্যায় করিয়া রাখে। অতএব জন-নিষ্ঠ বিধি মানব জীবনকে সফল করিবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন।

মানবগণ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং সমাজকে উন্নত ও পাপ শূন্য করিবার অভিপ্রায়ে সমাজ-নিষ্ঠ বিধির ব্যবস্থা করিয়া থাকে। সমাজ-নিষ্ঠ বিধির মধ্যে বিবাহ বিধি একটী উৎকৃষ্ট বিধি। যদি বিবাহ বিধি না হইত তাহা হইলে, মানব-সমাজ এত উন্নত হইতে পারিত না। পশুদিগের ন্যায় মানব গণও যথারুচি ভ্রমণ করিত। কোন কোন দেশে প্রথমে বিবাহ বিধি ছিলনা।

সেই সকল দেশে অনেক সামাজিক উৎপাত হওয়ায়, পরে বিবাহ বিধি প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। যথেচ্ছাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক জন পুরুষ একটী স্ত্রীকে সর্ব্বজনের সম্মতি ক্রমে গ্রহণ করিয়া সংসার যাত্রার ভিত্তি মূল পত্তন করেন। ইহার নাম বিবাহ। পুত্র কন্যা হইলে তাহাদিগকে পালনকরত শিক্ষাদানপূর্ব্বক জীবন যাত্রার উপায় করিয়া দেন। সংসারে বর্ত্তমান মানববৃন্দ পরস্পর ভ্রাতৃ ভাব সংস্থাপন, পরের কষ্ট নিবারণ, ন্যায়মতে অর্থসংগ্রহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ, সর্ব্বদা সত্যের পালন, মিথ্যার দমন ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা সংসারের উন্নতি বিধি সংস্থাপন করেন। সমাজ-নিষ্ঠ প্রবৃত্তি মানবজাতির প্রধান ধর্ম্ম। সর্ব্ব দেশে ও সর্ব্ব কালেই মানব জাতির মধ্যে ঐ ধর্ম্মের কার্য্য দেখা যায়। যে দেশে মানবগণের যত দূর সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতার সমৃদ্ধি, সে দেশে সমাজ-নিষ্ঠ বিধি তত দূর পরিপক্ক ও বদ্ধমূল। সর্ব্ব জাতির মধ্যে আর্য্য জাতির সামাজিক উন্নতি ও সভ্যতা অধিক ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। আর্য্য জাতির যত শাখা প্রশাখা হইয়াছে তন্মধ্যে ভারতবাসী আর্য্য শাখার যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামাজিক উন্নতি অধিকতর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই আর্য্য শাখা আজকাল বৃদ্ধাবস্থা বশতঃ বলহীন হইয়া অন্য জাতির অধীন হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের সামাজিক সম্মানের ক্রটী হইবে না। যদি কোন অর্ব্বাচীন লোক তাঁহাদের উন্নতি ও সভ্যতার বিষয় প্রতিবাদ করেন, তাহা হইলেই যে ভারতীয় আর্য্য শাখা বাস্তবিক লঘু হইবে এমত নয়। সমাজ-নিষ্ঠ বিধি ভারতীয় আর্য্য শাখার হস্তে যে কত উন্নতি-সাধন করিয়াছে, তাহা বৈদিক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিলেই জানা যায়। যথার্থ বলিতে গেলে ঋষি দিগের হস্তে সমাজ-নিষ্ঠ বিধির চরম উন্নতি হইয়াছিল ইহা সমস্ত সহৃদয় ও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তিগণই স্বীকার করিবেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক বিচার ক্রমে সমাজ-নিষ্ঠ বিধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা বর্ণবিধি ও আশ্রম বিধি। সমাজ-নিষ্ঠ মানবের দুইপ্রকার অবস্থা অর্থাৎ স্বভাব ও অবস্থান। জননিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে স্বভাব ও সমাজ নিষ্ঠ ধর্ম্ম হইতে অবস্থান। সামাজিক হইলেই মানবের জননিষ্ঠ ধর্ম্ম লোপ হয় না বরং সমাজ সম্বন্ধ ক্রমে তাহা পুষ্ট হয়। মানবের স্বভাব ক্রমে বর্ণবিধি ও অবস্থান ক্রমে আশ্রম বিধি ব্যবস্থাপিত হইয়াছিল। মানবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিসমূহ ক্রমশঃ অনুশীলনক্রমে উন্নত হইয়া একটী স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় যে প্রবৃত্তি অন্য সমস্ত প্রবৃত্তির উপর প্রভুতা স্থাপন করে, সেই প্রবৃত্তিই সেই মানবের স্বভাব। স্বভাব চারি প্রকার অর্থাৎ ব্রহ্ম

স্বভাব, ক্ষত্র স্বভাব, বৈশ্য স্বভাব ও শূদ্র স্বভাব। মানবের উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমেই উক্ত চারিটী স্বভাব উদিত হয়। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি ক্রমে অন্ত্যজ স্বভাব হইয়া উঠে। অন্ত্যজ স্বভাবের স্বভাবত্যাগ ব্যতীত অন্যবিধি নাই। জন্ম হইতে প্রবল প্রবৃত্তির উদয় কাল পর্য্যন্ত সংসর্গ ও অনুশীলন অনুসারেই প্রবল প্রবৃত্তির বীজ অঙ্কুর ও তরু উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হইতে থাকে। পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে স্বভাবের উৎপত্তি বলিয়া শাস্ত্রকারেরা লিখিয়াছেন। যে বংশে যাহার জন্ম হয় সেই বংশীয় স্বভাব শৈশব কাল হইতে তাহার সংসর্গজ-গুণ স্বরূপ হইয়া উঠিবে, পরে বিদ্যাচর্চ্চা ও অপর সংসর্গ ক্রমে তাহার কিছু উন্নতি বা অবনতি হইবে ইহাই নৈসর্গিক। শূদ্র স্বভাব নরের শূদ্র স্বভাব সন্তান, ব্রহ্ম স্বভাব মানবের ব্রহ্ম স্বভাব সন্তান উৎপন্ন হওয়াই আবশ্যক। কিন্তু সর্ব্বত্র হইবেক, এরূপ বিধি নয়। অতএব শাস্ত্রকারেরা স্বভাব নিরূপণপূর্ব্বক বর্ণবিধান করিবার অভিপ্রায়ে সংস্কার বিধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সংস্কার বিধি কালক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। সেই বর্ণনির্ণায়ক সংস্কারবিধি আপাততঃ লুপ্ত হওয়ায় দেশের অবনতি হইয়াছে। বর্ণবিধি যে যথার্থ সামাজিকধর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ নাই। বিজ্ঞান মতে অবস্থান চারি প্রকার। ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। যাঁহারা বিবাহ না করিয়া বিদ্যোপার্জ্জন ও দেশভ্রমণ করেন, তাঁহারা ব্রহ্মচারী। যাঁহারা বিবাহ করিয়া সংসারে অবস্থিত তাঁহারা গৃহস্থ। যাঁহারা অধিক বয়ক্রম হইলে কার্য্য হইতে বিরত হন এবং নির্জ্জনে বাস করেন তাঁহারা বানপ্রস্থ। যাঁহারা সংসারের সমস্ত বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচরণ করেন তাঁহারা সন্ন্যাসী। বর্ণ সকলের এবং আশ্রম সকলের সম্বন্ধ বিচার করিয়া যে ধর্ম্ম স্থাপিত হইয়াছে তাহার নাম বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মই ভারতীয় আর্য্য শাখার সামাজিক বিধি। যে দেশে এই বিধির অভাব সে দেশ যে উন্নত দেশ তাহা বলা যাইতে পারে না। সংক্ষেপতঃ এ স্থলে এ বিষয়ের প্রসঙ্গ করা গেল, অধিকার নিষ্ঠারূপ পুণ্য কর্ম্ম বিচারে ইহার বিশেষ বিচার করা যাইবে।

দ্বিতীয় ধারা—পুণ্যকর্ম্ম।

পরলোক নিষ্ঠবিধি ক্রমে মানবের কর্ম্মানুসারে পারলৌকিক ফলের বিচার করা যায়। এই সমাজে অবস্থিত হইয়া যিনি সৎকর্ম্ম করেন তিনি মরণান্তে স্বর্গলাভ করিবেন। যিনি অসৎকর্ম্ম করিবেন তিনি নরকভোগ করিবেন। সৎকর্ম্মের নাম

পুণ্য, অসৎ কর্ম্মের নাম পাপ। পুণ্য সঞ্চয়ের বিধি সকল এবং পাপ নিবারণের নিয়ম সকল একত্রিত হইলেই পরলোক-নিষ্ঠ-বিধি বলিয়া সঙ্গীত হয়।

আমরা যথাগত পুণ্য ও পাপ সকলের সংক্ষেপ বিবৃতি ও বিচার করিব। তাহাদিগকে বৈজ্ঞানিক রূপে বিভাগ করা অতিশয় কষ্ট-সাধ্য। কোন কোন ঋষি পাপ পুণ্যকে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক রূপে বিভাগ করিয়াছেন। কেহ কেহ উহাদিগকে কায়িক, বাচিক ও মানসিক বলিয়া বিভাগ করিয়াছেন। কেহ বা কায়িক, ঐন্দ্রিক ও অন্তঃকরণিক রূপে উহাদিগকে সজ্জিত করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা দেখিয়াছি যে ঐ সকল বিভাগ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই। আমরা পুণ্য সকলকে দুই ভাগে বিভক্ত করি, যথা স্বরূপগত-পুণ্য ও সম্বন্ধ-গত পুণ্য। ন্যায়, দয়া, সত্য, পবিত্রতা, মৈত্রী, আর্জ্জব ও প্রীতি ইহারা স্বরূপ-গত-পুণ্য। ইহাদিগকে এই জন্য স্বরূপ-গত-পুণ্য বলি যে ঐসকল পুণ্য জীবের স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্বকালে তাহার অলঙ্কার স্বরূপ থাকে। বদ্ধাবস্থায় কিয়ৎ পরিমাণে স্থূল হইয়া পুণ্য নাম প্রাপ্ত হয়, এই মাত্র। আর সমস্ত পুণ্যই সম্বন্ধ-গত, যেহেতু তাহারা জীবের জড় সম্বন্ধ বশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে। সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের প্রয়োজনতা নাই। পাপ কখনই জীবের স্বরূপ-গত-পুণ্য নয়। বদ্ধাবস্থায় জীবকে আশ্রয় করে। স্বরূপগত-পুণ্য-বিরোধী-রূপ যে সকল পাপ তাহাদিগকে স্বরূপ বিরোধী-পাপ বলা যায়। দ্বেষ, অন্যায়, মিথ্যা, চিত্তবিভ্রম, নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, লাম্পট্য এই কএকটী স্বরূপ-বিরোধীপাপ। আর সমস্ত পাপ জীবের সাম্বন্ধিক পুণ্য-বিরোধী। আমরা নিতান্ত সংক্ষেপে পাপ পুণ্যের বিচার করিব বলিয়া তাহাদিগকে স্বরূপ সম্বন্ধ বিভাগ পূর্ব্বক দেখাইলাম না। কেবল তাহাদের সংখ্যা করিয়া স্বল্প বিচার লিখিলাম। যে সঙ্কেত দেওয়া গেল, যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম করিয়া পাঠক মহাশয় অনায়াসে উপযুক্ত বিভাগ করিয়া লইবেন।

প্রধান প্রধান পুণ্য কর্ম্ম দশবিধ যথা:—

১। পরোপকার।
২। গুরুজন সেবা।
৩। দান।
৪। আতিথ্য।
৫। পাবিত্র্য।
৬। মহোৎসব।
৭। ব্রত।
৮। পশু পালন।
৯। জগদ্বৃদ্ধি।
১০। ন্যায়াচরণ।

পরোপকার দুই প্রকার যথা:—

১। পরের কষ্ট নিবারণ।
২। পরের উন্নতিসাধন।

আত্মীয় পর বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বলোকের উপকার করিতে যথা সাধ্য প্রবৃত্ত হইবে। জগতে যত প্রকার কষ্ট আছে, সেই সমুদায় কষ্ট যেমত নিজের হয় তদ্রূপ অপরেরও হইয়া থাকে। নিজের যখন কষ্ট হয়, তখন মনে হয় যে পরে যত্ন করিয়া আমার কষ্ট নিবারণ করুক। অতএব নিজের ন্যায় পরের কষ্ট নিবৃত্তির যত্ন পাওয়া উচিত। স্বার্থপরতা যদিও তৎকার্য্যে ব্যাঘাৎ করে, তথাপি তাহাকে যতদূর পারা যায় স্থগিত করিয়া পরের কষ্ট নিবারণে যত্নবান হওয়া আবশ্যক। পরের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সর্ব্ব প্রকার কষ্ট নিবৃত্তি করিতে যত্ন করিবে। পীড়া, ক্ষুধা প্রভৃতি শারীরিক কষ্ট। দুশ্চিন্তা শোক ও ভয় প্রভৃতি মানসিক কষ্ট। সংসার পালনে অক্ষমতা, কন্যা পুত্রের বিদ্যাভ্যাস ও বিবাহ দিতে না পারা, মৃতব্যক্তির সৎকার জন্য লোকাভাব এই সকল সামাজিক কষ্ট। সংশয়, নাস্তিকতা ও পাপ স্পৃহা এই সকল আধ্যাত্মিক কষ্ট। যেমত পরের কষ্ট নিবারণের যত্ন করা উচিত, তদ্রূপ পরের উন্নতি সাধনেও যত্ন করিবে। যথাসাধ্য অর্থ দ্বারা, দৈহিক সাহায্য দ্বারা, উপদেশ দ্বারা এবং অপর আত্মীয়ের সাহায্যের দ্বারা অপরের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য।

গুরুজন সেবা তিন প্রকার যথা:—

১। পিতা মাতার পালন ও সেবা।

২। উপদেষ্টাদিগের পালন ও সেবা।

৩। সর্ব্ব গুরুজন সম্মাননা ও সেবা।

পিতামাতার আজ্ঞাপালন ও তাঁহাদিগকে যথা সাধ্য সেবা করা সকলেরই প্রধান কর্ত্তব্য। নিরাশ্রিত, অক্ষম ও শৈশবকালে যাঁহারা প্রাণপণে রক্ষা ও পালন করিয়াছেন তাঁহাদের সেবা করিতে নিজে সক্ষম হইলে সর্ব্বতোভাবে তাহা করা উচিত, ইহা বলা বাহুল্য। বালক কাল হইতে যাঁহারা বিদ্যা ও সদুপদেশ প্রদান করেন তাঁহাদিগকে পালন ও সেবা করা উচিত। যাঁহারা পরমার্থ মন্ত্র ও জ্ঞান উপদেশ করেন তাঁহারা সমস্ত উপদেষ্টা অপেক্ষা অধিক বরণীয় ও সেব্য। সম্পর্কে যাঁহারা বড় এবং বয়সে ও জ্ঞানে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারাও গুরুজন, তাঁহাদিগকে সম্মাননা ও আবশ্যক মতে সেবা করিবে। গুরুজনের অন্যায় উপদেশ প্রতিপালন করিবে এরূপ নয়, কিন্তু রূঢ়বাক্য ও অপমান সূচক ব্যবহার দ্বারা তাঁহাদিগকে ঘৃণা প্রকাশ করিবে না। মিষ্ট

বচন, নম্রতা, উপযুক্ত সময়ে বিনয় পূর্ণ বিচার দ্বারা তাঁহাদিগের অন্যায়াচরণের অনুমতি স্থগিত করিতে হইবে।

অর্থ ও দ্রব্য, যোগ্য পাত্রকে দেওয়ার নাম দান। যাহা অপাত্রে দেওয়া যায় তাহা নিরর্থক অপব্যয়িত হয়। তাহা পাপ মধ্যে পরিগণিত।

দান দ্বাদশ প্রকার যথা :—

১। কূপ তড়াগাদি দ্বারা জল দান।

২। উপযুক্ত স্থানে বৃক্ষ রোপণ দ্বারা ছায়া ও বায়ু দান।

৩। উপযুক্ত স্থলে প্রদীপ দান।

৪। ঔষধদান।

৫। বিদ্যাদান।

৬। অন্নদান।

৭। পন্থাদান।

৮। ঘাটদান।

৯। গৃহদান।

১০। দ্রব্যদান।

১১। সুখাদ্যের অগ্রভাগ দান।

১২। কন্যাদান।

পিপাসু ব্যক্তিকে জল দান উচিত। পিপাসু ব্যক্তি গৃহাগত হইলে সুশীতল জল দান করিবে। সাধারণের জল পান জন্য কূপ, তড়াগ, পুষ্করিণী প্রভৃতি খনন করিয়া দেওয়া পুণ্য কার্য্য। উপযুক্ত স্থান দেখিয়া ঐ সকল ইষ্টাপূর্ত্ত ক্রিয়া করিবে। যে স্থানে জলের বিশেষ আবশ্যক সেই স্থলে কূপাদি খনন করাইবে। তীর্থাদি স্থলে অনেক লোকের জলের প্রয়োজন, সেখানে উপযুক্ত নদ্যাদি না থকিলে কূপাদি খনন করা কর্ত্তব্য। পন্থার উভয় ভাগে, নদীতীরে, বিশ্রামস্থলে অশ্বত্থাদি বৃহদ্বৃহৎ বৃক্ষ রোপণ করিবে। স্বগৃহে ও পবিত্রস্থানে তুলস্যাদি বৃক্ষ রোপণ করিবে। তাহাতে শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উপকার আছে। ঘাটে, পথে ও সঙ্কটস্থলে পথিকগণের উপকারার্থে প্রদীপ দান করিবে। বায়ু দ্বারা নির্ব্বাপিত না হয় এরূপ কাচাবরণ মধ্যে উক্ত স্থানে প্রদীপ স্থাপন করিলে বিশেষ উপকার হইবে। যে সময় চন্দ্র না থাকে বা মেঘ হয়, সেই সময় রাত্রে আলোক দেওয়ার বিধি। যিনি যত আলোক দিতে সক্ষম হইবেন, তিনি তত পুণ্য সঞ্চয়

করিবেন। আকাশ প্রদীপ দেওয়া কেবল কার্ত্তিক মাসেই বিধি এরূপ নয়। কার্ত্তিক হইতে দেওয়া আরম্ভ করিতে হয়। আকাশ প্রদীপ অধিক উচ্চ হইলে শোভা বই অন্য উপকার হয় না। ঔষধ দান দুই প্রকার অর্থাৎ রোগীদিগকে তাহাদের বাটীতে গিয়া বা তাহাদিগকে বাটীতে আনিয়া ঔষধ দান এবং কোন একটী নির্দ্দিষ্ট ঔষধালয় প্রস্তুত করিয়া তথায় ঔষধ দান। যাঁহার যাহা অকৃত্রিমরূপে সাধ্য তিনি তাহাই করিবেন। কোন ছাত্রকে বাটীতে নিজের ব্যয়ে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে, অথবা সাধারণের বিদ্যালয়ে তাহাকে ব্যয় দিয়া রাখা যাইতে পারে। বালক বালিকাদিগকে বিদ্যাদান করা একটী প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অন্নদান দুই প্রকার, নিজ বাটীতে অন্নদান এবং সত্রে সাধারণকে অন্নদান। অগম্য স্থলে বা কষ্টগম্য স্থলে পন্থা প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে পন্থাদান বলে। প্রস্তরময় বা ইষ্টকময় পন্থা যেরূপ স্থায়ী, তদ্রূপ অধিক পুণ্যজনক। নদীতে বা পুষ্করিণীতে সাধারণের ব্যবহারের জন্য ঘাট প্রস্তুত করিয়া দেওয়াকে ঘাট দান বলে। ঘাটের উপর বিশ্রাম স্থান, উদ্যান, চাঁদনি ও দেবমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলে অধিক পুণ্য হয়। যাহারা অর্থাভাবে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে গৃহদান করা পুণ্যজনক কর্ম্ম। আবশ্যক মত কোন দ্রব্য বা অর্থ যোগ্য পাত্রকে দিলে দ্রব্যদান হয়। সুখাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে দান করিয়া নিজে গ্রহণ করা উচিত। উপযুক্ত পাত্রকে সালঙ্কারা কন্যা দান করার নাম কন্যাদান।

আতিথ্য দুই প্রকার যথা :—

১। জন প্রতি।

২। সমাজ প্রতি।

গৃহস্থ ব্যক্তি, অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাহার যথাযোগ্য সেবা না করিয়া স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইবে না। শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে যে, অন্নাদি প্রস্তুত হইলে, গৃহস্থ নিজের দ্বারের বহির্ভাগে গিয়া অভুক্ত ব্যক্তিকে তিন বার ডাকিবে। যদি কেহ আইসেন, তাঁহাকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং সপরিবারে ভোজন করিবে। আড়াই প্রহরের সময় অতিথি ডাকিবার বিধি আছে। বর্ত্তমান কালে তত বেলা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকা সকলের পক্ষে কঠিন, অতএব যে সময়ে যিনি আহার করেন, তাহার পূর্ব্বে অভুক্ত লোককে ডাকিলে কর্ত্তব্য-সাধন হয়। অভুক্তলোক বলিলে ব্যবসায়ী ভিক্ষুক বুঝায় না। সামাজিক ক্রিয়া যোগে সামাজিক আতিথ্য কর্ত্তব্য।

পাবিত্র্য-চারি প্রকার যথা :—

১। শৌচ।
২। পন্থা, ঘাট, গোগৃহ, বিপনি, স্বগৃহ ও দেবতা মন্দিরাদি মার্জ্জন।
৩। বন পরিষ্কার।
৪। তীর্থযাত্রা।

শৌচ দ্বিবিধ, অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ। চিত্ত শুদ্ধির নাম অন্তঃশৌচ। নিষ্পাপ ক্রিয়া ও পুণ্য ক্রিয়া দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। নিষ্পাপ, লঘুপাক ও পরিমিত আহার ও পান ইহারাও চিত্তশুদ্ধির হেতু। মাদকসেবী ও অন্যান্য পাপকারী ব্যক্তিদিগের স্পর্শিত দ্রব্য ভোজন ও পানে চিত্তের অশুদ্ধতা উৎপত্তি করে। চিত্তশুদ্ধির যে সমস্ত উপায় আছে, তন্মধ্যে বিষ্ণুস্মরণই প্রধান। পাপ-চিত্তকে শোধন করিবার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা। তন্মধ্যে চান্দ্রায়ণাদি কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপকর্ম্ম চিত্তকে পরিত্যাগ করে। পাপের মূল যে পাপ বাসনা তাহা যায় না। অনুতাপরূপ জ্ঞান প্রায়শ্চিত্ত কৃত হইলে পাপ বাসনা দূর হয়, কিন্তু পাপবীজ যে ঈশ্বর বৈমুখ্য তাহা কেবল হরিস্মৃতি দ্বারা দূরীভূত হয়। প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বের বিচার অনেক, তাহা গ্রন্থান্তরে দৃষ্টি করিতে হইবে। তীর্থজল-স্নান ও গঙ্গাস্নানাদি পুণ্য স্নান ও দেব দর্শন দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। নিজের শরীর, বস্ত্র ও গৃহেত্যাদিকে পরিষ্কার ও মলশূন্য রাখার নাম বহিঃশৌচ। স্বচ্ছজলে স্নান, নির্ম্মল বসন পরিধান ও সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন ও পান ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা শৌচ সম্পাদিত হয়। মল মূত্র প্রভৃতি কদর্য্য দ্রব্য শরীরে স্পৃষ্ট হইলে জল দ্বারা তদঙ্গ ধৌত রাখা উচিত। পন্থা, ঘাট, গোগৃহ, বিপনি, স্বগৃহ, দেবতামন্দিরাদি মার্জ্জন দ্বারা পাবিত্র্য অর্জ্জন করা উচিত। নিজের বাটী, ঘাট, পন্থা, গোগৃহ, মন্দির ও চত্বর পরিষ্কার রাখা সর্ব্ব ব্যক্তির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তদ্ব্যতীত যে সকল সাধারণ পন্থা, ঘাট, বিপনি, দেবমন্দির ইত্যাদি গ্রামের মধ্যে থাকে, তাহাও পরিষ্কার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। গ্রাম বিপুল হইলে গ্রামস্থলোক সমূহ মিলিত হইয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অথবা সম্রাট সাহায্যে অর্থসংগ্রহকরত ঐ সমস্ত সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করা সমস্ত গ্রামবাসীর পক্ষে পুণ্যজনক কার্য্য। নিজ নিজ বাটীতে যে সকল বন থাকে, তাহা নিজের পরিষ্কার রাখা উচিত। সাধারণ ভূমিতে যে বন থাকে, তাহা পূর্ব্ব উপায় দ্বারা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। তীর্থযাত্রা দ্বারা মানবগণ অনেকটা পাবিত্র্য লাভ করেন। সাধুসঙ্গই যদিও তীর্থযাত্রার চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তীর্থাগত সকল লোকেই আপনার চিত্তে আপনাকে পবিত্র মনে করেন, যেহেতু তদ্দ্বারা পূর্ব্ব পাপবৃত্তি অনেকটা তিরোহিত হয়।

মহোৎসব তিন প্রকার যথা :—

১। দেবতা পূজোপলক্ষে উৎসব।

২। সাংসারিক বৃহদ্বৃহৎ ঘটনা উপলক্ষে যজ্ঞাদি।

৩। সাধারণের আনন্দবর্দ্ধন জন্য উৎসব।

দেবতা পূজোপলক্ষে যে সমস্ত উৎসব আছে তাহা সর্ব্বদাই লক্ষিত হইতেছে। সেই সমস্ত মহোৎসব পুণ্যজনক তাহাতে সন্দেহ কি? অনেক ব্যক্তি মিলিত হইয়া পরস্পর সাক্ষাৎ, আহারাদি, গীতবাদ্যের চর্চ্চা, চিত্র পুত্তলিকা ইত্যাদির উন্নতি, দুঃখীদিগকে ভোজন করান, বিদ্বান্‌দিগকে অর্থদান এবং সমাজকে জীবিত করা যে জগন্মঙ্গলসাধক পুণ্যকর্ম্ম তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা ঐ সকল মহোৎসব করিতে সক্ষম তাহারা তাহাতে অমনোযোগী হইলে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি জন্য অপরাধী হয়। বিশেষতঃ ঐ সমস্ত মহোৎসব যখন ঈশ্বরভাব মিশ্রিত হইয়াছে, তখন উহারা কোন প্রকারে ত্যজ্য নয়। সাংসারিক নানাবিধ ঘটনা আছে। পুত্র কন্যার জন্ম, অন্নপ্রাশন, সংস্কার, বিবাহ, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানা প্রকার সাংসারিক যজ্ঞে মহোৎসব হইয়া থাকে। সাধ্য মত তত্তৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গ্রামস্থলোক মিলিত হইয়া যে সকল বারওয়ারি পূজা ও মেলা সংস্থাপন প্রভৃতি সাধারণের আনন্দবর্দ্ধক কর্ম্ম করেন, তাহাও উচিত। সেই সকল কার্য্যে সমস্ত লোক কিছু কিছু সাহায্য দিয়া বৃহৎ কার্য্য করিতে শিক্ষা করেন।

[illegible] ৎসব, অরন্ধনোৎসব, ভগিনী কর্ত্তৃক ভ্রাতৃপূজা, নবান্নোৎসব, পিষ্টকোৎসব ও শীতলোৎসব এই প্রকার অনেক সামাজিক উৎসব নির্দ্ধারিত আছে।

ব্রত তিন প্রকার যথা :—

১। শারীরিক ব্রত।

২। সামাজিক ব্রত।

৩। পারমার্থিক ব্রত।

প্রাতঃস্নান, পরিক্রম, সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রভৃতি ব্যায়াম সম্বন্ধীয় শারীরিক ব্রত। কোন কোন ধাতু প্রকোপিত হইলে শারীরিক অসচ্ছন্দতা উপস্থিত হয়। তন্নিবারণার্থ দর্শ, পৌর্ণমাসী, সোমবার প্রভৃতি ব্রতের ব্যবস্থা আছে। সেই সেই নির্দ্দিষ্ট দিবসে আহার ও ব্যবহারের পরিবর্ত্তন এবং উপবাস ইত্যাদি

ইন্দ্রিয়সংযম-পূর্ব্বক ঈশ্বর চিন্তা করাই শ্রেয়রূপে নির্দ্দিষ্ট। আবশ্যক স্থলে সেই সেই অবস্থা অবলম্বন করাতে পুণ্য হয়। উপনয়ন, চূড়াকরণ, বিবাহ ইত্যাদি ব্রত সমূহ সামাজিক। বর্ণ বিচারে অধিকার ক্রমে কোন বর্ণের প্রতি কোন ব্রতের ব্যবস্থা ও সাধারণ মানবগণের পক্ষে কোন কোন ব্রতের ব্যবস্থা হইয়াছে। বিবাহ সর্ব্ব বর্ণের ব্যবস্থা। এক জন পুরুষ একটী সবর্ণা কন্যাকে বিবাহ করিবে। এক পত্নী ব্রতই কর্ত্তব্য। এক পত্নী সত্ত্বে অন্য বিবাহ কেবল কাম্য। তাহা নীচ প্রকৃতি ব্যক্তিরই কার্য্য। সন্তান না হইলে বিশেষ বিশেষ স্থলে এক পত্নী সত্ত্বে অন্য বিবাহের ব্যবস্থা আছে। মহাভারতে যে মাস ব্রতের উল্লেখ আছে তাহা এবং তদনুরূপ যে সকল পরমার্থ সাধক ব্রত, সেই সমুদায় ব্রতই পারমার্থিক ব্রত। চব্বিশটী একাদশী ও জন্মাষ্টমী প্রভৃতি ছয়টী জয়ন্তী ব্রতই মাস ব্রত। কেবল পরমার্থ চেষ্টাই ঐ সকল ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। ভক্তি বিচারস্থলে তাহার বিচার হইবে।

পশুপালন একটী পুণ্য কার্য্য। তাহা দ্বিবিধ যথা:—

১। পশুদিগের উন্নতিসাধন।

২। পশুপোষণ ও রক্ষা।

সকল প্রকার আবশ্যকীয় পশুদিগের উন্নতিসাধন করা কর্ত্তব্য। পশুদিগের সাহায্য ব্যতীত সংসারের কার্য্য উত্তমরূপে চলেনা, অতএব পশুদিগের আকৃতি, বল ও প্রকৃতির উন্নতি করিবার জন্য যত্ন পাওয়া উচিত। কোন কোন বিশেষ অবস্থায় তাহাদিগকে রাখিলে এবং তাহাদের উপযুক্ত স্ত্রী পুরুষ সংযোগ দ্বারা জাতি পুষ্ট করিলে তাহাদের উন্নতি হয়। সকল পশু অপেক্ষা গোজাতির উন্নতিসাধন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহাদের সাহায্যে কৃষিকার্য্য ও দ্রব্যাদির আনয়ন ও প্রেরণ কার্য্য উত্তমরূপ চলিতে পারে। বলবান ও সুন্দর ষণ্ড দ্বারা গাভীদিগের সন্তান উৎপত্তি করান উচিত। এই অভিপ্রায়েই মৃত ব্যক্তিদিগের শ্রাদ্ধোপলক্ষে বালষণ্ডদিগকে কর্ম্ম হইতে মুক্তি দেওয়া যায়। মুক্ত ষণ্ডেরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে করিতে অত্যন্ত বৃহদাকার ও বলবান হয়, এবং বলবান গোজাতির জনক হইবার যোগ্য হইয়া উঠে। পশুরা যেরূপ সংসারের উপকার করে তদ্রূপ তাহাদিগকে আহার ও গৃহ দিয়া পোষণ ও রক্ষা করা উচিত। গোপোষণ ও গোরক্ষা কার্য্যটী ভারতবর্ষে একটী বিশেষ পুণ্যজনক কার্য্য বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে।

জগদ্বৃদ্ধি কার্য্য চারি প্রকার যথা :—

১। বৈধ বিবাহ দ্বারা সন্তান উৎপত্তি করণ।

২। উৎপন্ন সন্তানদিগকে পালন ও রক্ষা করণ।

৩। সন্তানদিগকে সংসার যোগ্য করণ।

৪। সন্তানদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দান।

উপযুক্ত বয়সে উপযুক্ত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া শরীর ও চিত্তের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি অনুসারে পরস্পর সৌহার্দ্দ্যের সহিত সংসার নির্ব্বাহ করিতে থাকিবে। তাহাতে ঈশ্বর ইচ্ছায় পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইবে। উৎপন্ন সন্তানদিগকে যত্ন সহকারে পালন ও রক্ষা করিবে। ক্রমশঃ তাহাদিগকে বিদ্যা ও অন্যান্য কার্য্য শিক্ষা দিবে। তাহাদের বয়ঃবৃদ্ধি হইলে তাহাদিগকে অর্থার্জ্জনের উপায় শিক্ষা দিবে। উপযুক্ত বয়স হইলে, তাহাদিগকে বিবাহ দিয়া গৃহস্থ করিবার যত্ন পাইবে। সন্তানদিগকে যথা বয়সে শারীরিক বিধি, ধর্ম্মনীতি ও পরমার্থ তত্ত্ব শিক্ষা দিবে।

ন্যায়াচরণ বহুবিধ, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কএকটীর উল্লেখ করিতেছি।

১। ক্ষমা।	৮। বৈরাগ্য।
২। কৃতজ্ঞতা।	৯। সৎশাস্ত্র সম্মাননা।
৩। সত্য কথন।	১০। তীর্থ ভ্রমণ।
৪। আর্জ্জব।	১১। সদ্বিচার।
৫। অস্তেয়।	১২। শিষ্টাচার।
৬। অপরিগ্রহ।	১৩। ইজ্যা।
৭। দয়া।	১৪। অধিকার নিষ্ঠা।

কেহ অপরাধ করিলে তাহার প্রতি দণ্ড দিবার বাসনা ত্যাগের নাম ক্ষমা। অপরাধী ব্যক্তিকে দণ্ড দেওয়া অন্যায় নহে, কিন্তু ক্ষমা করা তাহা অপেক্ষা উচ্চ ন্যায়। প্রহ্লাদ ও হরিদাস ঠাকুর তাঁহাদের শত্রুগণকে ক্ষমা করিয়া জগতের আদর্শ স্বরূপ পূজিত হইতেছেন।

কেহ উপকার করিলে তাহা সর্ব্বদা স্বীকার করার নাম কৃতজ্ঞতা। আর্য্যগণ এতদূর কৃতজ্ঞ, যে পিতা মাতার জীবদ্দশায় যতদূর পারেন, তাঁহাদিগকে সেবা করেন। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে অশৌচ গ্রহণ রূপ কষ্ট স্বীকার, শয়ন ভোজনের সুখত্যাগ এবং দান ভোজন সহকারে তাঁহাদের শ্রাদ্ধ কার্য্য করেন। পুনরায় বর্ষে বর্ষে কালে কালে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রাদ্ধ তর্পণ

করেন। সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা পুণ্য কর্ম্ম। যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায় তাহাই বলার নাম সত্য কথন। সত্যবাক্ পুরুষেরা পুণ্যবান ও জগতে পূজিত হন। সরলতার নাম আর্জ্জব। মানব জীবন যত সরল হয় ততই পুণ্যবান হইবে। অপরের দ্রব্য অন্যায় রূপে গ্রহণ না করার নাম অস্তেয়। যতক্ষণ পরিশ্রম দ্বারা কোন দ্রব্য অর্জ্জিত না হয় ততক্ষণ সে দ্রব্যে কাহার অধিকার নাই। অন্ধ, পঙ্গু প্রভৃতি অক্ষম লোকেরাই ভিক্ষার অধিকারী। যাহাদের যোগ্যতা আছে, তাহাদের ন্যায্য পরিশ্রম দ্বারা দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে। সেই রূপ লোকের ভিক্ষা করা পরিগ্রহ। তাহা না করার নাম অপরিগ্রহ।

সর্ব্ব জীবে দয়া করা উচিত। ঔচিত্য বোধে যে দয়া তাহাই বৈধ দয়া। রাগতত্ত্বে যে দয়া বৃত্তি তাহা অন্যত্র বিচারিত হইবে। কেবল মনুষ্যগণকে দয়া করিব এবং পশুগণকে নির্দ্দয়তার সহিত ব্যবহার করিব এরূপ সিদ্ধান্ত অন্যায়। যাহার ক্লেশ হয়, তাহার ক্লেশ না হইতে পারে এরূপ চেষ্টা করা উচিত।

শম, দম, তিতিক্ষা ও উপরতি দ্বারা বিষয় রাগ দূর হইলে বৈরাগ্য হয়। কুবাসনা দমনের নাম শম। বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দমনের নাম দম। কষ্ট সহ্য করার অভ্যাসের নাম তিতিক্ষা। সামান্য বিষয় পিপাসা পরিত্যাগের নাম উপরতি। বৈরাগ্য একটী পুণ্য কার্য্য। বৈরাগ্য থাকিলে প্রায় পাপ উপস্থিত হয়না। বৈধ মতে বৈরাগ্য ধর্ম্ম ক্রমশঃ অভ্যাস করিতে হয়। রাগ মার্গে বৈরাগ্য সহজে অবলম্বিত হইয়া পড়ে। তাহা স্থানান্তরে বিবেচিত হইবে। বৈরাগ্য অভ্যাস করা পুণ্য কর্ম্ম। চাতুর্ম্মাস্য, দর্শ, পৌর্ণমাসী প্রভৃতি শারীরিক ব্রতপালন করিতে করিতে বৈরাগ্য অভ্যাস হয়। আদৌ শয়ন ভোজনাদি সম্বন্ধে সুখাভিলাষ ক্রমশঃ ত্যাগ করতঃ শেষে সমস্ত সুখাভিলাষ ছাড়িয়া কেবল জীবন ধারণ মাত্র বিষয় স্বীকার করার অভ্যাস যখন পূর্ণ হয় তখন বৈরাগ্য অভ্যস্ত হয়। বৈরাগ্য অভ্যস্ত হইলে সন্ন্যাস রূপ চতুর্থাশ্রমের অধিকার জন্মে।

সচ্ছাস্ত্রের সম্মান করা সর্ব্বলোকের কর্ত্তব্য। সদসৎ বিচারিত হইয়া লিপি বদ্ধ হইলে তাহাকে শাস্ত্র বলা যায়। যে সকল ব্যক্তি সুযোগ্যতা লাভ করতঃ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারাই সচ্ছাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা যোগ্য হয় নাই অথচ বিধি নিষেধের ব্যবস্থা ও পরমার্থ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছে, তাহারা অসৎ পরামর্শ দিয়া অসচ্ছাস্ত্র প্রকাশ

করিয়াছে। যে শাস্ত্রে অযুক্ত ও নাস্তিক মত দেখা যায় সে শাস্ত্র অসৎ তর্ক জনিত। তাহার সম্মান করা উচিত নয়। এক অন্ধ অপর অন্ধকে পথ দেখাইলে উভয়ে গিয়া কূপে পতিত হয়। তদ্রূপ অসচ্ছাস্ত্র প্রণেতাগণ ও তাহাদের অনুগামী অন্ধ লোক সকল কুমার্গ-গত এবং শোচনীয়। সচ্ছাস্ত্র বলিলে বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রকে বুঝিতে হইবে। সেই সকল শাস্ত্র স্বয়ং আলোচনা করা ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া পুণ্য কর্ম্ম। তীর্থভ্রমণ করিলে অনেক বিষয় জানা যায় ও অনেক কুসংস্কার দূর হয়।

সদ্বিচার বা বিবেক সর্ব্বদা আলোচনীয়। জগৎ কি, আমি কে, কেবা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার কর্ত্তব্য কি ও তাহা করিয়া আমার কি হইবে এরূপ বিবেক যাহার নাই সে মনুষ্য মধ্যেই পরিগণিত নয়। পশু ও মানবের ভেদ এই মাত্র যে পশুরা সদ্বিচার শূন্য, মানবগণ ঐ বিচারে সক্ষম। আত্ম বোধই সদ্বিচারের ফল।

শিষ্টাচার পুণ্যজনক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধুলোকেরা যে সকল আচার পালন করিয়াছেন ও পালন করিতে উপদেশ করিয়াছেন সেই সকলই শিষ্টাচার। কালে কালে শিষ্টাচার পরিবর্ত্তিত হয়, যথা সত্য ত্রেতা দ্বাপরে যে গোবধাদি কার্য্য শিষ্টদিগের আচরিত যজ্ঞ বিশেষে পরিলক্ষিত হইত তাহা কলিকালে রহিত হইয়াছে। সদ্বিচার দ্বারা পূর্ব্বকৃত বিধি সকল পরীক্ষিত হইয়া শিষ্টাচার রূপে গৃহীত হওয়া কর্ত্তব্য।

পাত্র বিচার ক্রমে লোকের সম্মান করা একটী প্রধান শিষ্টাচার। ইহাকে মর্য্যাদা বলা যায়। মর্য্যাদা ভঙ্গ হইলে মহদতিক্রম দোষ জন্মে। নিম্নলিখিত ক্রম অনুসারে মর্য্যাদা করা কর্ত্তব্য। যথা, সামান্যতঃ সকলেই নর মাত্রকে মর্য্যাদা করিবেন। তদপেক্ষা পদপ্রাপ্ত নরগণকে অধিক মর্য্যাদা করিবেন। এই রূপ ক্রমশঃ মর্য্যাদা বৃদ্ধি করত ভক্তগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মর্য্যাদা করিবেন। এই বিধি ক্রমে ব্রাহ্মণের ও বৈষ্ণবের মর্য্যাদা সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়:—

১। নর মাত্রের মর্য্যাদা।
২। সভ্যতার মর্য্যাদা।
৩। পদ মর্য্যাদা। ইহার অন্তর্গত রাজমর্য্যাদা।
৪। বিদ্যা মর্য্যাদা।
৪। সদ্‌গুণ মর্য্যাদা।
৬। বর্ণ মর্য্যাদা। ইহার অন্তর্গত ব্রাহ্মণ মর্য্যাদা।

৭। আশ্রম মর্য্যাদা। ইহার অন্তর্গত সন্ন্যাসী মর্য্যাদা।

৮। ভক্তি মর্য্যাদা। ইহার অন্তর্গত বৈষ্ণব মর্য্যাদা।

পদ মর্য্যাদা হইতে রাজার সম্মান, বিদ্যা মর্য্যাদা হইতে পণ্ডিতদিগের সম্মান, বর্ণ মর্য্যাদা হইতে ব্রাহ্মণ সম্মান, আশ্রম মর্য্যাদা হইতে সন্ন্যাসীর সম্মান, এবং ভক্তি মর্য্যাদা হইতে যথার্থ ভক্তব্যক্তির সম্মান এরূপ জানিতে হইবে।

ঈশ্বর পূজার নাম ইজ্যা। ইহা সকলের পক্ষেই পুণ্য জনক কর্ম্ম। সমস্ত বিধির মধ্যে ইজ্যাই প্রধান বলিয়া জানিতে হইবে। অধিকার ভেদে ইজ্যার আকার ভেদ আছে।

তৃতীয় ধারা—কর্ম্মাধিকার ও বর্ণ বিচার।

অধিকার নির্ণয় একটী প্রধান ন্যায়াচরণ। যোগ্যতার নাম অধিকার। যোগ্যতা দুই প্রকার অর্থাৎ যেকর্ম্মে যাহার যোগ্যতা ও কত পরিমাণে সেই কর্ম্মে তাহার যোগ্যতা। সকল ব্যক্তিই সকল পুণ্য কর্ম্ম করিতে যোগ্য নয়। কোন ব্যক্তি কোন পুণ্য কর্ম্ম করিতে যোগ্য বটে, কিন্তু সেই কর্ম্ম পূর্ণরূপে করিতে যোগ্য নয়। অতএব যোগ্যতা স্থির না করিয়া যদি কেহ কর্ম্ম করেন তবে সেই কর্ম্ম ফলবান হইবে কি না তাহা বলা যায়না। তজ্জন্য অধিকার নির্ণয় সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কর্ম্মকর্ত্তা নিজের অধিকার নির্ণয় করিতে পারে না, অতএব উপযুক্ত গুরুকে আদৌ অধিকার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে। উপদিষ্ট কর্ম্ম করিবার সময় প্রক্রিয়া নির্ণয় করা পুরোহিতের কার্য্য। এই জন্যই লোকেরা উপযুক্ত গুরু ও পুরোহিত বরণ করেন। আজ কাল যে রূপ গুরু ও পুরোহিত বরণ হইতেছে তাহা শাস্ত্রকৃদ্দিগের অভিপ্রেত নয়। নাম মাত্র গুরু ও নাম মাত্র পুরোহিত বরণ করা পুত্তলিকা বরণের ন্যায় নিরর্থক। গ্রামের বিশেষ যোগ্য ব্যক্তিকে বরণ করাই উচিত। নিজ গ্রামে না মিলিলে অন্যত্র অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য; কর্ম্মের যোগ্যতার উদাহরন দেওয়া কর্ত্তব্য, নতুবা সহসা বোধ গম্য হইবেনা। পুষ্করিণী খনন একটী পুণ্য কর্ম্ম। যদি নিজ হস্তে খনন করে তবে উপযুক্ত বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় থাকিলে ঐকর্ম্মে যোগ্যতা হয়। যদি অর্থব্যয় করিয়া খনন করে তবে অর্থ থাকা চাই। যে পরিমাণ বল, অস্ত্রাদি, ভূমি ও সহায় অথবা অর্থ থাকে সেই পরিমাণই সেই কর্ম্মের অধিকার। অনধিকারীর কোন ফল হয় না

এবং কর্ম্ম করিতে গেলে প্রত্যবায় হয়। বিবাহ কার্য্যে শরীরের যোগ্যতা সংসার নির্ব্বাহের সামর্থ্য ও দাম্পত্য ব্যবহারের উপযোগী মানস সংস্কার ইত্যাদি যোগ্যতাকে উৎপন্ন করে। এইরূপ যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা হইবে তাহার অধিকার অগ্রে নির্ণয় করা উচিত। অধিকার দুই প্রকার অর্থাৎ স্বভাব-গত-অধিকার এবং অবস্থা-গত অধিকার। মানব জীবনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, অর্থাৎ শিক্ষা কাল, কার্য্য কাল ও বিশ্রাম কাল। যে কাল পর্য্যন্ত মানবগণ বিদ্যোপার্জ্জন করে সে পর্য্যন্ত তাহাদের শিক্ষা কাল। ঐ কালে গ্রন্থালোচনা, সঙ্গ ও অপরের কর্ম্মাদি দর্শন এবং উপদেশ গ্রহণ করত যে প্রবৃত্তি যাহার প্রবল হইয়া পড়ে সেই প্রবৃত্তিকে ঐব্যক্তির স্বভাব বলে। যে বংশে জন্ম হয় সেই বংশানুসারে প্রায়ই আলোচনা, উপদেশ ও সঙ্গ ঘটনা ক্রমে বংশীয় স্বভাব উপদেশ ও সঙ্গ ভিন্ন প্রকার ঘটিয়া থাকে তাহাতে বংশ ব্যতিক্রম স্বভাবও অনেক স্থলে লক্ষিত হয়। ফলকথা এই যে শিক্ষা কাল সমাপ্ত হইলে কার্য্য কালের প্রাক্‌কালে যে ব্যক্তির যে স্বভাব লক্ষিত হয় তাহাই তাঁহার স্বভাব। বিজ্ঞান সহকারে যাঁহারা বিষয় বিভাগ করিতে সক্ষম সেই চিন্তাশীল পুরুষের স্বভাবকে চারিপ্রকার বলিয়াছেন। যথা:—

১। ব্রহ্ম স্বভাব।
২। ক্ষত্র স্বভাব।
৩। বৈশ্য স্বভাব।
৪। শূদ্র স্বভাব।

যে স্বভাব হইতে অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন, সহিষ্ণুতা গুণ, শুদ্ধাচার, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞানালোচনা এবং ঈশারাধনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্তি জন্মে সেই স্বভাবকে ব্রহ্ম স্বভাব বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

যে স্বভাব হইতে বীরত্ব, তেজঃ, ধারণাশক্তি, দক্ষতা, যুদ্ধে নির্ভরতা, দান, জগৎরক্ষা, জগৎশাসন ও ঈশ্বর পূজা ইত্যাদি গুণ সকল নিসৃত হয়, সেই স্বভাবকে ক্ষত্র স্বভাব বলা যায়।

যে স্বভাব হইতে কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বাণিজ্য প্রবৃত্তি উদিত হয় সেই স্বভাবই বৈশ্য স্বভাব।

যে স্বভাব হইতে কেবল পর সেবার দ্বারা নিজের উদর পালন প্রবৃত্তি উদিত হয় সেই স্বভাবকে শূদ্র স্বভাব বলে।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বোধ রহিত, ন্যায়াচরণ বিরত, সর্ব্বদা কলহ প্রিয়, নিতান্ত স্বার্থপর, উদর সর্ব্বস্ব, বিবাহ বিধি শূন্য ব্যক্তিদিগের স্বভাব অন্ত্যজ। সেই

স্বভাব পরিত্যাগ না করিলে নর স্বভাব হয় না, অতএব নর স্বভাব চারি প্রকার মাত্র।

স্বভাব হইতে প্রবৃত্তি বা গুণ এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম স্বীকার করাই কর্ত্তব্য। স্বভাব বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে গেলে সে কর্ম্ম সুষ্ঠু ও ফলদ হয় না। স্বভাবেরই কোন অংশকে ইংরাজী ভাষায় জিনিয়াস (genius) বলে। পরিপক্ক স্বভাব পরিবর্ত্তন করা সহজ নয়। অতএব স্বভাব অনুযায়ী কর্ম্মকরত জীবন নির্ব্বাহ ও পরমার্থ চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এই ভারত প্রদেশে মানবগণ প্রাগুক্ত চারিটী স্বভাব হইতে চারিটী বর্ণ লাভ করিয়াছেন। বর্ণ বিভাগ দ্বারা সমাজে অবস্থিতি করিলে, সামাজিক ক্রিয়া সকল স্বভাবতঃ ফলবতী হইয়া উঠে এবং জগতের সম্যক্ মঙ্গল হয়। যে সমাজে বর্ণ-বিভাগ-বিধি অবলম্বিত হইয়াছে সে সমাজের ভিত্তি-মূল বিজ্ঞান-জনিত এবং সে সমাজ সর্ব্ব মানবজাতির পূজনীয়। কেহ কেহ এরূপ সন্দেহ করিতে পারেন যে, যখন ইউরোপ খণ্ডের মানবগণ বর্ণ বিধান স্বীকার না করিয়াও সর্ব্বদা বৃহৎকর্ম্মা ও অন্য দেশে মাননীয় হইয়াছেন, তখন বর্ণ বিধান স্বীকার করার বাস্তবিক প্রয়োজন নাই। এ সন্দেহ নিরর্থক; যেহেতু ইউরোপীয় জাতি সমূহ অত্যন্ত নবীন ও আধুনিক। নবীন জাতীয় মানব সকল প্রায়ই অধিক বলবান ও সাহসিক হয়। সেই বল ও সাহসক্রমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জাতির নিকট অনেক সংগৃহীত বিদ্যা, বিজ্ঞান ও কৌশল প্রাপ্ত হইয়া জগতে এত প্রকার কার্য্য করিতেছে। জাতি ক্রমশঃ প্রবীণ হইলে বিজ্ঞান-জনিত সমাজ অভাবে অতি শীঘ্র পতন হইবে। ভারতীয় আর্য্য জাতির মধ্যে বর্ণ বিধান থাকায়, বার্দ্ধক্য অবস্থাতেও জাতি লক্ষণ প্রকাশ হইতেছে। রোমজাতি ও গ্রীকজাতি কোন সময় আধুনিক ইউরোপীয় জাতি অপেক্ষাও বলবান ও বীর্য্যবান ছিল। তাহাদের আজ কাল কি অবস্থা? তাহারা জাতি লক্ষণ রহিত হইয়া অন্যান্য আধুনিক জাতির ধর্ম্ম ও লক্ষণকে স্বীকারকরত ভিন্নরূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, এমত কি তাহারা আর নিজ দেশীয় বীরপুরুষদিগের পৌরুষের অভিমান করে না। অস্মদ্দেশে আর্য্য জাতি রোম ও গ্রীক জাতি অপেক্ষা কত অধিক পুরাতন হইয়াও ভারতের পূর্ব্ব বীর পুরুষদিগের অভিমান রাখে। কেন? কেবল বর্ণাশ্রম বিধান বলবান থাকায় তাহাদের জাতি লক্ষণ যায় নাই। ম্লেচ্ছ-হত রাণা এখনও রাম চন্দ্রের বংশজাত বীর বলিয়া আপনাকে জানিয়া থাকে। জাতির বার্দ্ধক্য দশায় ভারতবাসীগণ যতই পতিত হউক না কেন, যে পর্য্যন্ত বর্ণ বিধান প্রচলিত থাকিবে সে পর্য্যন্ত তাহারা আর্য্য

বই অনার্য্য হইবে না। ইউরোপীয় রোম প্রভৃতি আর্য্য বংশীয় লোকেরা হান ও ভাণ্ডাল প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতির সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় জাতিদিগের বর্ত্তমান সমাজ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, যে ঐ সমাজে যত টুকু সৌন্দর্য্য আছে তাহাও স্বভাব-জনিত বর্ণ-ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইউরোপে যে ব্যক্তি বণিক স্বভাব সে বাণিজ্যই ভাল বাসে ও বাণিজ্য দ্বারা উন্নতিসাধন করিতেছে। যে ব্যক্তি ক্ষত্র স্বভাব সে মিলিটরী লাইন অবলম্বন করে। যাহারা শূদ্র স্বভাব তাহারা সামান্য সেবা কার্য্য ভাল বাসে। বস্তুতঃ বর্ণধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বিত না হইলে কোন সমাজই চলে না। বিবাহাদি ক্রিয়াতেও বর্ণ সম্মত উচ্চ নীচ অবস্থা ও স্বভাব পরীক্ষিত হয়। বর্ণ-ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে অবলম্বিত হইয়া ইউরোপীয় জাতি নিচয়ের সমাজ সংস্থাপিত করিলেও ঐ ধর্ম্ম তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকরূপে সম্পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হয় নাই। সভ্যতা ও জ্ঞান ইউরোপে যত উন্নত হইবে, বর্ণ-ধর্ম্ম ততই সম্পূর্ণ হইতে থাকিবে। সকল ব্যাপারেই দুই প্রকার প্রণালী আছে অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক প্রণালী ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী। যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বিত না হয় সে পর্য্যন্ত সেই ব্যাপার অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিতে থাকে; যেমত যে পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীক্রমে জলযান সকল প্রস্তুত না হইয়াছিল, সে পর্য্যন্ত অবৈজ্ঞানিক নৌকা প্রভৃতি দ্বারা জলযাত্রা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত। সমাজও সেইরূপ, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত বর্ণ বিধান প্রকৃষ্টরূপে যে দেশে চালিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহার একটী অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই সে দেশের সমাজকে চালাইতে থাকে। বর্ণ বিধানের অবৈজ্ঞানিক প্রাগবস্থাই ইউরোপে (সংক্ষেপতঃ ভারত ছাড়া সর্ব্বত্রই) সমাজের চালক হইয়া আছে। এই জন্য ভারতকে কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বর্ণবিধি কি ভারতে আপাততঃ স্বাস্থ্য লক্ষণে লক্ষিত হইতেছে? উত্তর, না। বর্ণ বিধি ভারতে পূর্ণাবস্থায় সংস্থাপিত হইয়াও অবশেষে অস্বাস্থ্য-নিবন্ধন ভারতের অনেক যন্ত্রণা ও অবনতি দেখা যায়। নতুবা বার্দ্ধক্যক্রমে ভারতবাসীগণ যুদ্ধাদি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেও অবসর প্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় অন্যান্য জাতির উপদেষ্টা স্বরূপ সুখে অবস্থিতি করিতেন। সেই অস্বাস্থ্য কি তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক।

ত্রেতা যুগের প্রারম্ভে আর্য্যজাতির বিজ্ঞানালোচনা যথেষ্ট হইলে সেই সময় বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা সংস্থাপিত হয়। তখন এইরূপ বিধি হইল যে প্রতি ব্যক্তিই

স্বভাব অনুসারে বর্ণ লাভ করিবেন, এবং সেই বর্ণ অনুসারে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া সেই বর্ণ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করিবেন। শ্রম-বিভাগ-বিধি ও স্বভাব নিরূপণ বিধি দ্বারা জগতের কর্ম্ম সুন্দর রূপে চালিত হইত। যাহার পিতার বর্ণ ছিল না, তাহাকে কেবল স্বভাব দ্বারা বর্ণভুক্ত করা হইত। জাবালি ও গৌতম, জানশ্রুতি ও চিত্ররথের বৈদিক ইতিহাসই ইহার উদাহরণ। যাহার পিতার বর্ণ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার সম্বন্ধে স্বভাব ও বংশ উভয় বিষয়ই দৃষ্টিপূর্ব্বক বর্ণ নিরূপিত হইত। নরিষ্যন্ত বংশে অগ্নিবেশ্য স্বয়ং জাতুকর্ণ নামে মহর্ষি হন, এবং তাঁহার বংশে অগ্নিবেশ্যায়ন নামে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকুলের উৎপত্তি হয়। ঐলবংশে হোত্রক পুত্র জহ্নু ব্রাহ্মণত্বলাভ করেন। ভরতবংশে ভরদ্বাজ যাহার নাম বিতথ রাজা। তাহার বংশে নরাদির সন্তান ক্ষত্রিয়, ও গর্গের সন্তান ব্রাহ্মণ হন। ভর্ম্যশ্ব রাজার বংশে মৌদ্গল্য, গোত্রীয়, শতানন্দ, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি জন্মলাভ করেন। শাস্ত্রে এরূপ উদাহরণ অসংখ্য, তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করিলাম মাত্র। যে সময় এইরূপ প্রকৃত সংস্কার প্রচলিত ছিল সেই সময়েই ভারত যশঃ-সূর্য্য মধ্যাহ্ন রবির ন্যায় অত্যন্ত প্রভাববান ছিল। সর্ব্ব জাতি তখন ভারতবাসী দিগকে রাজা, দণ্ডদাতা ও গুরু বলিয়া পূজা করিত। ইজিপ্ট, চীন প্রভৃতি দেশের লোকেরা সে সময় ভারতবাসীর নিকট সশঙ্কচিত্তে উপদেশ গ্রহণ করিত।

বর্ণাশ্রম রূপ ধর্ম্ম অনেক দিন বিশুদ্ধ রূপে চলিয়া আসিলে, কালক্রমে ক্ষত্র স্বভাব জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামকে অবৈধ রূপে ব্রাহ্মণ মধ্যে পরিগণিত করায়, স্বভাব বিরুদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় মধ্যে স্বার্থবশতঃ শান্তি ভঙ্গ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা উভয় বর্ণ মধ্যে যে কলহ বীজ রোপিত হয়, তাহার ফল স্বরূপ জন্ম-গত বর্ণ ব্যবস্থা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। কালে মন্বাদি শাস্ত্রে ঐ অস্বাভাবিক বিধি গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইলে উচ্চবর্ণ প্রাপ্তির আশা রহিত হইয়া ক্ষত্রিয়গণ বৌদ্ধ ধর্ম্ম সৃষ্টি করত ব্রাহ্মণদিগের সর্ব্বনাশের উপায় উদ্ভাবিত করিল। যে ক্রিয়া যখন উপস্থিত হয়, তাহার প্রতিক্রিয়াও তদ্রূপ বলবান হইয়া উঠে। এতন্নিবন্ধন জন্ম-গত বর্ণ বিধান আরও দৃঢ় হইয়া পড়িল। এক দিকে কুব্যবস্থা ও অপর দিকে স্বদেশ নিষ্ঠা, এই ভাব দ্বয় বিবদমান হইয়া ক্রমশঃ ভারত বাসী আর্য্য সন্তানদিগকে উৎসন্ন প্রায় করিয়া তুলিল।

ব্রহ্মস্বভাব বিহীন নামমাত্র ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া অন্যান্য

বর্ণকে বঞ্চনা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্র স্বভাব বিহীন ক্ষত্রিয়সকল যুদ্ধে অপারক হইয়া রাজ্যচ্যুত হইতে লাগিল, অবশেষে অকিঞ্চিৎকর বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। বণিকস্বভাব বিহীন বৈশ্যগণ জৈনাদিধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল, এবং ভারতের বিপুল বাণিজ্য খর্ব্ব হইয়া পড়িল। শূদ্র স্বভাব বিহীন শূদ্রসকল স্বভাব বিহিত কার্য্যে অধিকার না পাইয়া দস্যুপ্রায় হইয়া পড়িল। তাহাতে বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা ক্রমশঃ রহিত হইল; ম্লেচ্ছ দেশের ভূপালগণ ভারতকে আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়া লইল। অর্ণবযান ব্যবহার উঠিয়া গেল। সেবাও প্রকৃষ্টরূপে হইল না। কাজে কাজেই কলির অধিকার প্রগাঢ় হইল। আহা! সর্ব্ব জাতির শাসনকর্ত্তা ও গুরু যে ভারতীয় আর্য্য জাতি তাহার বর্ত্তমান দুরবস্থা কেবল জাতির বার্দ্ধক্য হইতে ঘটিয়াছে এমত নয়, কিন্তু অবৈধ বর্ণ বিধান ক্রমেই উপস্থিত হইয়াছে বলিতে হইবে। যিনি সর্ব্ব জীবের ও সর্ব্ব বিধির নিয়ন্তা ও সর্ব্ব অমঙ্গল হইতে মঙ্গল সংস্থাপন করণে সক্ষম, সেই এক মাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেই কোন শক্ত্যাবিষ্ট পুরুষ পুনরায় যথার্থ বর্ণধর্ম্ম সংস্থাপন করিবেন। পুরাণ কর্ত্তারাও আমাদের ন্যায় আশা করিয়া কল্কি দেবের সাহায্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। মরু ও দেবাপী রাজার উপাখ্যানে এরূপ প্রতীক্ষা দৃষ্ট হইবে। এক্ষণে প্রকৃত বিধি বিচার করা যাউক।

কোন বর্ণের কোন্ কর্ম্মে অধিকার তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে। আমাদের পুস্তকে তাহা বিবৃতির সহিত লিখিত হওয়া দুঃসাধ্য। আতিথ্য সম্বন্ধে অন্নদান, পাবিত্র্য সম্বন্ধে ত্রিসবন স্নান, দেবদেবীর পূজা, বেদ পাঠ, উপদেষ্টৃত্ব ও পৌর-হিত্য, উপনয়নাদি ব্রত, ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস এই সকল কর্ম্মে কেবল ব্রাহ্মণের অধিকার। ধর্ম্মযুদ্ধ, রাজ্যশাসন, প্রজারক্ষণ, বৃহদ্ভূদ্দান প্রভৃতি কার্য্য ক্ষত্রিয়ের অধিকার। পশুপালন ও রক্ষণ ও কৃষিকার্য্য ও বাণিজ্য কার্য্যে বৈশ্যের অধিকার। অমন্ত্র দেব সেবা অপর ও ত্রিবর্ণের সেবা কার্য্য শূদ্রের অধিকার। বিবাহাদিব্রত, ঈশভক্তি, পরোপকার, সাধারণদান, গুরুসেবা, আতিথ্য, পাবিত্র্য মহোৎসব, গোসেবা, জগদ্বৃদ্ধি করণ এবং ন্যায়াচরণ এ সকল কার্য্য সর্ব্ব বর্ণের স্ত্রীপুরুষের অধিকার। পতিসেবা কার্য্যটী স্ত্রীলোকের বিশেষ অধিকার। মূল বিধি এই যে যে স্বভাবের উপযোগী যে কার্য্য সেই স্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তি সেই কর্ম্মের অধিকারী। সরল বুদ্ধিদ্বারা প্রায় সকলেই কর্ম্মাধিকার স্থির করিতে পারেন স্থির করিতে নাপারিলে উপযুক্ত গুরুকে জিজ্ঞাসা করিবেন।

চতুর্থ ধারা—আশ্রম বিচার।

মানবের স্বভাব হইতে কর্ম্মের জন্ম হয়। মানবের আশ্রমে কর্ম্মের অবস্থিতি। যে মানব যে আশ্রমে থাকেন সেই আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম অবস্থিত। অতএব বর্ণ ও আশ্রম ইহারা পরস্পর অনুস্যূত। কর্ম্মকে তজ্জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বলে। আশ্রম চারি প্রকার।

১। ব্রহ্মচর্য্য।	৩। বানপ্রস্থ।
২। গার্হস্থ।	৪। সন্ন্যাস।

ব্রাহ্মণ স্বভাব ব্যক্তিগণের ব্রহ্মচর্য্যে অধিকার। সংযত চিত্তে, শুদ্ধাচার সহকারে, অত্যন্ত বিনীত ভাবে, নানাবিধ শারীরিক ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক, গুরুকুলে বাশকরত যাবদধ্যয়ন সমাপ্তি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।

গৃহস্থাশ্রমে সর্ব্ব বর্ণের অধিকার। ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করেন, ক্ষত্রিয়গণ কিয়ৎ পরিমাণ উপযুক্ত শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন। বৈশ্যগণ পশুপালন ও বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যোপযোগী বেদ বিদ্যা অধ্যয়ন করত গৃহস্থ হইয়া থাকেন। শূদ্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেই গৃহস্থ হইতে পারেন। কোন্ ব্যক্তির কোন্ বর্ণ ধর্ম্মে অধিকার তদ্বিষয়ে পিতা, কুলপুরোহিত, আর্য্য সমাজ, ভুস্বামী ইহাঁরা অধ্যয়ন কাল উপস্থিত হইলেই প্রথম সিদ্ধান্ত করিবেন। যে বালকের যে স্বভাব লক্ষিত হইবে তাহাকে সেইরূপে অধ্যয়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। অধ্যয়ন কার্য্যে যাহার নিতান্ত রতি নাই অথচ সেবা কার্য্যে স্পৃহা ও দক্ষতা দেখা যায়, তাহাকে অধ্যয়নাদি কার্য্যে নিযুক্ত করা নিস্ফল বিবেচনায় শূদ্রবোধে সেবাকার্য্যে পটুতা লাভ করিতে দিবেন। গৃহস্থ হইলে প্রথমে অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের অর্থোপার্জ্জনের উপায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপদিষ্ট আছে। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান, প্রতিগ্রহ এই ছয়টী ব্রাহ্মণের কর্ম্ম, তন্মধ্যে যাজন ও অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিবে, এবং যজন, অধ্যয়ন ও দান দ্বারা তাহা সাংসারিক অবস্থায় ব্যয় করিবে। কর শুল্কাদি গ্রহণ ও অস্ত্র ব্যবসায় দ্বারা উপার্জ্জন করিয়া ক্ষত্রিয়বর্ণ সংসারপালন ও জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

পশুপালন, বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্য দ্বারা বৈশ্যগণও ত্রিবর্ণের সেবা দ্বারা শূদ্রগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। আপদ কালে ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু নিতান্ত আপদ উপস্থিত না হইলে উক্ত তিন বর্ণ শূদ্রের ব্যবসা করিবে না। গৃহস্থ ব্যক্তি বিধি পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ করত সন্তান উৎপন্ন করিবেন। পিণ্ডদান দ্বারা পিতৃলোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের পূজা, অন্নাদি দ্বারা অতিথিসেবা, এবং সত্য ব্যবহার দ্বারা সর্ব্বভূতের অর্চ্চনা করিবেন। পরিব্রাজক ও ব্রহ্মচারীগণ কেবল গৃহস্থের সাহায্যে প্রতিপালিত হন, অতএব গৃহস্থ আশ্রমই সমস্ত আশ্রম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

বানপ্রস্থ তৃতীয় আশ্রম। বয়ঃপরিণতি হইলে পত্নীকে পুত্রের নিকট অর্পণ করিয়া অথবা সন্তান জন্মের সম্ভাবনা না থাকিলে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গৃহস্থ বনে প্রস্থান পূর্ব্বক বানপ্রস্থ আচরণ করিবেন। তথায় আপনার অভাব সর্ব্বতোভাবে সংক্ষিপ্ত করিবেন। ভূমিতে শয়ন, বৃক্ষ বল্কলাদি দ্বারা পরিধেয় ও উত্তরীয় গ্রহণ, ক্ষৌর কর্ম্ম পরিত্যাগ করণ, মুনি বৃত্তি অবলম্বন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, যথা সাধ্য অভ্যাগত সেবা, ফলমূল ভক্ষণ এবং নিভৃত বনে পরমেশ্বর আরাধনা এই সমস্ত বানপ্রস্থের কর্ম্ম। সর্ব্ব বর্ণই বানপ্রস্থের অধিকারী।

সন্ন্যাস আশ্রমই চতুর্থাশ্রম। সন্ন্যাসীকে ভিক্ষু বা পরিব্রাজক বলে। পূর্ব্ব তিনটী আশ্রমস্থ ব্যক্তিগণ যখন নিতান্ত বৈরাগ্যপর, সংসারে মমতাশূন্য, সর্ব্ব কষ্ট সহিষ্ণু, তত্ত্বজ্ঞ, জনসঙ্গ লিপ্সা শূন্য, ব্রহ্মপর, নির্দ্বন্দ্ব, সর্ব্বজীবে সমবুদ্ধি, দয়ালু, নির্ম্মৎসর, ও যোগযুক্ত হন, তখন সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের অধিকার লাভ করেন। সন্ন্যাসীগণ সর্ব্বদা ঈশ্বরের চিন্তা করেন। কোন গ্রামে এক রাত্রের অধিক থাকিবেন না। কোন নগরে পঞ্চ রাত্রের অধিক থাকিবেননা। কেবল [illegible]যুক্ত স্থানে চাতুর্ম্মাস্যবিহিত বিধিমতে মাসচতুষ্টয় অতিবাহিত করিতে পারেন। প্রথমাবস্থায় ব্রাহ্মণের বাটীতে ভিক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণগণ ব্যতীত অন্য কেহ এই আশ্রম স্বীকার করিতে পারিবেন না।

শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা শূন্য ব্যক্তিরাই কোন আশ্রম যোগ্য নয়। তাহারা আশ্রমীদিগের অনুগ্রহে দিন যাপন করিবে। তাহাদিগের সাহায্য করা আশ্রমীদিগের যথাসাধ্য কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকের গৃহস্থাশ্রম ও স্থল বিশেষে বানপ্রস্থ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রম স্বীকর্ত্তব্য নয়। কোন অসাধারণ শক্তি সম্পন্না স্ত্রী বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সামর্থ্য লাভ

করত যদি ব্রহ্মচর্য্য বা সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া সাফল্যলাভ করিয়া থাকেন, বা লাভ করেন, তাহা সাধারণতঃ, কোমল শ্রদ্ধ, কোমল শরীর, কোমলবুদ্ধি স্ত্রী জাতির পক্ষে বিধি নয়।

আলোচনা করিয়া দেখিলে গৃহস্থ আশ্রমই একমাত্র আশ্রয়। তাহাকে আশ্রয় করিয়া আর তিনটী আশ্রম অবস্থিত হয়। মানব জাতি সাধারণতঃ গৃহস্থ। কেহ কেহ বিশেষ অধিকার লাভকরত ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। তথাপি সেই সেই আশ্রমে কতকগুলি বিশেষ কর্ম্মাধিকার লক্ষিত হওয়ায় ঐ সকল আশ্রমের পার্থক্য দর্শিত না হইলে, সমাজ-জ্ঞানের তাত্ত্বিক অবস্থা সিদ্ধ হয় না।

স্মৃতিশাস্ত্রে গৃহস্থ আশ্রমের বিধি সকল বিশেষ রূপে বিবৃত হইয়াছে। গৃহস্থ কি কি কার্য্য কোন সময়ে করিবেন ও কি কি কার্য্য পরিত্যাগ করিবেন তাহা সদাচার বলিয়া মনুগণ, ঋষিগণ ও প্রজাপতিগণ নিজ নিজ শাস্ত্রে আহ্নিক, পাক্ষিক, মাসিক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক বিধি রূপে লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। ঐ সকল বিধি অনেক এবং দেশ কাল বিবেচনায় রূপান্তর যোগ্য। এই জন্য তাহাদের সংক্ষেপ তত্ত্ব বই আর কিছু লিখিত হইল না।

পঞ্চম ধারা।—আহ্নিক।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে জাগরিত হইয়া পারমার্থিক এবং ঐহিক যে যে কার্য্য দিবসের মধ্যে করিতে হইবে তৎসমূহ চিন্তাপূর্ব্বক স্থির করিবেন। প্রত্যুষে শারীরিক বিধির অবিরোধী স্থান বিশেষে পুরীষ পরিত্যাগকরত মুখ বাহু প্রভৃতি সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিষ্কার করিবে। স্বচ্ছ ও নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া যথা যোগ্য পরিধান ইত্যাদি গ্রহণ করিবে। পরে স্ববর্ণ সম্মত ধনোপার্জ্জন উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিবে। শরীরের অবস্থা বিবেচনায় মধ্যাহ্নে স্নান করত ঈশোপাসনা ও তর্পণাদি করিবে। অন্নাদি প্রস্তুত হইলে কিঞ্চিৎ সর্ব্বভুতের জন্য ও কিছু পতিত ও অপাত্রের নিমিত্ত রাখিয়া অতিথি গ্রহণাশয়ে গৃহের প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান থাকিবে। অতিথি পাইলে তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক ভোজন করাইবে। স্বগ্রামী লোকের প্রতি আতিথ্য বিধেয় নয়। অন্য দেশ হইতে আগত, গৃহস্বত্বহীন,

অকিঞ্চন ভোজনাভিলাষী ব্যক্তিকে অতিথি করিবে। অতিথির গোত্র জাতি অন্বেষণ করিবেনা। নিষ্পাপ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন করাইবে। পরে গর্ভিনী, আশ্রিত, বৃদ্ধ, বালক ইহাদিগকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিবে। পূর্ব্ব মুখে বা উত্তর মুখে ভোজন করিবে। প্রশস্ত, পবিত্র, [illegible] অস্পর্শিত, সুপথ্য অন্নাদি বিশুদ্ধ পাত্রে ভোজন করিবে। অসময়ে ভোজন করিবে না। ভোজনান্তে ঈশ্বর চিন্তা করিবে। আলস্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনতিক্লেশ সাধ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। সচ্ছাস্ত্র আলোচন পূর্ব্বক দিবসের শেষ অংশ যাপন করিবে। সায়ংকালে সমাহিত চিত্তে সন্ধ্যা বন্দনা করিবে। সায়ংকালেও মধ্যাহ্নের ন্যায় পক্ব অন্নাদি অতিথি প্রভৃতিকে সেবন করাইয়া ভোজন করিবে। রাত্রে শয়নের জন্য অতিথিকে স্থান ও শয্যা দান করিবে। গৃহস্থ পরিষ্কার, কীটশূন্য পর্য্যঙ্কোপরিস্থিত শয্যায় পূর্ব্ব দিকে বা দক্ষিণ দিকে মস্তক করিয়া শয়ন করিবে। পশ্চিম শিরা বা উত্তর শিরা হইয়া শয়ন করিলে রোগ জন্মিয়া থাকে। অবৈধ রূপে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে শারীর ও মানস বিধি সকল উত্তম রূপে পালন করত নিষ্পাপ অন্তঃকরণে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজের পাল্যগণ, গুরু-জন, অতিথি ও নিরাশ্রিত ব্যক্তিগণকে পোষণ পূর্ব্বক গৃহস্থ নিজের শরীর যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে।

আহ্নিক তত্ত্বে যে বিধি সকল দৃষ্ট হয় সে সমুদায় আজকাল সম্পূর্ণরূপে চলিতে পারে না। ভিন্নদেশীয় রাজ নীতি ও ব্যবহার যে রূপ প্রবল হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বমত নিয়ম পালন করা দুঃসাধ্য। বর্ত্তমান রাজ্যে কার্য্য সমুদায় মধ্যাহ্নেই হইয়া থাকে, অতএব প্রথম আহারাদি করা তৎপরে ধনোপার্জ্জন কার্য্যাদি করাই প্রয়োজন। বিশেষতঃ কালক্রমে ভারতে স্বাস্থ্য নীতি ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতে অধিক বেলায় ভোজন, ত্রিসবন বা দ্বিসবন স্নান ও রাত্র জাগরণাদি কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। মহর্ষি দিগের মূল তাৎপর্য্য এই যে আহার, ব্যবহার স্নান শয়ন প্রভৃতি শারীরিক কার্য্য যখন যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে ও নিষ্পাপ রূপে নির্ব্বাহিত হইতে পারে সেই রূপই কর্ত্তব্য। অতএব আশ্রমীগণ আপন আপন বিবেচনাপূর্ব্বক আহ্নিক কার্য্য করিতে থাকিবেন।

শরীর-নিষ্ঠ-বিধি, মনোনিষ্ঠ বিধি, সমাজ-নিষ্ঠ-বিধি ও পরলোক-নিষ্ঠ-বিধি সমুদায়ই আহ্নিক কার্য্যে পালিত হইবে। প্রাতরুত্থান, দেহের সংস্কার, উপযুক্ত পরিশ্রম, স্নান, উপযুক্ত সময়ে ভোজন, বলকারক স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকরদ্রব্য ভক্ষণ

স্বচ্ছজলপান, ভ্রমণ, পরিষ্কার পরিচ্ছদ গ্রহণ, তিন প্রহরের অনধিক নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক বিধিপালন করা প্রত্যহই কর্ত্তব্য। দিবসের কার্য্য-চিন্তা, ধ্যান-শিক্ষা, বিষয়-বিচার শিক্ষা, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস, জ্যামিতি, গণিত, সাহিত্য, পশুতত্ত্ব, রাসায়ণতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব, পদার্থতত্ত্ব ও জীবের গতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিদ্যা সমূহের প্রয়োজন মত আলোচনা দ্বারা প্রত্যহই মনোনিষ্ঠ-বিধির পালন করিবে। ন্যায়পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন, যথাসাধ্য সংসার পালন, প্রয়োজন মত সামাজিক ক্রিয়া সাধন ও জগদুন্নতি কার্য্যে যথাসাধ্য যত্ন ইত্যাদি দ্বারা প্রত্যহ আহ্নিক ক্রিয়া করিতে থাকিবে। সন্ধ্যা বন্দনাদি পরলোক চেষ্টা দ্বারা পারলৌকিক আহ্নিক কার্য্য করা উচিত। অধিকাংশ কার্য্যই আহ্নিক। কতকগুলি কর্ম্ম পাক্ষিক, কতকগুলি মাসিক, কতকগুলি ষান্মাসিক, কতকগুলি বার্ষিক, ও কতকগুলি বিষম-সাময়িক। নিত্য কর্ম্ম মাত্রই আহ্নিক। নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকলের মধ্যে কতকগুলি সম-সাময়িক ও এবং কতকগুলি বিষম-সাময়িক।

গৃহস্থের জীবন সর্ব্বদা পুণ্যময় ও পাপশূন্য থাকিবে। এপর্য্যন্ত পুণ্যময় জীবনের ব্যবস্থা পরিদর্শিত হইল। এক্ষণে পাপ শূন্যতা শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে প্রধান প্রধান পাপ সমূহের আলোচনা করা যাউক।

প্রধান প্রধান পাপ একাদশ প্রকার যথা :—

১। হিংসা বা দ্বেষ।
২। নিষ্ঠুরতা।
৩। ক্রৌর্য্য বা কৌটিল্য।
৪। চিত্ত বিভ্রম।
৫। মিথ্যা।
৬। গুর্ব্ববজ্ঞা।
৭। লাম্পট্য।
৮। স্বার্থ সর্ব্বস্বতা।
৯। অপাবিত্র্য।
১০। অশিষ্টাচার।
১১। জগন্নাশ কার্য্য।

হিংসা তিন প্রকার। নরহিংসা, পশুহিংসা ও দেবহিংসা। অপরকে নষ্ট করিবার ইচ্ছার নাম হিংসা। দ্বেষ হইতে হিংসার উৎপত্তি হয়। কোন কোন বিষয়ে আশক্তি করার নাম রাগ। কোন বিষয়ে বৈরক্তি করার নাম দ্বেষ। উচিত রাগ পুণ্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। অনুচিত রাগকে লাম্পট্য বলে। দ্বেষ রাগের বিপরীত ধর্ম্ম। উচিত দ্বেষ পুণ্য মধ্যে পরিগণিত। অনুচিত দ্বেষই হিংসার ও ঈর্ষার মূল। সংসারে বর্ত্তমান হইয়া সকলেরই কর্ত্তব্য যে প্রীতির সহিত পরস্পর ব্যবহার করে। পাপাসক্ত ব্যক্তি

তদ্বিপরীত আচরণ করত অন্যের প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা করিয়া থাকে। হিংসা একটী বৃহৎ পাপ। সকলেরই উচিত যে হিংসা পরিত্যাগ করিবে। নরহিংসা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। যে নরের প্রতি হিংসা করা যায় সেই নরের মাহাত্ম্যের তারতম্য দ্বারা হিংসার গুরুতা বা লঘুতা হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ হিংসা, জ্ঞাতি হিংসা, স্ত্রীহিংসা, বৈষ্ণবহিংসা, গুরুহিংসা এইসকল হিংসা অধিক পরিমাণে পাপ যুক্ত। পশু হিংসাও সামান্য পাপ নয়। উদরপরায়ণ ব্যক্তিগণ স্বার্থ সহকারে যে পশুহিংসার বিধান করেন, তাহা কেবল মানবের অপকৃষ্ট পাশব প্রবৃত্তির পরিচালনা মাত্র। পশু হিংসা হইতে বিরত না হইলে নর স্বভাব উজ্জ্বল হয় না।

বেদাদি শাস্ত্রে যে পশু যাগ ও বলিদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে সে কেবল উক্ত পাশব প্রবৃত্তিকে ক্রমশঃ সংকোচিত করিয়া তাহার নিবৃত্তির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে। ফলতঃ পশু হিংসা পশুর ধর্ম্ম, নরধর্ম্ম নয়। দেব হিংসাটীও গুরুতর পাপ। ঈশ্বর আরাধনা জন্য মানব সকল ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহা অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পরাৎপর তত্ত্বের উপাসনা রূপ পরম ধর্ম্ম লব্ধ হয়। অনভিজ্ঞ এবং অতাত্ত্বিক ধর্ম্মবাদীগণ নিজ ব্যবস্থাকে ভাল বলিয়া অন্য দেশের ব্যবস্থাকে নিন্দা করেন, এমত কি অন্য দেশের ধর্ম্ম মন্দির ও ঈশ্বর নিদর্শন ভগ্ন করিয়া ফেলেন। পরমেশ্বর এক বই দুই নন। এই সকল কার্য্য দ্বারা সেই এক মাত্র পরমেশ্বরের হিংসা করা হয়। সল্লোক মাত্রেই এমত অবৈধ ও পশুবৎ কার্য্য হইতে সর্ব্বদা নিরস্ত হইবেন।

নৈষ্ঠর্য্য বা নিষ্ঠুরতা দুই প্রকার অর্থাৎ নর প্রতি নিষ্ঠুরতা এবং পশু প্রতি নিষ্ঠুরতা। নরনারির প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে জগতে বিষম উৎপাৎ উপস্থিত হয়। দয়া জগৎ পরিত্যাগ করে। নির্দ্দয়তা রূপ অধর্ম্ম জগতে প্রবেশ করে। সেরাজদ্দৌলা ও নিরো প্রভৃতি অসজ্জনের দ্বারা জগতে কতই অনর্থ ঘটিয়াছিল। যদি কাহার মনে কোন প্রকার নিষ্ঠুরতা থাকে তাহা ক্রমশঃ দয়ার আলোচনা দ্বারাও দয়া করিতে শিক্ষা করিয়া দূর করিবেন। আধুনিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। তাহা ব্যবস্থাপকদিগের অযশঃ কীর্ত্তন করিতেছে। সামান্য বিষয়লোলুপ লোকেরা গাড়ির গরু ও ঘোড়াকে যে প্রকার কষ্ট দেয় তাহা দেখিলে সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ হয়। সেই সমস্ত পশুদিগের প্রতি নিষ্ঠুরতা পরিত্যাগ করিবে।

ক্রৌর্য্য বা কুটীলতা একটী পাপ। এক জন অপর ব্যক্তির প্রতি স্বার্থ বা

অভ্যাস বশতঃ যে অসরল ব্যবহার করে, তাহার নাম কুটীলতা। বিশেষ উদ্বেগ-জনক কৌটীল্যের নাম ক্রূরতা। যাহারা এই পাপে আসক্ত, তাহাদিগকে খল বলে।

চিত্তবিভ্রম চারি প্রকার, মাদক সেবন, ছয় রিপুর প্রাবল্য, নাস্তিকতা ও জাড্য। মাদক সেবন দ্বারা জগতে যে কত প্রকার অনর্থ হয় তাহা বলা যায় না। সমস্ত পাপই মাদক বস্তুকে আশ্রয় করিয়া থাকে। সর্ব্ব প্রকার মদ, গাঁজা, সিদ্ধি, চরস, অহিফেন ও তামাক মাদক দ্রব্য মধ্যে পরিগণিত। কোন কোন মাদক চিত্তকে উগ্র করিয়া স্বাস্থ্য হইতে চ্যুত করে। অহিফেণ চিত্তকে অত্যন্ত সংকীর্ণ করিয়া পশু চিত্তের ন্যায় করিয়া ফেলে। তামাক তদুভয়বর্ত্তী ভাবকে অবলম্বন করাইয়া মানব প্রকৃতিকে জড়ীভূত করত অধীন করিয়া লয়। মাদক সেবন অত্যন্ত ভয়ানক পাপ। মানবগণের উচিত যে মাদকের নিকটেও না যান। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টী চিত্তের রিপু। ইহারা চিত্ত অধিকার করিলে মানবকে পাপী করে। সচ্ছন্দে, নিষ্পাপে দেহ যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী অর্থ দ্রব্য বাসনা করাকে কাম বলা যায় না। তদতিরিক্ত বাসনাকে কাম বলি। সেই কামই আমাদিগকে সমস্ত উপদ্রবে লইয়া ফেলে। কামনা পূর্ণ না হইলেই ক্রোধকে সহায় করিয়া লয়। ক্রোধ উদিত হইলে কলহ, কটুবাক্য, অন্যের উপর আঘাৎ বা আত্মঘাতাদি পাপকার্য্য নিসৃত হয়। ক্রমশঃ লোভ আসিয়া পাপ উৎপত্তি করে। আপনাকে বড় বলিয়া জানার নাম মদ। বাস্তবিক মানব যত আপনাকে ক্ষুদ্র জ্ঞান করিবে, ততই নম্রতা রূপ ধর্ম্ম উদিত হইবে। মদ পরিত্যাগের উপদেশ দ্বারা যাথার্থ্য পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দেওয়া যায় নাই। যাহার নিকট যে ভাল বস্তু আছে, তাহার উপর নির্ভর করা উচিত। বিশেষতঃ ভগবদ্দাস বলিয়া আপনাকে অভিমান করিলে মদ সম্পর্ক হয় না। মোহ সহজেই মন্দ। পরের উন্নতি সহিতে না পারার নাম মাৎসর্য্য। ইহাই সমস্ত পাপের মুল। এই ছয় রিপুর মধ্যে যাহার দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা দ্বারাই চিত্তবিভ্রম হয়। চিত্তবিভ্রম হইতে নাস্তিকতা। নাস্তিকতা দুই প্রকার, পরমেশ্বর নাই বলিয়া নিশ্চয় করা এবং পরমেশ্বর আছেন কিনা এরূপ সন্দেহ করা। নাস্তিকতা যে চিত্তবিভ্রম-বিশেষ ইহা ভুয় ভুয় দেখা গিয়াছে। চিত্ত বিভ্রম রূপ বায়ু রোগ-গ্রস্থ ব্যক্তিরা প্রায়ই নাস্তিক বা সন্দীহান। কোন কোন লোক স্বাস্থ্য অবস্থায় উত্তম রূপে ঈশ্বর বিশ্বাস করিত, কিন্তু ঘটনা বশতঃ ঐ রোগ উদিত হইলেই আর বিশ্বাস

করিতনা। পুনরায় ঐ রোগ আরোগ্য হইলে বিশ্বাস করিত। কোন কোন উন্মাদ গ্রস্থ ব্যক্তি অহরহ হরে কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম উচ্চরণ করে কিন্তু জিজ্ঞাসিত হইলে বলে যে আমিই সেই বস্তু। এ সমস্তই চিত্তবিভ্রম। জাড্য বা আলস্য পাপমধ্যে পরিগণিত। জাড্য শূন্য হওয়া পুণ্যবানের কর্ত্তব্য।

মিথ্যা ব্যবহার চারি প্রকার, মিথ্যা কথা বলা, ধর্ম্মকাপট্য, বঞ্চনা বা মিথ্যা আচরণ,ও পক্ষপাত। মিথ্যাকথা বলা নিতান্ত নিষিদ্ধ। শপথ করিয়া মিথ্যাবলাকে অধিক দোষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অতএব মিথ্যা কথা কখনই কোন অবস্থায় বলিবেনা। সংসারে যাঁহারা মিথ্যা আচরণ করেন তাঁহাদিগকে কেহ বিশ্বাস করেনা; অবশেষে তাঁহারা সকল লোকেরই ঘৃণার্হ হইয়া পড়েন। ধর্ম্মকাপট্য একটীভয়ানক পাতক। যাঁহারা ঐপাপে লিপ্ত তাঁহাদিগেকে বৈড়ালব্রতিক বলে। তিলক মালা, কৌপিন, বহির্ব্বাস, যজ্ঞোপবীত প্রভৃতি ধর্ম্মচিহ্ন সকল বাহ্যে যাঁহার শরীরকে শোভা করে কিন্তু ভিতরে তাঁহার ঈশভক্তিনাই তাঁহারা ধর্ম্মধ্বজী। লোক ব্যবহারে যাঁহারা কাপট্য আচরণ করেন অর্থাৎ মনের কথা প্রকাশ না করিয়া অন্য প্রকার প্রকাশ করেন তাঁহারা শঠ বলিয়া লোকের ঘৃণিত হন। যথার্থ পক্ষে না থাকিয়া যে কোন কারণেই হউক অন্যায় পক্ষসমর্থন করার নাম পক্ষপাত। ইহা সর্ব্বোতোভাবে বর্জ্জনীয়।

গুর্ব্ববজ্ঞা তিন প্রকার, মাতা পিতার প্রতি অবহেলা, উপদেষ্টাগণের প্রতি অবহেলা ও অন্যান্য গুরুজন প্রতি অবহেলা। গুরুগণ কদাচ ভ্রমক্রমে যদি অন্যায় তাড়ন করেন তথাপি তাঁহাদিগের প্রতি কিছুমাত্র অবহেলা করিবে না। কৌশল ও বিনয়ের সহিত তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিবার যত্ন করিবে। গুরুজনের অন্যায় অনুমতি প্রতিপালন না করিলে গুর্ব্ববজ্ঞা হয় না।

লাম্পট্য তিন প্রকার, অর্থলাম্পট্য, স্ত্রীলাম্পট্য প্রতিষ্ঠা লাম্পট্য। ধন ও বিষয়াদির লাম্পট্যকে অর্থ লাম্পট্য বলে। অর্থ লাম্পট্য ক্রমে মানবের ধনাশা ও বিষয়াশা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হইয়া তাহার সমস্ত সুখ অপহরণ করে। অতএব ঐ লাম্পট্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যাহাতে সংক্ষেপে চলিয়া যায়, এই রূপ অর্থ বা বিষয় লব্ধ হইলে আর সেই আশাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়া উচিত নয়। স্ত্রীলাম্পট্য একটী বৃহৎ পাপ। পরস্ত্রী বা বেশ্যা সঙ্গ কখনই কর্ত্তব্য নয়। বিবাহিত স্ত্রীর সহিত সঙ্গ করিতে হইলেও শারীরিক ও সমাজিক কএকটী বিধি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। অন্যায় রূপে স্ত্রীসঙ্গ ক্রমে দেহের দৌর্ব্বল্য, জননেন্দ্রিয়ের অযথা পরিচালন, বুদ্ধি হানি ও দুর্ব্বল ও অল্পায়ু সন্তানোৎপত্তি ঘটিয়া থাকে। আপাততঃ

ভারতবর্ষীয় লোকদিগের পক্ষে পুরুষগণের একুশ বৎসর বয়সের ও স্ত্রীগণের ষোড়শ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষসঙ্গ করা অনুচিত বোধ হইতেছে। পর্ব্ব দিনে, স্ত্রী গর্ভবতী থাকিলে, এবং ঋতু অবসান না হইলে সঙ্গ নিষিদ্ধ। ধর্ম্ম প্রবৃত্তির দ্বারা স্ত্রী লাম্পট্যকে হৃদয় হইতে দূর করা কর্ত্তব্য। প্রতিষ্ঠা লাম্পট্য ক্রমে মানবের কার্য্য সকল নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া পড়ে অতএব উক্ত লাম্পট্যকে পাপ বলিয়া দূর করিবে। নিস্বার্থ ভাবে ধর্ম্মাচরণ করা উচিত।

স্বার্থ সর্ব্বস্বতা একটী প্রকাণ্ড পাপ। মানবের জীবনের উন্নতি সাধন ও পারলৌকিক বাস্তব মঙ্গল লাভের জন্য যে সকল যত্ন করা যায় তাহাকেও স্বার্থ বলা যায়। সেই স্বার্থ পরিত্যাগ করিবার বিধি নাই। ভগবানের এই একটী আশ্চর্য্য নিয়ম যে যাহাকে প্রকৃত স্বার্থ বলি সেটী নিজের ও জগতের যুগপৎ মঙ্গলসাধন করে। সে স্বার্থ পরিত্যাগ করিলে জগন্মঙ্গল কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে হয়। যে স্বার্থ নিন্দনীয় সে কেবল পরের অমঙ্গল সংকারে স্বার্থ বলিয়া পরিচিত হয়। সেই স্বার্থপরতা হইতে প্রতিপাল্যদিগের প্রতি অযথা কার্পণ্য, সৎকার্য্য কার্পণ্য, বিরোধ, চৌর্য্য, অসন্তোষ, অহংকার, মাৎসর্য্য, হিংসা, লাম্পট্য ও অপচয় ইত্যাদি বহুবিধ পাপ সম্ভূত হয়। যে ব্যক্তিতে স্বার্থ সর্ব্বস্বতা যত পরিমাণে থাকে, সে ব্যক্তি তত পরিমাণেই নিজের ও পরের অমঙ্গল জনক। অতএব স্বার্থ সর্ব্বস্বতা রূপ পাপকে হৃদয় হইতে দূরে নিক্ষেপ না করিলে, মানব কোন সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

অপাবিত্র্য শারীরিক ও মানসিক ভেদে দ্বিবিধ। শারিরীক হউক বা মানসিক হউক অপাবিত্র্য তিন প্রকার, দেশ-গত-অপাবিত্র্য, কাল-গত-অপাবিত্র্য ও পাত্র-গত-অপাবিত্র্য। অপবিত্র দেশে গমন করিলে দেশ-গত-অপাবিত্র্য ঘটে। সেই দেশবাসী দিগের অশুদ্ধাচরণ বশতই সেই সেই দেশের অপাবিত্র্য ঘটিয়া থাকে। এই জন্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে অকারণ ম্লেচ্ছদেশে গমন বা বাস করিলে দেশগত-অপাবিত্র্য হয় এরূপ বিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেশজ্ঞানলাভ, অন্য দেশের মঙ্গল জন্য দুষ্ট লোকের হস্ত হইতে সেই দেশকে যুদ্ধ বা কৌশল দ্বারা উদ্ধার, বা ধর্ম্ম প্রচার এই প্রকার কার্য্যানুরোধে ম্লেচ্ছ দেশ গমনে কোন নিষেধ নাই। ম্লেচ্ছ দেশের ক্ষুদ্র বিদ্যার ব্যবহার বা ধর্ম্ম শিক্ষা করিবার জন্য অথবা সেই দেশীয় লোকের সহিত সহবাস করিবার অভিপ্রায়ে ম্লেচ্ছ দেশে গমন করিলে আর্য্য জাতির অবনতি হয়। সেই দোষ যাঁহাকে স্পর্শ করে তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকেন। মলমাস প্রভৃতি কালের অপাবিত্র্য আছে, যেহেতু

কর্ম্ম সকল নিয়মিত রূপে বিভক্ত হইলে, সেই নিয়মিত সময়েই সেই সেই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। বিভাগের উদ্বর্ত্ত কালকে এবং কোন কোন বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা অর্থাৎ গ্রহণাদি কালকে নিয়মিত কার্য্যের পক্ষে অকাল বলা যায়। সেই সেই অকাল-গত-কার্য্যে অপাবিত্র্য লক্ষিত হয়। অকাল স্ত্রীগমন, অকাল ভোজন ও নিদ্রা ইত্যাদি ব্যবহারিক কার্য্যেও অপাবিত্র্য লক্ষিত হয়। অসৎ পাত্র সম্বন্ধে যে কার্য্য করা যায় তাহাও অপাবিত্র্য হয়। মদ্যপায়ী ও লম্পট লোকের হস্তে পাক কার্য্য বা দেব পূজা কার্য্য অর্পিত হইলে পাত্র-গত অপাবিত্র্য হইয়া থাকে। শরীর, বস্ত্র, শয্যা ও গৃহ অপরিষ্কার রাখিলেও অপাবিত্র্য ঘটে। মূত্রাদি ত্যাগকরত জলব্যবহার দ্বারা শারীরিক অপাবিত্র্য দূর করা উচিত। ভ্রম ও মাৎসর্য্য দ্বারা চিত্তের অপাবিত্র্য হয়। তাহা দূর করা কর্ত্তব্য।

অশিষ্টাচার একটী পাপ। সল্লোক কর্ত্তৃক যে সমস্ত আচার নিরূপিত হইয়াছে, তাহা অমান্য করিয়া যাহারা ম্লেচ্ছদিগকে লক্ষ্য করত আচার ব্যবহার স্থির করে, তাহারা অশিষ্টাচারী। কিছু দিন ম্লেচ্ছ সংসর্গ করিয়া যাহারা পবিত্র বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করত ম্লেচ্ছদিগের ন্যায় স্বেচ্ছাচারী হয়, তাহারা বিজ্ঞান সিদ্ধ সদাচারের বিরুদ্ধাচরণ করত পতিত হইয়া পড়ে। তাহারাও প্রায়শ্চিত্তার্হ।

জগন্নাশ কার্য্য পঞ্চ প্রকার, সৎকার্য্যের ব্যাঘাৎকরণ, ফল্গু বৈরাগ্য, ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রবর্ত্তন, অন্যায় যুদ্ধ, ও অপচয়। অন্য লোকে যে সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহার স্বতঃ ও পরতঃ ব্যঘাৎ করণের যত্ন করিলে জগন্নাশ কার্য্য করা হয়। ভগবদ্ভক্তি জনিত বা জ্ঞানজনিত যে বিষয় বৈরাগ্য হয় তাহা উত্তম, কিন্তু চেষ্টা করিয়া বৈরাগ্য উৎপত্তি করিতে গেলে অনেক অমঙ্গল হইয়া উঠে। সংসারে বর্ত্তমান থাকিয়া গৃহস্থধর্ম্ম উত্তমরূপ পালন করাই সাধারণের কর্ত্তব্য। যথার্থ বৈরাগ্য উদিত হইলে সন্ন্যাস আশ্রম বিহিত বৈরাগ্যাচরণ করিবে। অথবা ভগবৎ সেবাপর হইয়া ক্রমশঃ গার্হাস্থ চেষ্টাসমূহ খর্ব্ব করিবে। ইহারই নাম যথার্থ বৈরাগ্য। অনেকে গৃহে কষ্ট বোধ করিয়া অথবা অন্য কোন উৎপাৎ প্রযুক্ত গৃহস্থ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, সে কার্য্যটী পাপকার্য্য। ক্ষণিক বিরাগ হইলে আশ্রম ত্যাগ করিবার অধিকার জন্মে না। কোন কোন লোক বুঝিতে না পারিয়া পরে ভক্তি অর্জ্জন করিব, এই মনে করিয়া ভেক্ ধারণ রূপ বৈরাগ্য লিঙ্গ গ্রহণ করেন। ইহা তাঁহাদের ভ্রম। যেহেতু ঐ বৈরাগ্য স্বভাব হইতে উদিত হয় নাই, কেবল কোন ক্ষণিক

চিন্তা বা বিরাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফলে ঐ বৈরাগ্য কএক দিবসের মধ্যেই উৎসন্ন হয় এবং তদ্দণ্ডীতাকে কদাচারে ও ইন্দ্রিয়পরতায় নিক্ষেপ করে। বৈরাগ্যের অধিকারই আচার প্রবর্ত্তনের যোগ্য হেতু। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে যে আচার নির্দ্দিষ্ট আছে সেই সেই আচারই সেই সেই লোকের পক্ষে সদাচার। অধিকার বিচার না করিয়া অনধিকার-গত-আচার স্বীকার করিলে জগতের ও নিজের প্রকৃত অনিষ্ট ঘটে। কোন কোন লোক ভ্রম ক্রমে, কেহ কেহ বা ধূর্ত্ততা সহকারে উচ্চাধিকার যোগ্য না হইয়াও সেই অধিকারের কার্য্য সকল করিতে থাকেন, তদ্দ্বারা ক্রমশঃ জগন্নাশ হইয়া থাকে। ধর্ম্মের নামে অসদাচার প্রচার করাই অনেক স্থলে দৃষ্টি করা যায়। ভাক্ত সন্ন্যাসীদিগের বর্ণাশ্রম লোপরূপ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন এবং নেড়া বাউল, কর্ত্তা-ভজা, দরবেশ, কুস্তপাটিয়া, অতিবাড়ী ও স্বেচ্ছাচারী ভাক্ত ব্রহ্মবাদীদিগের বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ চেষ্টা সকল অত্যন্ত অহিতকর। ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা তাহারা যে পাপ প্রচলিত করে তাহা জগন্নাশ কার্য্য বিশেষ। সহজিয়া, নেড়া, বাউল, কর্ত্তাভজা প্রভৃতির যে অবৈধ স্ত্রীসংসর্গ সর্ব্বদা লক্ষিত হয় তাহা নিতান্ত ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। রাজ্য বৃদ্ধি করিবার জন্য যত প্রকার অন্যায় যুদ্ধ হয়, সে সমুদায় অধর্ম্ম ও জগন্নাশ কার্য্য বিশেষ। নিতান্ত ন্যায় যুদ্ধ ব্যতীত ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্য যুদ্ধ বিহিত হয় নাই। অর্থ, ক্ষমতা, সময়, সামগ্রী ন্যায়পূর্ব্বক ব্যয় করাই বিধি। অন্যায় রূপে ব্যয় করিলে অপচয় রূপ পাপ ঘটে। পাত্রের গুরুতা লঘুতা ক্রমে সকল পাপে গুরুতা লঘুতা সংযুক্ত হয়। গুরুতা ও লঘুতা অনুসারে পাপ, পাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নাম হয়। সাধু ও ঈশ্বর-প্রতি কৃত হইলে তাহাদিগকে অপরাধ বলে। অপরাধ সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বর্জ্জনীয়। আগামী বৃষ্টিতে মুখ্য-প্রবৃত্তি-যুক্ত বিধির বিচার করা যাইবে।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, বিধি নিষেধ সকলের কেবল মাত্র দিক্‌দর্শন করিলাম। যাঁহারা অধিক জানিবার ইচ্ছা করেন; মহর্ষিগণ বিরচিত বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ও পুরাণ সমূহে ঐ সকল বিষয় যাহা লিখিত আছে, সেই সমুদায় পাঠ করিবেন। ধার্ম্মিক জীবনই এই নশ্বর জগতে একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু। তাহা লাভ করিবার জন্য সকলের যত্ন করা উচিত।

তৃতীয় বৃষ্টি।

মুখ্য বিধি বা বৈধী ভক্তির সাধারণ বিচার।

প্রথম ধারা—বৈধী ভক্তির লক্ষণ।

বিধি হইতে যে ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় তাহাকে বৈধ ধর্ম্ম বলে। বৈধ ধর্ম্ম দুই প্রকার অর্থাৎ আর্থিক বৈধ ধর্ম্ম ও পারমার্থিক বৈধ ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম কেবল শরীর, মন, সমাজ ও ন্যায়পর জীবনের উন্নতি সাধন করে তাহাকে আর্থিক ধর্ম্ম বলি। পূর্ব্বে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইল, তাহা বাস্তবিক আর্থিক ধর্ম্ম। অর্থই ঐ ধর্ম্মের তাৎপর্য্য অতএব তাহার নাম আর্থিক। কর্ম্মের যত প্রকার অবান্তর ফল আছে, সেই সমুদায়ই অর্থ। অর্থ পরে কর্ম্মরূপ হইয়া অন্য অর্থ উৎপন্ন করে। এই প্রকার ধর্ম্মও অর্থ শৃঙ্খল যেখানে সমাপ্তি পায়, সেই শেষ অর্থের নাম পরমার্থ। একটী মাত্র উদাহরণ দিব। বিবাহ একটী কর্ম্ম, সন্তান উৎপত্তি তাহার অর্থ। সন্তান উৎপত্তি কর্ম্মরূপ হইয়া পিণ্ডদান রূপ অর্থকে উদ্দেশ করে। পিণ্ডদান পুনরায় কর্ম্ম রূপী হইয়া পিতৃলোকের তৃপ্তিরূপ অর্থ উৎপন্ন করে। পিতৃলোক তৃপ্ত হইয়া সন্তানের মঙ্গল রূপ একটী অর্থ প্রদান করেন। সন্তানের মঙ্গল পুনরপি কর্ম্ম রূপে অন্যান্য অর্থ উৎপত্তি করে। সন্তানের সুখ ও অবশেষে শান্তি ও ব্রহ্ম সুখ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম ও অর্থ শৃঙ্খল চলিয়া গেল। ব্রহ্ম সুখ স্পষ্টীভূত হইয়া যখন পরম পুরুষের সেবা সুখ রূপে পরিণত হয় তখন অর্থশৃঙ্খল সমাপ্ত হয় এবং এক মাত্র চরম ফল রূপ পরমার্থ লাভ হয়।

যে পর্য্যন্ত ধর্ম্ম অর্থকে মাত্র উদ্দেশ করে, সে পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্ম আর্থিক বলিয়া অভিহিত হয়। যখন ঐধর্ম্ম পরমার্থ পর্য্যন্ত উদ্দেশ করে তখন ঐধর্ম্মের নাম পার-

মার্থিকধর্ম্ম বলে। আর্থিক ধর্ম্মের অন্যতর নাম নৈতিক বা স্মার্ত্তধর্ম্ম। পারমার্থিক বৈধধর্ম্মের নাম সাধনভক্তি। নৈতিক বা স্মার্ত্ত ধর্ম্মে যে ইজ্যা, বন্দনা, সন্ধ্যো-পাসনা ও যজ্ঞেশ পূজা ইত্যাদি ঈশ আরাধন দেখা যায়, তাহা পারমার্থিক নয়, যেহেতু ঐসকল নিত্য নৈমিত্তিক ঈশ্বরপূজা দ্বারা ধার্ম্মিকের স্বভাব পুষ্টি বা সামাজিক উন্নতি সাধিত হয়। সেই সকল পূজা কর্ম্মরূপী, যেহেতু তাহারা অর্থ প্রসব করিয়া নিরস্ত হয়। ঈশপূজা স্মার্ত্ত ধর্ম্মের অন্যানা নীতির মধ্যে একটী নীতি মাত্র, নিত্য ঈশানুগত্য লক্ষণ পারমার্থিক বিধি নয়। যে কর্ম্ম কেবল জগতের শারিরীক, মানসিক ও সামাজিক শিব সাধক সে কর্ম্ম নৈতিক। পরমেশ্বরকে তত্বত: অস্বীকার করিয়াও ঈশোপাসন রূপ প্রবৃত্তি শোধক নৈতিক কার্য্য স্বীকার করা যাইতে পারে। নাস্তিক প্রধান কম্‌টী ও এক প্রকার চিত্ত শোধক ঈশোপাসনার পদ্ধতি করিয়াছেন। কর্ম্মমার্গে যে ঈশারাধনা সে সকলই প্রায় তদ্রূপ। যোগ শাস্ত্রে যে ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা যোগ সিদ্ধির ব্যবস্থা আছে, তাহাও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু ভক্তি শাস্ত্রে যে বৈধী ভক্তির ব্যবস্থা আছে তাহা পারমার্থিক ধর্ম্ম। একটু গাঢ় রূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে, যে নৈতিক বা স্মার্ত্ত মতের বৈধ আর্থিক ধর্ম্ম এবং নিত্য ঈশানুগত্য রূপ বৈধ পারমার্থিক ধর্ম্মে অত্যন্ত বৃহৎ বৈজ্ঞানিক পার্থক্য আছে। সেই বৈজ্ঞানিক পার্থক্য বস্তুগত নয়, কেবল নিষ্ঠাগত। নিরীশ্বর নৈতিক ও কর্ম্ম প্রিয় স্মার্ত্তগণ কেবল নৈতিক নিষ্ঠাকে প্রধান জানিয়া বৈধ আর্থিক ধর্ম্মের অবধি খর্ব্ব করত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম পর্য্যন্ত সীমা দিয়া ঐ ধর্ম্মকে একটী আকার প্রদান করিয়া থাকেন। বৈধ পারমার্থিক ভক্তগণ বৈধ আর্থিক ধর্ম্মের ফল যে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম তাহাতে অপবর্গও তদন্তরে নিরূপাধিক প্রীতিরূপ অপর্য্যাপ্ত ফল যোজনা দ্বারা তাহার সীমাবৃদ্ধি করিয়া তাহাকে যে আকার প্রদান করেন, সে আকার সুতরাং পৃথক্ বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ নৈতিক ধর্ম্ম পারমার্থিক ধর্ম্মের ক্রোড়ীভূত খণ্ডধর্ম্ম বিশেষ। বৈধ ধর্ম্ম যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন তাহা মুখ্য বিধি সংজ্ঞা লাভ করত পরমার্থিক ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। আর্থিক বৈধ ধর্ম্মকে উন্নত করিলে পারমার্থিক বৈধ ধর্ম্ম হয়। ঈশানুগত্য রূপ জীবের নিত্য ধর্ম্মকে আর্থিক বৈধ ধর্ম্মে যোজনা করিতে পারিলেই আর্থিক বৈধ ধর্ম্মরূপ মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়া পারমার্থিক বৈধ ধর্ম্ম হয়। সংসারস্থিত জীব পারমার্থিক ধর্ম্ম স্বীকার করিলেও বর্ণাশ্রম গত বৈধ আর্থিক ধর্ম্ম তাহাকে ত্যাগ করিবেনা। তাঁহার শরীর, মন, সমাজ সর্ব্বদাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সাহায্যে পুষ্ট হইতে থাকিবে

কিন্তু শরীর, মন, ও সমাজের পুষ্টি দ্বারা সচ্ছন্দে সুখাসীন হইলে তাঁহার আত্মা পরমেশ্বরের আরাধনায় নিত্যানন্দ লাভ করিবেন। বৈধ আর্থিক ধর্ম্মকে কর্ম্ম কাণ্ড বলা যায়, বৈধ পারমার্থিক ধর্ম্মকে ভক্তি অর্থাৎ সাধন ভক্তি বলা যায়। অতএব বৈজ্ঞানিক বিচারে গৌণ বিধি রূপ কর্ম্ম একটী পর্ব্ব এবং মুখ্যবিধি রূপ ভক্তি একটী পর্ব্ব এরূপ লক্ষিত হইবে।

এইস্থলে আর একটী বিষয় বিচার করা কর্ত্তব্য। জীবের ভক্তি লাভ সম্বন্ধে দুইটী প্রথা আছে, ১। ক্রমোন্নতি প্রথা, ২। আকস্মিকী প্রথা। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে মধ্যমখণ্ডে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রতি শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিম্নলিখিত ক্রমোন্নতি প্রথা উপদেশ করেন :—

বদ্ধ জীব অনন্ত।

তার মধ্যে স্থাবর জঙ্গম দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্য্যক জল স্থলচর ভেদ॥
তার মধ্যে মনুষ্য জাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ; বৌদ্ধ, সবর॥
বেদ নিষ্ঠ মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ মুখে মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥
ধর্ম্মাচারী মধ্যে বহুত কর্ম্ম নিষ্ঠ।
কোটী কর্ম্ম নিষ্ঠ মধ্যে এক জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ॥
কোটী জ্ঞানী মধ্যে হয় এক জন মুক্ত।
কোটী মুক্ত মধ্যে দুর্ল্লভ এক কৃষ্ণ ভক্ত॥
কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।
ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি কামী সকলই অশান্ত॥

বৃক্ষাদি স্থাবর সকল আচ্ছাদিত চেতন। তির্য্যক জলচর ও স্থলচরগণ সঙ্কুচিত চেতন। পুলিন্দ, সবর প্রভৃতি বন্য জাতীয় মানবগণ ও বিজ্ঞান, শিল্প ও সভ্যতা সম্পন্ন ম্লেচ্ছগণ নীতি শূন্য। বৌদ্ধ প্রভৃতি নিরীশ্বর মানবগণ কেবল নৈতিক। যাহারা বেদমুখে মানে তাহারা কল্পিত সেশ্বরনৈতিক। ধর্ম্মাচারীগণ বাস্তব সেশ্বর নৈতিব। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানরত। অনেক তত্ত্বজ্ঞানীর মধ্যে কেহ কেহ জড়বুদ্ধিমুক্ত। কোটী কোটী জড়বুদ্ধিমুক্তের মধ্যে কেহ বা ভক্তি স্বীকার করেন। সেশ্বর নৈতিকদিগের মধ্যে যাহারা ভোগ রূপ কর্ম্ম ফল

মুক্তি রূপ জ্ঞান ফল বা সিদ্ধি রূপ যোগ ফলকে স্বীকার করে তাহারা অশান্ত। কৃষ্ণ-ভক্তই কেবল শান্ত বলিয়া অভিহিত হন। প্রভু বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে বন্যনরগণ সভ্য ও জ্ঞান পরায়ণ হউক, পরে নীতি স্বীকার করুক, পরে ঈশ্বরে বিশ্বাস করত ধর্ম্মাচারী হউক। ধর্ম্মাচারীগণ ভুক্তি মুক্তি ও সিদ্ধিরূপ অবান্তর ফলে আবদ্ধ না হইয়া কৃষ্ণ-ভক্তি অঙ্গীকার করুক। ইহাই নরজীবনের ক্রমোন্নতি বিধি। ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের নির্ম্মল বিধান ও নিশ্চয় ফলজনক বর্ত্ম।

শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আকস্মিকী প্রথার উপদেশ করিয়াছেন যথাঃ—

সংসার ভ্রমিতে কোন ভাগ্যে কেহ তরে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে॥

কৃষ্ণ-কৃপা, সাধু-কৃপা ও পূর্ব্ব-সাধন ফলের বিঘ্ন বিনাশ এই তিনটী কার্য্য দ্বারা আকস্মিকী প্রথা যে স্থলে কার্য্য করে, সে স্থলে ক্রমোন্নতি বিধি স্থগিত হইয়া পড়ে। সমস্ত বিধির বিধাতা স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্বতন্ত্র ইচ্ছাই ইহার মূল কারণ। যুক্তি দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য হয় না। সমস্ত বিপরীত ধর্ম্ম যে তত্ত্বে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, বিধি ও প্রসাদের যে-যুক্তি-গত বিরোধ নরবুদ্ধিকে অতিক্রম করে, তাহাও সুতরাং সামঞ্জস্য লাভ করিতেছে। নারদ কৃপায় অনৈতিক ব্যাধ নীতি স্বীকার নাকরিয়াও ভক্তজীবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় বন্যনারী শবরী ও ভাব জীবন লাভ করিয়াছিল। ইহারা বণ্য জীবন ও ভক্ত জীবনের মধ্যগত অন্যান্য অবান্তর জীবন সম্বন্ধীয় ধর্ম্মাভ্যাস করেনাই। ইহাতে জ্ঞাতব্য এই যে ভক্ত জীবন প্রাপ্ত হইবামাত্র তাহাদের সভ্যজীবন ও নৈতিক-জীবন-গত সমস্ত সৌন্দর্য্য অনায়াসে তাহাদের জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া ছিল।

আকস্মিকী প্রথা বিরল ও অচিন্ত্য, অতএব তাহার ভরসা না করিয়া ক্রমোন্নতি প্রথা অবলম্বন করাই উচিত। কোন সময়ে আকস্মিকী প্রথা স্বয়ং উপস্থিত হয়, উত্তম।

ক্রমোন্নতি প্রথা সম্বন্ধে জীবের কর্ত্তব্য এই যে আপাততঃ যে জীবনেই অবস্থিত হউন সেই জীবনের উচ্চ জীবনে প্রবেশ করিবার বিশেষ যত্ন করেন। স্বভাবের গতিতে এমত কোন মঙ্গলবীজ আছে যদ্দারা জীবের স্বভাবতঃ কালক্রমে

উচ্চ গতিই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু বিঘ্নও এত যে সেই অভিলষিত ফলের অনেক স্থলেই সংঘটন হয় না। অতএব যাঁহারা উচ্চ গতির বাসনা করেন, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদা জাগ্রত থাকিবেন। এক জীবন হইতে অন্য জীবনে পদার্পণ করিতে হইলে দুইটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথম বিষয় এই যে, যে জীবনে আমি স্থিত আছি, তাহাতে দৃঢ় পদ হইবার জন্য নিষ্ঠার প্রয়োজন। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, যে জীবনে আমি দৃঢ় পদ হইয়াছি তাহা হইতে উচ্চ জীবনে পদার্পণ জন্য পূর্ব্ব নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হইলে একটী পদ এক সোপানে দৃঢ় হইলে আর একটী পদ নিম্নস্থ সোপান হইতে উঠাইয়া উচ্চস্থ সোপানে অর্পণ করিতে হয়। গতি কার্য্যে একটী সোপান নিষ্ঠাত্যাগ ও অপর সোপান নিষ্ঠা প্রাপ্তি যুগপৎ ঘটিয়া থাকে। বিশেষ ব্যস্ত হইলে পড়িয়া যাইতে হয়। বিশেষ বিলম্ব করিলে কার্য্য ফল দূরে পড়ে। বন্য জীবন, সভ্য জীবন, কেবল নৈতিক জীবন, কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবন, বাস্তব সেশ্বর নৈতিক জীবন, সাধন ভক্ত জীবন এই সমস্ত সোপান ক্রমোন্নতি বিধি ক্রমে অতিক্রম করিয়া জীবকে প্রেম মন্দিরে যাইতে হয়। কোন সোপানে ব্যস্ততা ঘটিলে বিঘ্ন দ্বারা নিম্নে পড়িতে হয়। কোন সোপানে বিলম্ব হইলে আলস্য আসিয়া উন্নতি রোধ করে। অতএব ব্যস্ততা ও বিলম্ব উভয়কে বিঘ্ন মনে করিয়া প্রয়োজন মতে যথাযোগ্য নিষ্ঠা গ্রহণ ও নিষ্ঠাত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমশঃ জীবকে উঠিতে হইবে। অনেকেই দুঃখ করিয়া থাকেন যে আমার কিজন্য কৃষ্ণ ভক্তি হয় না, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি সোপানে উঠিবার জন্য তাঁহাদের সম্যক চেষ্টা দেখা যায় না। হয়ত অসভ্য অবস্থায়, নয় সভ্যতা ও জড় বিজ্ঞানে, হয় নিরীশ্বর নীতিতে নয় সেশ্বর নীতিতে অকারণ আবদ্ধ হইয়া উন্নতির চেষ্টা করেন না। এক সোপানে আবদ্ধ থাকিলে কিরূপে উচ্চ সোপান বা প্রাসাদ চূড়া লাভ হইতে পারে? অনেক বৈধ ভক্তগণ, ভাব পাইবার চেষ্টা করেন না অথচ ভাবাভাবে যথেষ্ট দুঃখ করিয়া থাকেন। অনেক বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিগণ বর্ণ ধর্ম্মের নিষ্ঠায় দৃঢ় আসক্ত হইয়া ভাব প্রেমাদি লাভের পক্ষে নিতান্ত উদাসীন থাকেন তাহাতে তাঁহাদের ক্রমোন্নতির যথেষ্ট ব্যাঘাৎ হয়। যাঁহারা সৌভাগ্য ক্রমে শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের উন্নতি শীঘ্র শীঘ্র হয়। এই ক্ষুদ্র জীবনের মধ্যেই সামান্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম নিষ্ঠা হইতে নিরুপাধিক প্রেম রত্ন সহজেই লাভ করেন। যাঁহারা যথার্থ ক্রমোন্নতি বিধি অবলম্বন করেন, তাঁহাদের প্রায়ই জন্মান্তর অপেক্ষা করিতে হয় না। যাঁহারা মৃত মৎস্যের

ন্যায় ভাগ্যের স্রোতে আপনাদের সত্তাকে বিসর্জ্জন করেন, তাঁহারা এই ভব সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে কখন জোয়ারে অগ্রগত ও ভাঁটায় পশ্চাৎগত হইতে থাকেন। অভিলষিত স্থানে কদাচ পৌঁছিতে পারেন।

উপরুক্ত উভয় বিধ ভক্তির যে সামান্য লক্ষণ তাহা বৈধী-ভক্তিতেও লক্ষিত হইবে। ভক্তির সামান্য লক্ষণ বিচারে স্বীয় বৃত্তির পুষ্টি ব্যতীত অন্য প্রকার অভিলাষ শূন্য, জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা অনাবৃত, আনুকূল্য ভাবে শ্রীকৃষ্ণানুশীলনকে ভক্তি বলি। ইহার অর্থ এই যে ভক্তির স্বরূপ অনুশীলন। কর্ম্ম মার্গে যে ঈশ্বর অনুশীলন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-বিচারে বিবেচিত হইয়াছে তাহা নৈতিক কার্য্য বিশেষ ভক্তি নয়, যেহেতু নীতিই তথায় প্রভু, ঈশ্বরানুগত্য রূপ বৃত্তিটী তথায় সেই প্রভুর দাস রূপে অবস্থিত। জ্ঞান মার্গে যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বিচারিত হইবে তাহার অনুশীলন শুষ্ক জ্ঞানময়। তাহাতে জ্ঞানই প্রভু ও ঈশানুগত্যরূপ বৃত্তিটী দাস স্বরূপ। তাহা ভক্তি নয়। অতএব ভগবদনুশীলনই ভক্তি। সেই অনুশীলন সর্ব্বদা আনুকূল্য ভাব ময় হওয়া আবশ্যক। অনুশীলন প্রাতি-কূল্যময় ও হইতে পারে, তাহা ভক্তি নয়। সংসারে বর্ত্তমান জীবগণের শরীর, সম্বন্ধজনিত কর্ম্ম অনিবার্য্য ও জড়াজড় সম্বন্ধীয় বিচাররূপ জ্ঞান ও অনিবার্য্য। কিন্তু ভগবদনুশীলনকে ঐ কর্ম্ম ও জ্ঞান যেস্থলে আবৃত করে সে স্থলে ভক্তি সত্তা থাকেনা। যেস্থলে ঈশানুগত্য রূপ বৃত্তি কর্ম্ম ও জ্ঞানের উপর প্রভুতা লাভ করে সেই স্থলে ভক্তির সত্তা স্বীকার করা যায়।

বৈধভক্তজন ভগবদনুশীলনকেই জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া জানিবেন। সর্ব্ব-দা আনুকূল্য ভাবে ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত থাকিবেন। ভয় ও দ্বেষ দ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার অনুশীলন করিবেন না কিন্তু প্রীতির সহিত অনুশীলন করিবেন। তাহারই নাম আনুকূল্য। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মদ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ কালে সেই ধর্ম্মের মূল যে নীতি তাহাকে ভগবদনুশীলনের উপর কোন প্রভুতা অর্পণ করিবেননা বরং সেই অনুশীলনের পরিচারকের ন্যায় নৈতিক ধর্ম্মকে রাখিবেন। আত্মা যে জড়াতীত বস্তু ও চিত্তত্ব ইহা স্পষ্ট উপলব্ধি করিবার জন্য যতপ্রকারের জ্ঞানালো-চনা করিয়া থাকেন সেই সমস্ত আলোচনাকে ভগবদনুশীলনের দাসরূপ রাখিবেন, কোন প্রকারে ঐ সকল বিচারকে সেই অনুশীলন বৃত্তির উপর প্রভুতা অর্পণ করিবেন না। সংসারে যে কর্ম্ম করুন বা বিচার করুন ঐ সকল কর্ম্ম ও বিচা-রের দ্বারা ভক্তির উন্নতি সাধন বই আর কোন অভিলাষ করিবেননা। ইহাই বৈধ ভক্তদিগের জীবন।

দ্বিতীয় ধারা—ভক্তিঅনুশীলন বিধি।

বৈধ ভক্তগণের ভগবদনুশীলনই কর্ত্তব্য। তাহা পঞ্চ প্রকার যথাঃ—

১। শরীরগত অনুশীলন। ৪। প্রকৃতি-গত অনুশীলন।
২। মনোগত অনুশীলন। ৫। সমাজ-গত অনুশীলন।
৩। আত্ম-গত অনুশীলন।

আমরা ক্রমশঃ পঞ্চ প্রকার অনুশীলনের ব্যাখ্যা করিব। প্রথমে শরীর-গত অনুশীলনের ব্যাখ্যা করি। শরীর গত অনুশীলন সপ্ত প্রকার। বাহ্যেন্দ্রিয় সমুদায় ইহার অন্তর্গত।

১। শ্রবণ গত-অনুশীলন। ৫। স্পর্শ-গত-অনুশীলন।
২। কীর্ত্তন-গত-অনুশীলন। ৬। স্বাদ-গত-অনুশীলন।
৩। আঘ্রাণ-গত-অনুশীলন। ৭। অঙ্গ-গত-অনুশীলন।
৪। দর্শন-গত-অনুশীলন।

শ্রবণ-গত-অনুশীলন ত্রিবিধ। শাস্ত্র শ্রবণ, ভাগবদ্বিষয়ক সংগীত শ্রবণ ও ভক্তি পূর্ণ বক্তৃতা শ্রবণ। ভগবত্তত্ত্ব বিচার, ভগবল্লীলাদি বর্ণন রূপ শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র, বৈষ্ণব জীবন চরিত্র, বৈষ্ণব সংসারের পৌরাণিক ইতিহাসাদি শ্রবণকে শাস্ত্র শ্রবণ বলা যায়। বেদান্ত তাৎপর্য্য সঙ্কারে অবৈষ্ণব সিদ্ধান্ত নিরসন পূর্ব্বক যে সকল তত্ত্বগ্রন্থ মহানুভবগণ কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করা প্রধান ভগবদনুশীলন কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে।ভগবদ্ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য। শাস্ত্রের উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা রূপ ফল অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয়টী শাস্ত্র তাৎপর্য্য অবগত হইবার লিঙ্গ নিরূপিত হইয়াছে। এই ছয় লিঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হরিভক্তিই সর্ব্ব প্রকার বৈদিক শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

যে সংগীত কেবল ইন্দ্রিয়কে তৃপ্তি করিবার উদ্দেশ করেনা, কিন্তু ভগবানের, লীলা বর্ণন দ্বারা ভক্তি বৃত্তির অনুশীলন করে, কেবল সেই সকল সংগীত বাদ্যাদি শ্রবণ করিবে। যে সংগীত সামান্য কর্ণেন্দ্রিয় ও বিষয়াভিভূত চিত্তের বিষয় রাগ সমৃদ্ধি করে তাহা দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে। সেবা কালের গীত বাদ্য, বন্দনাদি শ্রবণ করিবে।

কীর্ত্তন গত অনুশীলন অতিশয় উৎকৃষ্ট। পূর্ব্বোক্ত মত শাস্ত্র কীর্ত্তন নাম লীলাদি কীর্ত্তন, স্তব পাঠ রূপ কীর্ত্তন, বিজ্ঞপ্তি ও জপ এই পঞ্চ-বধ কীর্ত্তন। নাম লীলাদি কীর্ত্তন, বক্তৃতা, কথা, ব্যাখ্যা ও গীত দ্বারা হইয়া

থাকে। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার, প্রার্থনাময়ী, দৈন্য বোধিকা, ও লালসাময়ী। মন্ত্রের স্বলঘু উচ্চারণের নাম জপ।

ভগবদর্পিত পুষ্প, তুলসী, চন্দন, ধূপ, মাল্য, কর্পূর প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণ গ্রহণ পূর্ব্বক ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা ভগবদনুশীলন করিবে। অনর্পিত গন্ধ আঘ্রাণ দ্বারা কেবল তুচ্ছ ইন্দ্রিয়ের বিষয় রাগ-সমৃদ্ধি হয়। তাহা যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে।

শ্রীমূর্ত্তিদর্শন. তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভ, ভগবদ্ভক্ত দর্শন, ভগবত্তীর্থ, ভগবন্মন্দির ও যাত্রাদি দর্শন ও ভগবত্তত্ত্বস্মারক চিত্রাদি দর্শন দ্বারা দর্শন-গত অনুশীলন কর্ত্তব্য। দর্শনেন্দ্রিয়ের বৃত্তি জীবকে বহির্ম্মুখ রূপাদি দর্শনদ্বারা বিষম বিষয় কূপে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যাহা কিছু জগতে দেখা যায় তাহাতে ভগবৎ সম্বন্ধ মিশ্রিত করা উচিত।

ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ কার্য্য হয়। বৈধভক্ত জনের কর্ত্তব্য যে বহির্ম্মুখ শরীর বা দ্রব্য স্পর্শ হইতে বিরত হইয়া সেবা কালে ভগবন্মূর্ত্তি স্পর্শাহ্লাদ লাভ করেন। ভগবদ্ভক্ত জন স্পর্শ ও আলিঙ্গন দ্বারা অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ করেন। স্পর্শেন্দ্রিয় অত্যন্ত প্রবল। তদ্দ্বারা জীবের অসৎ সঙ্গ, স্ত্রীসঙ্গ ইত্যাদি পাপ সংঘটন হয়। ভক্ত জন এবিষয়ে এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন যে যে সম্বন্ধেই হউক ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত স্পর্শ করিবেন না। কেবল মাত্র শরীর সংলগ্নকে স্পর্শ বলা যায় না, কিন্তু শরীর সংলগ্ন দ্বারা চিত্তে যে সুখোদয় হয় তাহাকেই স্পর্শ বলে। কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় নয়, সমস্ত ইন্দ্রিয় কার্য্যে এই মীমাংসাটী স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

স্বাদ-গত অনুশীলন দুই প্রকার, প্রসাদ আস্বাদন ও শ্রীচরণামৃত আস্বাদন। ভক্তজন ভগবৎ প্রসাদ ব্যতীত আর কিছু আস্বাদন করিবেন না। বহির্ম্মুখ বস্তুতে আস্বাদন বৃত্তিকে চালিত করিলে ক্রমশঃ বহির্ম্মুখতা প্রবল হইয়া পড়ে। ভগবৎ প্রসাদ ও ভগবদ্ভক্ত প্রসাদ উভয়ই আস্বাদ্য ও ভক্তি বৃত্তির পুষ্টিকর।

অঙ্গ-গত অনুশীলন দ্বাদশ প্রকার, তাণ্ডব, দণ্ডবন্নতি, অভ্যুত্থান, অনুব্রজ্যা, অধিষ্ঠান স্থানে গমন, পরিক্রমা, গুরু ও বৈষ্ণব পরিচর্য্যা, শ্রীমূর্ত্তির পরিচর্য্যা, অর্চ্চন, ভগবদ্ভাব মিশ্রিত পুণ্য জলে স্নান, বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ, ও হরিনামাক্ষর ধারণ। তাণ্ডব অর্থে নৃত্য। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ পতিত হইয়া নতি করা উচিত। শ্রীবিগ্রহ বা ভগবদ্ভক্ত দর্শনে উঠিয়া সম্মান করার নাম অভ্যুত্থান। পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনের নাম অনুব্রজ্যা। শ্রীমন্দির, ভগবত্তীর্থ, বৈষ্ণবালয় ইত্যাদি অধিষ্ঠান স্থান। তথায় গমন করা কর্ত্তব্য। উপকরণ দ্বারা ভগবৎ পূজা রূপ অর্চ্চন, ভগবদ্ভাব

মিশ্রিত গঙ্গা যমুনাদির পবিত্র জলে স্নান, আচার্য্য দণ্ডতিলক মালাদি বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ ও শরীরে হরি নামাক্ষরাদি চন্দন দ্বারা অঙ্কন করিবে।

এই প্রকার নানাবিধ শরীর-গত-ভগবদনুশীলন বৈধ ভক্ত দিগের কর্ত্তব্য রূপে নির্নীত আছে। বদ্ধ জীব শরীরী; অতএব শরীর সুখে যাহাতে শরীরের ভগবদ্বহির্ম্মুখতা না ঘটে অথচ সেই শরীরের আবশ্যক সম্পন্ন জন্য যত প্রকার কার্য্য করিতে হয় সেই সমুদায় ভগবদ্ভাব মিশ্রিত হইয়া তদ্দ্বারা ভগবদনুশীলনের পুষ্টি হয় ইহাই তাৎপর্য্য। এক্ষণে আমরা মনোগত অনুশীলনের আলোচনা করিব। শরীর গত সমস্ত আলোচনাতেই মনের ক্রিয়া আছে কিন্তু মনের কতক গুলি কর্ম্ম আছে যাহা শরীরে ব্যক্ত না হইয়াও থাকিতে পারে। সেই সকল ক্রিয়া মনোগত নামে শরীর-গত-ক্রিয়া হইতে বিভিন্ন হইয়াছে। স্মৃতি, চিন্তা, চিত্তের নম্রতা, ভাব, জিজ্ঞাসা ও জ্ঞান সংগ্রহ এই সকল গুলিকে শুদ্ধ মনোগত কার্য্য স্থির করিয়া মনোগত অনুশীলনকে পঞ্চ প্রকার বিভাগ করা হইয়াছেঃ—

১। স্মৃতি। ৪। দাস্য।
২। ধ্যান। ৫। জিজ্ঞাসা।
৩। শরণাপত্তি।

স্মৃতি দুই প্রকার, নাম স্মৃতি ও মন্ত্র স্মৃতি। তুলসী মালায় সংখ্যা করিয়া যে হরি নাম করা তাহার নাম নামস্মৃতি। করে সংখ্যা রাখিয়া যে মন্ত্র স্মরণ করা যায় তাহার নাম মন্ত্র স্মৃতি। স্মৃতি ও ধ্যানের ভেদ এই যে স্মৃতিতে নাম মন্ত্র, রূপ, গুণ, লীলা ইত্যাদি কথঞ্চিৎ উদয় হয়। ধ্যানে রূপ, গুণ, ও লীলার সুষ্ঠু রূপে চিন্তা হইয়া থাকে। ধ্যানকে দীর্ঘকাল রাখার নাম ধারণা। ধ্যানকে গাঢ় করিতে পারিলে নিদিধ্যাসন হয়। অতএব ধ্যানই ধারণা ও নিদিধ্যাসনকে ক্রোড়ীভূত করিয়াছে। শরণাপত্তিও মনোগত কার্য্য বিশেষ। সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া একটী ভক্তি বিশেষ। বৈধ ভক্তগণ ততদূর অধিকার লাভ করেন নাই। কিন্তু ভাগবানই এক মাত্র আশ্রয় এরূপ নিশ্চয় বুদ্ধিই তাঁহাদের পক্ষে শরণাপত্তি। তাঁহারা কর্ম্ম জ্ঞানের ভরসা করেন না। ভগবানের দাস্য একটী মানসিক ভাব। বৈধ ভক্তগণ রস বিশেষান্তর্গত দাস্যকে সম্পূর্ণ আস্বাদন করিতে পারেন না। জিজ্ঞাসা একটী ভক্তদিগের প্রধান কার্য্য। ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসা যখন উদিত হয় তখন প্রথমে গুরুপদাশ্রয়, তদনন্তর দীক্ষা ও অবশেষে ভজন প্রক্রিয়া শিক্ষা হইয়া

থাকে। তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ব্যতীত বদ্ধ জীবের আর কিরূপে শ্রেয়ঃ লাভ হইতে পারে। ভক্তি শাস্ত্রে সদ্ধর্ম্ম পৃচ্ছাকে একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

আত্ম-গত-অনুশীলন ছয় প্রকার যথাঃ—

১। সখ্য।	৪। প্রয়োজন মাত্র বিষয় স্বীকার।
২। আত্ম নিবেদন।	৫। ভগবানের জন্য নিজভোগ পরিত্যাগ।
৩। ভগবানের জন্য অখিল চেষ্টা।	৬। সাধুবর্ত্মানুবর্ত্তন।

বৈধ ভক্তগণ সম্বন্ধে যে আত্মার পরিচয় আছে তিনি জড়মুক্ত আত্মা নহেন, কিন্তু জড় বদ্ধ আত্মা। বিশুদ্ধ আত্মা প্রাকৃত অহঙ্কার রহিত। বৈধ ভক্তের আত্মা জড় হইতে মুক্ত হইবার উপক্রম করিতেছেন, অতএব তাঁহার প্রাকৃত সম্বন্ধ শিথিল হইলেও প্রাকৃত অহঙ্কার বিগত হয় নাই। তদবস্থ আত্মা বৈধ ভক্তি সাধন কালে আত্ম সম্বন্ধীয় একটী ভাব বিশেষের আলোচনা করেন, সেই আলোচনার নামই আত্ম-গত-ভগবদনুশীলন। আদৌ ভগবানকে অত্যন্ত প্রিয় সখা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই সখ্য রস-গত-সখ্য হইতে ভিন্ন। এই সখ্যই রস-গত-সখ্যের বীজ স্বরূপ। ভগবানের পাদ পদ্মে আত্ম সর্ব্বস্ব নিবেদন করেন। যাহা আমার আছে সে সমুদায়ই ভগবানের প্রতি অর্পণ করিলাম মনে করিয়া নিজ রক্ষার যত্ন আর করেন না। যে সমুদায় শরীর-গত ও মনোগত চেষ্টা করেন সে সমুদায়ই ভগবানের উদ্দেশে করিয়া থাকেন। তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, পশু, অর্থ, সম্পত্তি, শরীর ও মন সমস্তই ভগবৎ সেবার উপকরণ বলিয়া জানেন। সমস্ত বিষয়ই ভগবানের এবং আমার যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহা আমি ভগবৎ সেবার উপযুক্ততা লাভের জন্য প্রসাদ রূপ স্বীকার করি, তদতিরিক্ত দ্রব্যে আমার আবশ্যক নাই, এইরূপ তৎকালে মনের ভাব হইয়া উঠে। ভগবানের জন্য নিজ ভোগ পরিত্যাগ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভক্তগণ যে সমস্ত সাধুবর্ত্ম স্থির করিয়াছেন তাহাই অনুসন্ধান পূর্ব্বক নিজ সাধ্য মত তাহার অনুবর্ত্তন করেন।

বৈধভক্ত শরীর, মন ও আত্মা দ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া সন্তুষ্ট হন না, যে হেতু তদতিরিক্ত আবরণ রূপ একটী প্রাকৃত জগৎ দেখিতে পান। তিনি বলেন যে নিজ শরীর ও ঐ শরীরান্তর্গত মন ও আত্মা এই জগতের একটী অতীব ক্ষুদ্র অংশ। সমস্ত জগৎ আমার প্রভুর আলোচনা করুক। আমার বহির্ভাগে যে

অসীম কাল ও অসীম দেশ দেখিতেছি ও বস্তু স্বরূপ বহুবিধ দ্রব্য দেখিতেছি, সমস্তই আমার প্রভুর অর্চ্চন সামগ্রী হউক। প্রভু আমার নয়ন গোচরে সর্ব্বত্র নৃত্য করুন, এবং সর্ব্ব বস্তুই তাঁহার উপাসনায় নিযুক্ত থাকুক। এই ভাবে আর্দ্র হইয়া তিনি দেশ কাল ও দ্রব্য গত ভগবদনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। প্রকৃতি গত-অনুশীলন তিন প্রকার যথা:—

১। দেশ-গত-অনুশীলন।
২। কাল-গত-অনুশীলন।
৩। দ্রব্য-গত-অনুশীলন।

বৈষ্ণব তীর্থ ভ্রমণ, ভগবদধিষ্ঠানাদি স্থানে গমন, ও বৈষ্ণবদিগের গৃহ ও পত্তন দর্শনে যাত্রা এই তিন প্রকার দেশ-গত ভগবদনুশীলন। দ্বারকা, পুরুষোত্তম, কাঞ্চি, মথুরামণ্ডল প্রভৃতি বৈষ্ণব তীর্থ। সেই সেই স্থানে যে সমস্ত ভগবল্লীলার কথা শ্রুত হওয়া যায় তদ্বিষয় শ্রদ্ধাবান হইয়া ঐ সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ বা কোন তীর্থে বাস করিবে। ভগবচ্চরণামৃত রূপা জাহ্নবী ও ভগবৎ সেবা পরায়ণা যমুনা প্রভৃতি তীর্থজলে সশ্রদ্ধ হইয়া স্নান করিবে। যে যে স্থানে ভগবানের অর্চ্চাবতার রূপ শ্রীমূর্ত্তি সেবা হইয়া থাকে সেই সব স্থানে গমন করিবে। পরম ভাগবত জনের গৃহ ও গ্রাম ও স্থান সকল সর্ব্বদা বৈষ্ণব জন কর্ত্তৃক আশ্রিত হইবে। শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের পার্শদ মহানুভবগণের জন্মভূমি ও অবস্থান ভূমি যত্ন সহকারে দর্শন করিবে। এই সকল তীর্থ স্থানে গমন করিলে বা বাস করিলে অহরহ ভগবৎ কথা ও ভগবদ্ভক্ত কথ কর্ণগত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে রতির উৎপত্তি হইবে। কাল-গত-অনুশীলন সর্ব্বদা বিধেয়। এক পক্ষ পর্য্যন্ত সংসারের নানা বিধ কার্য্য করিয়া শ্রীহরি বাসরে আহার নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদনুশীলন করা জীবের নিতান্ত কর্ত্তব্য। উর্জ্জাপালন অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের নিয়ম সেবা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। হরিলীলা পর্ব্বদিনের সম্মাননা করা নিতান্ত শ্রেয়ঃ। পরমভাগবত দিগের জীবনে যে সকল বড় বড় ঘটনা হইয়াছে, সেই সকল দিনের ও তিথির আদর করা অতীব কর্ত্তব্য। দ্রব্য-গত-ভগবদনুশীলন বহুবিধ। তাহার সংখ্যাকরা দ্রব্য সংখ্যার ন্যায় কঠিন। কতকগুলি বলিলে সমুদায় পরিজ্ঞাত হইবে। বৃক্ষ একটী দ্রব্য, অতএব সেই দ্রব্যে ভগবদনুশীলনের জন্য অশ্বত্থ, ধাত্রী, তুলসী প্রভৃতি কএকটী অতীব পবিত্র বৃক্ষের সম্বন্ধে ভগবৎ আলোচনা হয়। মূর্ত্তি

একটী দ্রব্য, এজন্য জীবের শুদ্ধ চিত্তে প্রতিভাত ভগবৎ স্বরূপের অবতার রূপ শ্রীমূর্ত্তি সেবা করা কর্ত্তব্য। পর্ব্বত মধ্যে গোবর্দ্ধন, নদীগণ মধ্যে গঙ্গা যমুনা পশুগণ মধ্যে গো গোবৎস এই সমস্ত ভগবদনুশীলনের নিদর্শন স্বরূপ। শ্রীমূর্ত্তির সেবা ও অর্চ্চন সম্বন্ধে মানবগণের ব্যবহার্য্য শয়নাশন প্রভৃতি কার্য্যের উপযোগী সমস্ত সামগ্রী, তথা চন্দন গন্ধ দ্রব্যাদি ও বস্ত্র তৈজস পর্য্যঙ্কাদি সমুদায় ভগবদর্পিত করণের বিধি হইয়াছে। নিজ প্রিয় দ্রব্য সমুদায় ভগবদর্পিত হইলে বৈধ সেবা পুষ্ট হয়।

বৈধ ভক্ত দেখিলেন যে নিজের শরীর, মন, আত্মা ও ব্যবহার্য্য দেশ, কাল দ্রব্য দ্বারা শ্রীশ্রীভগবদনুশীলন হইতে লাগিল। তাহাতে তাঁহার অপার আনন্দ উদয় হইল। কিন্তু আর কিছু বাকী আছে বলিয়া তাঁহার চিত্ত ক্ষোভিত হয়। অন্য নরগণের সহিত তাঁহার যে সামাজিক সম্বন্ধ তাহাতে ভগবদনুশীলন হইলেই তিনি পূর্ণ সুখ প্রাপ্ত হন। এই চিন্তা করিয়া তিনি সমাজ-গত অনুশীলনের বিধি নির্ম্মাণকরেন। সমাজ-গত-অনুশীলন চারি প্রকার যথাঃ—

১। সদ্গোষ্ঠী মহোৎসব। ৩। বৈষ্ণব সংসার পত্তন ও উন্নতিকরণ।
২। বৈষ্ণব জগৎ সমৃদ্ধি। ৪। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সর্ব্ব জীবকে দিবার যত্ন।

যে সকল ব্যক্তিগণ পরমেশ্বর ভক্ত, তাঁহাদের সহিত সহবাস, তাঁহাদিগকে লইয়া প্রসাদ ভোজন, হরিকথা ও হরিগান ইত্যাদি নানা প্রকার শুদ্ধানন্দ জনক কার্য্য দ্বারা মহোৎসবাদি করিবে। তন্মধ্যে যাঁহারা পরম মধুর রস সম্বন্ধে চতুর তাঁহাদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি রস গ্রন্থের অর্থ সকল আস্বাদন করিবে। সদ্গোষ্ঠী বিচারে দুইটী বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে, যে হেতু বৈষ্ণব অপরাধ কোন প্রকারে না হয়। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু আমাদিগকে বিশেষ সতর্ক হইবারজন্য আজ্ঞা দিয়াছেন। যাহারা সম্পূর্ণরূপে কপট তাহাদিগকে বহির্ম্মুখ বলিয়া পরিত্যাগ করিবে। যাঁহারা সরল তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার দুইপ্রকার অর্থাৎ সেবা ও মর্য্যাদা। প্রকৃত বৈষ্ণব প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহিত অন্তরঙ্গ সঙ্গও তাঁহার অন্তরঙ্গ সেবা করিবে। সাধারণ বৈষ্ণব পক্ষীয় সমস্ত লোকের মর্য্যাদা করিবে। মর্য্যাদা অবশ্যই বহিরঙ্গ সেবা রূপে কৃত হয়। বৈষ্ণব পক্ষীয় লোক সকলকে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়ঃ—

১। বৈষ্ণব তত্ত্বকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন অথচ স্বয়ং বৈষ্ণব হন নাই।

২। যাঁহারা বৈষ্ণব চিহ্ন ও অভিমান গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব হন নাই। অথচ বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা করেন।

৩। যাঁহারা বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের বংশে জন্ম গ্রহণকরত বৈষ্ণব চিহ্ন ও অভিমান অঙ্গীকার করেন, অথচ প্রকৃত বৈষ্ণব নহেন।

যাঁহার যতদূর কৃষ্ণ ভক্তি নির্ম্মল ও গাঢ় হইয়াছে এবং অপরের প্রতি শক্তি সঞ্চারের সামর্থ্য হইয়াছে তিনি ততদূর প্রকৃত বৈষ্ণব। কিঞ্চিন্মাত্র বিমল কৃষ্ণ ভক্তি হৃদয়ে আরূঢ় হইলেই প্রকৃত বৈষ্ণবত্ব লাভ হয়। বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব পক্ষীয় লোক দিগের সঙ্গ ও মর্য্যাদা নিরূপিত হইল, অতএব অবৈষ্ণবকে বৈষ্ণব জ্ঞানে মর্য্যাদা বা তাহার সঙ্গ করিলে ভক্তি ক্ষয় হয়। অতএব বৈষ্ণব চিহ্ন ধারী ও বৈষ্ণবঅভিমান কারীদিগের মধ্যে নিম্ন লিখিত ব্যক্তিদিগকে অবশ্য পরিহার করিবে। গৌণ বিধিতে যে সর্ব্ব মানবের মর্য্যাদা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দ্বারা সে সকলকে পরিতুষ্ট করিবে। তাহাদিগকে ভক্ত গোষ্ঠী মধ্যে লইবেনা।

১। যাহারা কেবল ধূর্ত্ততাপূর্ব্বক বৈষ্ণব চিহ্ন ধারণ করে।

২। কেবল অভেদবাদ বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চালাইবার জন্য যাহারা বৈষ্ণব আচার্য্যদিগের অনুগত বলিয়া আপনা দিগকে পরিচয় দেয়।

৩। অর্থলোভে বা প্রতিষ্ঠা লোভে বা কোন প্রকার ভোগ লোভে যাহারা বৈষ্ণব পক্ষীয় বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেয়।

সদ্গোষ্ঠী ব্যতীত রসালাপ করিবেনা। বৈষ্ণব জগৎ সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ভক্ত সঙ্গ ব্যতীত অন্য সঙ্গ করিবেনা। বিবাহিত স্ত্রীকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তাহাকে যতদূর পারা যায় বৈষ্ণব তত্ত্ব শিক্ষা দিবে। অনেক সৌভাগ্য ক্রমে বৈষ্ণবী পত্নী লাভ হয়। বৈষ্ণবীপত্নী সহকারে বৈষ্ণব জগৎ সমৃদ্ধি করিলে আর বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তির আলোচনা হয় না। যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইবে তাহা দিগকে ভগবদ্দাস বলিয়া জ্ঞান করিবে। ভগবদ্দাস সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আনন্দ লাভ করা উচিত। বহির্ম্মুখ সংসার ও বৈষ্ণব সংসারে কেবল মাত্র একটী নিষ্ঠা ভেদ আছে, আকৃতি ভেদ নাই। বহির্ম্মুখ ব্যক্তিরাও বিবাহ করে, অর্থসংগ্রহ করে, গৃহ করে, গৃহনির্ম্মাণ করে, ন্যায়ের নাম করিয়া সমস্ত কার্য্য করে এবং সন্তানাদি উৎপত্তি করে কিন্তু তাহাদের নিষ্ঠা এই যে সেই সমস্ত কার্য্য দ্বারা তাহারা জগতের সুখ বৃদ্ধি করিবে বা জগদন্তর্গত নিজের সুখ লাভ করিবে।

বৈষ্ণবগণ সেই সমস্ত কার্য্য তাহাদের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়াও সেই সব কার্য্য-ফল আত্মসাথ করেন না। ভগবানের দাস্য বলিয়া করিয়া থাকেন। চরমে বৈষ্ণবগণ সন্তোষ লাভ করেন কিন্তু বহির্ম্মুখগণ উচ্চাভিলাষ বা ভুক্তিমুক্তি স্পৃহা জানিত কাম বা ক্রোধের বশীভূত হইয়া শান্তি হীন হইয়া পড়েন। বৈধভক্তগণ বৈষ্ণবসংসারের পত্তন করিয়া তদ্দারা ভক্তি আলোচনা সমৃদ্ধি করিবার মানসে তাহার উন্নতি সাধন করেন। সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়া বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান ভূষণ। অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত বৈষ্ণবগণ সকল জীবকে বৈষ্ণবকরিবার নানাবিধ উপায় সৃজন করেন। জীবের পরস্পর সম্বন্ধযোজিনী বৃত্তি বিষয় ভেদে চারি প্রকার হয়, প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষা। পরমেশ্বরের প্রতি প্রেম অর্পিত হয়। বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের প্রতি মৈত্রী এবং বহির্ম্মুখজীবের প্রতি কৃপা নিযুক্ত হয়। যে সকল জীব ভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ লাভকরিয়া ভক্তি পথের যোগ্যতা রাখেন, তাঁহাদের প্রতি অসীম কৃপা বিতরণ করত ভাগবতগণ তাঁহাদিগকে পরমার্থ শিক্ষা দেন এবং তাঁহাদিগকে শক্তি সঞ্চার দ্বারা উদ্ধার করেন। অনেক গুলি দুর্ভাগা লোক যৎকিঞ্চিৎ খণ্ড তর্কের বলে কোন প্রকারেই আত্মোন্নতি স্বীকার করেননা। তাঁহাদের সম্বন্ধে উপেক্ষাই আবশ্যক।

তৃতীয় ধারা—অনর্থবিচার।

পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার ভগবদনুশীলনই বৈধ ভক্তদিগেরপক্ষে কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কর্ত্তব্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইলে সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাঘাতকারী কতকগুলি নিষিদ্ধাচার আছে, তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

নিষিদ্ধাচার দশ বিধ যথাঃ—

১। বহির্ম্মুখ জন সঙ্গ।
২। অনুবন্ধ।
৩। মহারম্ভাদির উদ্যম।
৪। বহু গ্রন্থ কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যাবাদ।
৫। কার্পণ্য।
৬। শোকাদি দ্বারা বশীভূত হওয়া।
৭। অন্য দেবতার প্রতি অবজ্ঞা।

৮। ভূত সকলকে উদ্বেগ দান।

৯। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ।

১০। ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত নিন্দার আনুমোদন বা সহায়তা করা।

বহির্মুখজন ছয় প্রকার যথাঃ—

১। নীতি রহিত এবং ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত ব্যক্তি।

২। নৈতিক অথচ ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত ব্যক্তি।

৩। সেশ্বর নৈতিক যিনি ঈশ্বরকে নীতির অধীন বলিয়া জানেন।

৪। মিথ্যাচারী (বৈড়ালব্রতিক ও তৎকর্ত্তৃক বঞ্চিত।)

৫। নির্ব্বিশেষ বাদী।

৬। বহ্বীশ্বর বাদী।

যাঁহারা নীতি ও ঈশ্বর মানেনা তাঁহারা বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম পরায়ণ। নীতি না থাকিলে যথেচ্ছাচার ও পাপাচরণ ঘটিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় সুখ ও স্বার্থ সাধন জন্য নীতিহীন নিরীশ্বর ব্যক্তিগণ জগতের অনেক অমঙ্গল করিয়া থাকেন। কোন কোন ব্যক্তিগণ নীতিকে স্বীকার করেন কিন্তু ঈশ্বরকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা প্রকাশ করেন যে ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত নীতি সর্ব্বদা ভয় শূন্য ও কর্ত্তব্য পূর্ণ। ঈশ্বরে প্রতি কৃতজ্ঞতা যে নীতির একটী প্রধান অঙ্গ তাহা তাঁহারা জানেন না। ঈশ্বর না মানিলে যে নৈতিক বিধান সকল অকর্ম্মণ্য হয় তাহা ফলতঃ দৃষ্টি করা যায়। নিরীশ্বর নৈতিক সুবিধা পাইলে যে স্বার্থের নিকট নীতিকে বলিদান না করিবেন ইহার নিশ্চয়তা কোথা? তাঁহাদের চরিত্র পরীক্ষা করিলেই তাঁহাদের মতের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষিত হইবে। যেখানে স্বার্থ আসিয়া বিরোধ করিবে, সেখানে হয়ত 'মাকড় মারিলে ধোকড় হয়' এইরূপ ব্যবস্থা হইয়া উঠিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে নিরীশ্বরকর্ম্মী বলা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর বহির্মুখ লোকেরা সেশ্বরকর্ম্মী বলিয়া অভিহিত হন। ইহাঁরা দুইশ্রেনীতে বিভক্ত। যাঁহারা নীতির মধ্যে ঈশ-কৃতজ্ঞতাকে একটী প্রধান কর্ত্তব্য বলেন কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্বস্বীকার করেননা, তাঁহারা একশ্রেণী। ঈশ্বরকে কল্পনা করিয়া প্রথমে তাহাতে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণিধান করিলে এবং পরে নীতিরফল সচ্চরিত্র উদিত হইলে ঈশ্বর বিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি নাই। ইহা প্রথম শ্রেণীস্থ সেশ্বরকর্ম্মীদিগের মত। দ্বিতীয় শ্রেণীর সেশ্বর কর্ম্মীগণ বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর উপাসনা রূপ সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য সকল করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধ হয়। চিত্তশুদ্ধ হইলে ব্রহ্মজ্ঞান

হয়। তখন আর জীবের কৃত্য থাকেনা। এইমতে, ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধটী পান্থ সম্বন্ধ মাত্র, নিত্য নয়। এই উভয় শ্রেণী সেশ্বর নৈতিক পুরুষেরা ভক্তিবহির্ম্মুখ। মিথ্যাচারীগণ চতুর্থ প্রকার বহির্ম্মুখমধ্যে পরিগণিত। ইহারা দ্বিবিধ, বৈড়ালব্রতিক ও বঞ্চিত। বৈড়ালব্রতিকগণ বাস্তব ভক্তির নিত্যতা স্বীকার করেনা, কিন্তু বাহ্যে ভক্তিচিহ্ন সকল সর্ব্বদা প্রকাশ করিয়া থাকে। কোন দূর উদ্দেশ্য সাধনই তাহাদের প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যটী লক্ষিত হইলে সজ্জন কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হয়। বৈড়াল ব্রতিকগণ জগতকে বঞ্চনাপূর্ব্বক অধর্ম্ম পথকে পরিষ্কার করিয়া দেয়। অনেক নির্ব্বোধ লোক তাহাদের বাহ্যদর্শনপূর্ব্বক বঞ্চিত হইয়া সেইপথ অবলম্বন করে। অবশেষে ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া পড়ে। উপরে দিব্য বৈষ্ণবচিহ্ন, সর্ব্বদা ভগবন্নাম, জগতের প্রতি অনাসক্তি, সময়ে সময়ে ভাল ভাল কথা, এই সমস্ত লক্ষিত হয়। গোপনে কনক কামিনী চেষ্টা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর অত্যাচারই তাঁহাদের অন্তরঙ্গ ভাব। এরূপ অনেক সম্প্রদায় স্থানে স্থানে দেখাযায়। নির্ব্বিশেষবাদীগণ পঞ্চম শ্রেণীস্থ বহির্ম্মুখ। তাঁহাদের মত এই যে ভক্তি যজন করিয়া চিত্তশুদ্ধ করিলে তত্ত্বস্পর্শীভূত হইবে। মুক্তিই তত্ত্ব। জীবের সর্ব্বনাশই মুক্তি। যেহেতু জীব বলিয়া যে বিশেষ আছে তাহা নাশ হইলে সমুদায় এক হইয়া একটী নির্ব্বিশেষ অবস্থা হয়। তাঁহাদের মতে ভক্তি ও ভগবান অনিত্য। দাস্য বোধ কেবল সাধন মাত্র, ফল নয়। এস্থলে তাঁহাদের মত বিশেষ রূপে বিচারিত হইবে না, কিন্তু সংক্ষেপতঃ এই মাত্র কথিত হইবে যে ভক্তগণের পক্ষে সেই মতাবলম্বী ব্যক্তি বহির্ম্মুখজন বলিয়া পরিত্যক্ত হওয়া উচিত, নতুবা ভক্তি তত্ত্ব লঘু হইয়া পড়িবে। যাঁহারা বহু ঈশ্বর স্বীকার করেন তাঁহারা এক নিষ্ঠ নন, অতএব তাঁহাদের সঙ্গ ক্রমে ভক্তির নিষ্ঠা বিগত হয়। এই ছয় প্রকার বহির্ম্মুখ জনের সহিত বৈধ ভক্তের সঙ্গ করা অনুচিত। একত্রে কোন সভায় উপবিষ্ট হওয়া, বা নৌকারোহণে নদীপার হওয়া, এক ঘাটে স্নান করা, বা এক বিপণিতে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করাকে সঙ্গ বলা যায় না। কোন ব্যক্তির সহিত আন্তরিক ভ্রাতৃভাব সহকারে ব্যবহার করার নাম সঙ্গ। বহির্ম্মুখ জনের সহিত তদ্রূপ সঙ্গ করিবে না।

অনুবন্ধ বৈধ ভক্তের পক্ষে একটী নিষিদ্ধাচার। অনুবন্ধ চারি প্রকার যথা:—

১। শিষ্য দ্বারা অনুবন্ধ।
২। সঙ্গী দ্বারা অনুবন্ধ।
৩। ভৃত্য দ্বারা অনুবন্ধ।
৪। বান্ধব দ্বারা অনুবন্ধ।

অনধিকারী জনকে ধন ও জন লোভে শিষ্য করিলে সম্প্রদাযের বিশেষ অজ্ঞান হয়। অতএব যথার্থ পাত্র না পাইলে বৈধ ভক্তগণ কদাপি শিষ্য করিবেন না। ভক্তজন ব্যতীত সঙ্গী গ্রহণ করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, অতএব সঙ্গী না পাওয়া যায় সেও উত্তম, তথাপি অভক্ত সঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। ভগবৎ পরায়ণ ব্যতীত ভৃত্য সংগ্রহ করা মঙ্গল জনক হয় না। কাহার সহিত নূতন বান্ধবতা করিতে হইলে অগ্রে তাঁহার বৈষ্ণবতা পরীক্ষা করা আবশ্যক।

মহারম্ভাদির উদ্যমতিনঅবস্থায় পরিত্যাজ্য। আদৌ যদি উদ্যমকর্ত্তারধনাভাব হয়, তবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। যদি জীবনের অবসান হইয়া থাকে তাহা হইলে বৃহৎ কার্য্য আরম্ভ করিবেনা। বহুজনের সাহায্য ব্যতীত যে কার্য্য হয় না, অথচ সেরূপ সাহায্য প্রাপ্তির সহজ উপায় নাই, সে কার্য্যের উদ্যম করা শ্রেয়নয়, কেবল ভজনের ব্যাঘাত করিবে। মঠ, আখড়া, মন্দির, সভা ইত্যাদি বৃহদ্বৃহৎ কার্য্য উক্ত বিধি ক্রমে কঠিন হইলে তাহাতে যত্ন মাত্র করিবেনা।

ভক্তগণ ভক্তি শাস্ত্র ও তদনুগত জ্ঞান ও কর্ম্ম শাস্ত্র শিক্ষা করিবে, কিন্তু কাল নাই বলিয়া বহু গ্রন্থের এক এক অংশ পাঠ করিয়া পরিত্যাগ করিবেনা। যে গ্রন্থ পাঠ করিবে তাহা সম্পূর্ণরূপে পাঠ করিবে, নতুবা কেবল নিরর্থক বাদ পরায়ণ হইয়া অবশেষে তার্কিক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইবে। কতক গুলি লোক আছে তাহারা যে ব্যাখ্যা শ্রবণ করে, তাহার ভালমন্দ না বুঝিয়া তাহাদের প্রতিবাদ করিতে থাকে। ভক্তগণের পক্ষে ইহা নিতান্ত নিষিদ্ধ।

ভক্তগণের কার্পণ্য অত্যন্ত দূষনীয়। কার্পণ্য তিন প্রকার যথাঃ—

১। ব্যবহার-কার্পণ্য।
২। অর্থ-কার্পণ্য।
৩। শ্রম-কার্পণ্য।

অভ্যুত্থান ও আন্তরিক যত্ন দ্বারা বৈষ্ণবগণের সহিত ব্যবহার করিবে। লৌকিক সম্মান ও পুরস্কার দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সহিত ব্যবহার করিবে। যথা-যোগ্য বস্ত্রাচ্ছাদন দিয়া পাল্যগণের সহিত ব্যবহার করিবে। উপযুক্ত মূল্য দিয়া পরের দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবে। কর শুল্ক দান দ্বারা রাজার সাহায্য করিবে। সৎকর্ত্তাকে কৃতজ্ঞতা, দরিদ্রকে ভোজন, পীড়িতকে ঔষধ, শীতার্ত্তকে বস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা ব্যবহার করিবে। জগতের সকলেই যখন ব্যবহার যোগ্য পাত্র, তখন যথাসাধ্য ব্যবহার করিলেই কার্পণ্য দোষ হয় না। কিছু না

থাকে, মিষ্টবাক্য দ্বারা সকলের সহিত ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট হয়। কাহার সহিত মিষ্ট বাক্য দ্বারা, কাহার সহিত অর্থ দ্বারা, কাহার সহিত শ্রম দ্বারা সদ্ব্যবহার করিবে। ব্যবহার কার্পণ্য ভক্তগণের পক্ষে নিষিদ্ধ।

বশবর্ত্তীতা একটী প্রধান দোষ। তাহা চারি প্রকার যথাঃ—

১। শোকাদির বশবর্ত্তীতা।

২। অভ্যাসের বশবর্ত্তীতা।

৩। মাদকাদির বশবর্ত্তীতা।

৪। কুসংস্কারের বশবর্ত্তীতা।

সংসারে বর্ত্তমান জীবের শোক, ক্ষোভ, ক্রোধ, ভয়, লোভ ও মোহ হইবার শত শত কারণ আছে, কিন্তু বৈধভক্তগণ ঐ সকল কারণ উপস্থিত হইলেও শোকাদির বশবর্ত্তী হইবেন না। তাহাতে লঘুতা ঘটে এবং ভক্তি চর্চ্চার সম্যক্ ব্যাঘাত হয়। ইহাতে সর্ব্বদা সতর্ক থাকা উচিত। দিবা নিদ্রা, প্রাত নিদ্রা, অকারণ তাম্বুল চর্ব্বণ, অকাল পান ভোজন, অকাল শৌচাদি গমন, উত্তম শয্যায় শয়ন, উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন ইত্যাদি নানা প্রকার অভ্যাস করিয়া অনেকে অবশেষে ব্যতিব্যস্ত হন। জীবন ধারণের যাহা নিতান্ত প্রয়োজন তাহাই মাত্র স্বীকার করিয়া অনাবশ্যক ব্যবহার দ্বারা অভ্যাসের বশীভূত হইবে না। মাদক দ্রব্য সেবন করিলে অনেক অনর্থ ঘটে, বিশেষতঃ সেই সেই দ্রব্যের বশীভূত হইয়া চরমে ভক্তি সোপাধিক হইয়া পড়ে। মদ্য গাঁজা, অহিফেন, চরস, সিদ্ধি, গুলিরত কথাই নাই, তামাক পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের সেবনীয় নয়। তামাকের ধূম্র পানের দ্বারা জীব তাহার অত্যন্ত বশীভূত হয়, এমত কি তাহার জন্য অসৎ সঙ্গ করিতে বাধ্য হয়। কুসংস্কারের বশবর্ত্তীতা একটী প্রধান উৎপাত। কুসংস্কার হইতে পক্ষপাত উদিত হয়। পক্ষপাত উদিত হইলে আর সত্যের আদর থাকে না। বৈষ্ণব চিহ্নাদি ধারণ করা বৈধভক্তির অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। তাহাতে দেহ-গত ভগবদনুশীলন হইয়া থাকে। তাহাই যে বৈষ্ণবের প্রধান লক্ষণ তাহা মনে করা সম্প্রদায় পক্ষপাত রূপ কুসংস্কার মাত্র। এই কুসংস্কারের বশোবর্ত্তী হইয়া অনেকে তত্তচ্চিহ্ন রহিত সাধু বৈষ্ণবের অনাদর করিয়া থাকেন। ফলতঃ স্বীয় সম্প্রদায়ে যদি সাধু সঙ্গ লাভ না হয় তাহা হইলে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যত্র সাধু সঙ্গ লাভের যত্ন হয় না। সাধু সঙ্গ ব্যতীত মঙ্গল লাভ হয় না, অতএব কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হওয়া ভয়ঙ্কর উৎপাত। অপিচ বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আবদ্ধ

কুসংস্কার হত পুরুষদিগের তদপেক্ষা উচ্চ গতি রূপ ভক্তিতত্ত্বে অনেক স্থলে রুচি জন্মে না। কখন কখন আত্মঘাতী বিদ্বেষ আসিয়া উপস্থিত হয়।

অন্য দেবতার অবজ্ঞা করা নিতান্ত নিষিদ্ধ। দেবতা দুই প্রকার, ভগবানের অবতার বিশেষ ও অধিকার প্রাপ্ত জীব। ভগবদবতার সকলের প্রতি অবজ্ঞা রহিত হওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয়ে বিচারের আবশ্যকতা নাই। যে সকল জীব ভগবৎ কৃপা বলে জগৎ শাসন ও জগৎ পালন ইত্যাদি সামর্থ্য লাভ করিয়া দেবতা মধ্যে পরিগণিত, তাঁহাদিগকে অসংখ্য জীবগণ পূজা করিতেছে। বৈষ্ণবগণ অসূয়া পূর্ব্বক তাঁহাদের অবজ্ঞা করিবে না। তাঁহাদিগকে যথা যোগ্য পূজা করিয়া কৃষ্ণভক্তি বর প্রার্থনা করিবে। কোন জীবকেই অবজ্ঞা করিবেনা। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সকল দেবোপাসনার লিঙ্গ পূজিত হয় সে সমুদায়কে সম্মান করিবে। যেহেতু তত্তল্লিঙ্গ দ্বারা নিম্নাধিকারস্থ জীবসকল ভক্তির প্রাগ্‌ভাব শিক্ষা করিতেছে। অবজ্ঞা করিলে নিজের অহংকার বৃদ্ধি হয়। অকিঞ্চন বুদ্ধি খর্ব্ব হইয়া যায়। চিত্ত আর ভক্তি-পীঠ হইবার যোগ্য থাকেনা।

ভূতসকলের অর্থাৎ অন্য জীবসকলের উদ্বেগ দান করিবে না। নিজ খাদ সংগ্রহের জন্য জীব হনন করা এক প্রকার ভূতোদ্বেগ কার্য্য বিশেষ। অন্য লোকের অশুভ কথার আন্দোলন, অন্য লোকের নিন্দা, অন্য লোকের সহিত কলহ, অন্য লোকের প্রতি কটুবাক্য, মিথ্যা সাক্ষ্য দান, নিজের আড়ম্বরের জন্য লোকের সুবিধা খর্ব্ব করণ এবম্বিধ নানা প্রকার ভূতোদ্বেগকর কার্য্য আছে। বৈধ ভক্ত যত্ন সহকারে ঐ সমস্ত কার্য্য হইতে নিরস্ত থাকিবেন। পরহিংসা, চৌর্য্য, পরধন অপচয়, আঘাতকরণ, পর স্ত্রী লোভ এ সমুদয়ই ভূতোদ্বেগকর।

ভূতোদ্বেগ সম্বন্ধে একটু বিচার করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভক্তিকে আশ্রয় করেন সর্ব্বজীবের প্রতি দয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক বৃত্তি হইয়া পড়ে। দয়ারভক্তি হইতে পৃথগস্তিত্ব নাই। যে বৃত্তি পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে ভক্তি বা প্রেম বলিয়া অভিহিত হয় তাহাই অন্যজীবের সম্বন্ধে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষাস্বরূপা দয়া হইয়া পড়ে। ইহাই জীবের নিত্য স্বধর্ম্মান্তর্গত ভাব বিশেষ। বৈকুণ্ঠাবস্থায় কেবল মৈত্রী এবং বদ্ধাবস্থায় পাত্রবিশেসে মৈত্রী, কৃপা ও উপেক্ষারূপ ভাবসকল নিত্য স্বধর্ম্মগত দয়ার ভিন্নভিন্ন পরিচয় মাত্র। সাংসারিক জীবসম্বন্ধে দয়াই অত্যন্ত কুণ্ঠিত অবস্থায় জীবের স্বদেহ নিষ্ঠ, একটু প্রস্ফুটিত হইলে স্বগৃহ-বাসী-জীব-নিষ্ঠ, আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্ববর্ণ নিষ্ঠ, আরও প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী স্বজাতি নিষ্ঠ আরও

প্রস্ফুটিত হইলে স্বদেশবাসী সর্ব্বজন নিষ্ঠ, আরও প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্ব মানব নিষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইলে সর্ব্ব জীব নিষ্ঠ আর্দ্র ভাব বিশেষ রূপে পরিচিত হয়। ইংরাজী ভাষায় যাহাকে পেট্রিয়টিসম্ (patriotism) বলে তাহা স্বদেশ বাসী স্বজাতি নিষ্ঠ ভাব বিশেষ। যাহাকে ফিলান্থ্রপি (philanthropy) বলে তাহা সর্ব্ব মানব নিষ্ঠ ভাব বিশেষ। বৈষ্ণবগণ ঐ সমস্ত সংকীর্ণ ভাব নিচয়ে আবদ্ধ থাকিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পক্ষে সমস্ত ভূতোদ্বেগ রাহিত্য রূপা সর্ব্ব জীবের প্রতি পরম আর্দ্রতা স্বরূপা দয়াই এক মাত্র বরণীয় ভাব।

সেবা ও নামাপরাধ হইতে বৈধভক্তগণ সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেন। সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইল। সেবাপরাধ পঞ্চ বিধ যথাঃ—

১। সাধ্যমত যত্নাভাব।
২। অবজ্ঞা।
৩। অপবিত্রতা।
৪। নিষ্ঠাভাব
৫। গর্ব্ব।

শ্রীমূর্ত্তি সেবা সম্বন্ধে যে সকল অপরাধ নানা শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে সেই সমুদায় অপরাধ মূল বিচারে পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার বলিয়া জানিতে হইবে। সমস্ত অপরাধের বিবৃতি করা দুঃসাধ্য। কতকগুলি অপরাধ যাহা বরাহ পুরাণ, পদ্ম পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সংক্ষেপ বিবৃতি প্রদত্ত হইল।

অর্থ আছে অথচ শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধে নিয়মিত উৎসব করা হয়না। সামর্থ্য থাকিতেও গৌণোপচার দ্বারা পূজা নির্ব্বাহ করা যায়। যে কালে যে দ্রব্য বা ফল পাওয়া যায় তাহা যত্ন পূর্ব্বক ভগবানকে দেওয়া যায় না। ভগবানের স্তব, বন্দনা দণ্ডবন্নতি না করিয়া অবস্থিত হওয়া যায়। প্রদীপ না জ্বালিয়া ভগবন্মন্দিরে প্রবেশ করা। এই প্রকার কার্য্য সকল সাধ্য মত যত্নাভাব হইতে নিসৃত হয়।

যানারোহণপূর্ব্বক বা পাদুকা ব্যবহারপূর্ব্বক ভগবদ্গৃহে গমন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রণাম নাকরা, এক হস্ত দ্বারা প্রণাম, অঙ্গুলি দ্বারা ভগবন্মূর্ত্তি নির্দ্দেশ, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে প্রদক্ষিণ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে পাদপ্রসারণ, পর্য্যঙ্কের উপরে বসিয়া স্তব পাঠ, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে শয়ন ভোজন ইত্যাদি শারীর কর্ম্ম, উচ্চৈস্বরে ভাষণ, পরস্পর কথোপকথন, বিষয়ান্তর চিন্তায় রোদন, কলহ, অন্য ব্যক্তির বিষয় আলোচন, অধো বায়ু পরিত্যাগ, আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ

ভগবন্নৈবেদ্যে অর্পণ, শ্রীমূর্ত্তির দিকে পৃষ্ঠ করিয়া উপবেশন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে অভিবাদন, অকালে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন (যে সময়ে বার হয় সেই সময় ব্যতীত অন্য সময় অকাল) এই প্রকার কার্য্য সকল সেবা সম্বন্ধে অবজ্ঞা।

উচ্ছিষ্ট লিপ্ত বা অন্যপ্রকার অশুচি দেহে ভগবন্মন্দিরে গমন, পশু লোমযুক্ত বস্ত্রাদির সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা করণ, পূজা সময়ে থুৎকার, সেবা সময়ে অন্য বিষয় চিন্তা ইত্যাদি নানা প্রকার অপবিত্রতা বর্ণিত আছে।

ভগবৎ সেবার পূর্ব্বে জল গ্রহণ, অনিবেদিত অন্ন জলাদি গ্রহণ, নিত্য শ্রীমূর্ত্তি ও তৎসেবাদি দর্শন না করা, নিজ প্রিয়বস্তু ও কালোদিত সুখাদ্য ফলাদি অর্পণ না করা, হরিবাসর না করা এই সকল নিষ্ঠাভাব।

সেবা কালে আপনাকে অকিঞ্চন ভগবদ্দাস বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। তাহা না করিয়া আপনার প্রশংসা কীর্ত্তন বা আপনাকে শ্রেষ্ঠ পূজক বলিয়া অভিমান করার নাম সেবা কালীন গর্ব্ব। অনেক সামগ্রী ও আড়ম্বরের সহিত শ্রীমূর্ত্তি সেবা করিয়া আপনার মহত্ত্ব বিবেচনা করিলে গর্ব্ব হয়।

এই পঞ্চ প্রকার সেবাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিয়া শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিবেন।

ভজনশীল ব্যক্তি মাত্রেরই নাম অপরাধ যত্ন পূর্ব্বক বর্জ্জনীয়।

নামাপরাধ দশ প্রকার যথাঃ—

১। সাধু নিন্দা।
২। শিবাদি দেবতাকে ভগবান হইতে স্বতন্ত্র জ্ঞান।
৩। গুর্ব্বজ্ঞা।
৪। বেদ শাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্র নিন্দা।
৫। হরিনামের মহিমাকে প্রশংসা মাত্র বলিয়া জ্ঞান।
৬। প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থকল্পনা।
৭। হরিনাম বলে পাপে প্রবৃত্তি।
৮। অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত হরিনামের তুল্যতা জ্ঞান।
৯। অশ্রদ্দধান ব্যক্তির প্রতি হরিনামোপদেশ।
১০। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও হরিনামে অপ্রীতি।

নৈতিক ধর্ম্ম শাস্ত্রে পরনিন্দা মাত্রই দোষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি দোষ তারতম্য বিচার পূর্ব্বক তাত্ত্বিক ধর্ম্মশাস্ত্রে অর্থাৎ ভক্তি শাস্ত্রে সাধুনিন্দাকে প্রধান অপরাধ মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। যাহাদের সাধু নিন্দায় প্রবৃত্তি,

তাঁহাদের সাধু সঙ্গ অভাবে ভক্তিবৃত্তি সমৃদ্ধ হয় না। কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্র যেমত দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, বৈষ্ণবের হৃদয়স্থিত ভক্তি বৃত্তি তদ্রূপ সাধু নিন্দা ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম উত্তম রূপ অনুষ্ঠিত হইলেও ভক্ত সাধুর সঙ্গাভাবে ও সাধুনিন্দা অপরাধে ভক্তি বৃত্তিটী জনগণের হৃদয়ে লুক্কাইত হইয়া পড়ে। অনেক স্থলে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে বৈষ্ণব নিন্দাদোষ জনিত অপরাধ ক্রমে বর্ণশ্রমাচার নিষ্ঠ পুরুষগণেরা ক্রমশঃ অধঃ পতিত হইয়া নিরীশ্বর নৈতিক ও অবশেষে নীতিবিহীন হইয়া পশুবৎ অবস্থান করেন। অতএব সাধুনিন্দা সর্ব্বদা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা শিবাদি দেবতাকে একটী একটী ভিন্ন দেবতা জ্ঞান করেন এবং ভগবানকে তাঁহাদিগ হইতে পৃথক জানেন, তাঁহারা সুতরাং বহ্বীশ্বর বাদী হইয়া পড়েন। তাঁহারা নিষ্ঠাশূন্য অতএব ভক্ত নহেন। পরমেশ্বর বাস্তবিক এক, ইহাই তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞানশূন্যতা প্রযুক্ত তাঁহারা অজ্ঞান, অতএব তাঁহারা অপরাধী। হরিনাম বলিলে শিবাদি দেবতার নাম তাহা হইতে ভিন্ন হয়না। অতএব শিবাদি দেবতাগণকে হয় ভগবদবতার বিশেষ বলিয়া জানা উচিত, নতুবা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া জানা কর্ত্তব্য। এস্থলে এরূপ প্রতিবাদ হইতে পারে যে শিবই পরম পুরুষ এবং বিষ্ণু তাঁহার অবতার অতএব শিবনামে নিষ্ঠাপূর্ব্বক বিষ্ণু নাম স্বতন্ত্র জানিবেনা। এই প্রকার বাদ প্রতিবাদ করাকে সাম্প্রদায়িক তর্ক বলে, যাহাতে অবশেষে কোন ফল হয় না। এক মাত্র পরমেশ্বরের ভজনাই প্রয়োজন। হরিনামে নিষ্ঠা করাই আবশ্যক যে হেতু নির্গুণ তত্ত্বই চরম তত্ত্ব। সত্ব, রজ, তম গুণ বিশিষ্ট দেবতা সকলকে ভগবদবতার জানিয়া তাঁহাদের প্রতি অসূয়া রহিত পূর্ব্বক এক মাত্র নিগুর্ণ বা বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত হরির ভজনই কর্ত্তব্য। বেদ শাস্ত্র ও তদনুগত শাস্ত্র দর্শিত পথ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য প্রকার কল্পনা করিলে উৎপাত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

যে যে শাস্ত্রে শিব, প্রকৃতি, গণেশ, সূর্য্য ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা উপাসনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই সেই শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে সগুণ দেবতা বা নিগুর্ণ ব্রহ্ম লাভের কল্পিত উপায় বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে হরিকে সচ্চিদানন্দ সাকার রূপ পরম তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। হরি সেবন দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় এরূপ সিদ্ধান্ত নাই। অতএব কল্পিত দেব স্বরূপকে সাধ্য রূপের সহিত তুলনা করা যায়না। সিদ্ধ স্বরূপ বলিয়া শিবাদি দেবতার প্রতিষ্ঠা করিলে অদ্বৈত বাদ ও ভক্তিবাদ উভয় নষ্ট হয়। অতএব শাস্ত্র পরিবর্ত্তন না

করিয়া দেবতাকে ভগবদ্ভক্ত বা গুণাবতার বলাই পণ্ডিত লোকের কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে নিত্য সিদ্ধস্বরূপের প্রতি অপরাধ হইবে।

গুর্ব্ববজ্ঞা একটী প্রধান অপরাধ। যে পর্য্যন্ত সাধকের গুরুতে অচলা শ্রদ্ধা না হয় সে পর্য্যন্ত তদ্দত্ত উপদেশ সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইবেনা। বিশ্বাস না হইলে ভজন ক্রিয়াদি ঘটেনা। অতএব দীক্ষা গুরু ও শিক্ষা-গুরু সকলকেই অচলা শ্রদ্ধা করিবে। যাঁহার মহদতিক্রম করার বুদ্ধি প্রবলা হয়, তাঁহার গুর্ব্ববজ্ঞা অপরাধে পরম তত্ত্বে নিষ্ঠা জন্মে না।

ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ব এই চারিটী বেদ ও তদনুগত পুরাণ সকল, মহাভারত, বিংশতি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সাত্বিক তন্ত্রসমস্তই হরিনামের মহিমা ও হরিভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। সেই সকল শাস্ত্রই যথার্থ শাস্ত্র। তাহাদের নিন্দা করিলে কখনই ভক্তিতত্ত্বের উন্নতি হয়না। সেই সমস্ত শাস্ত্রের প্রতি অনাদর করিয়া যাঁহারা কোন নূতন প্রকার হরি ভক্তির পন্থা আবিষ্কার করেন, তাঁহারা ক্রমশঃ জগতের উৎপাত স্বরূপ হইয়া পড়েন। নবীন নবীন সেশ্বরমত সমূহই ইহার উদাহরণ। দত্তাত্রেয়, বুদ্ধ, ব্রাহ্ম, থিয়সফিষ্ট প্রভৃতি মত নিচয়ের আলোচনা করিলেই ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে সাধ্য বস্তুর সাধনোপায় একই প্রকার সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইবে। দেশ বিদেশে ভাষাভেদে ও ব্যবহার ভেদে সাধন প্রক্রিয়া কিছু কিছু ভেদ হইলেও তাৎপর্য্যে সে সমুদায়ই এক। বিজ্ঞান চক্ষের নিকট তাহাতে ভেদ প্রতীত হয়না। বেদ শাস্ত্র নিত্য। তাহাতে যে সাধন প্রক্রিয়া লিখিত আছে তাহা সনাতন। তদনুগত শাস্ত্রে যে যে প্রক্রিয়া লিখিত আছে সে সমুদায়ই বেদ সম্মত প্রক্রিয়া। যিনি দাম্ভিকতা দ্বারা চালিত হইয়া নূতন প্রক্রিয়ার আবিষ্কর্ত্তা হইতে ইচ্ছা করিয়া নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন বা করিবেন তাঁহার মতসে কেবল স্বকপোল কল্পিত দাম্ভিক মতমাত্র। তাহাতে সার না থাকায় সেই মতস্থ ব্যক্তিগণের যে হরিভক্তি তাহাও উৎপাত জনক।

অনেক পুণ্যকর্ম্ম আছে যাহার ফলসমূহ বাস্তব নয়, কেবল বহির্ম্মুখ লোকের প্রবৃত্তির জন্য ঐ সকল ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। সেই সকল ফল কীর্ত্তনকে লোকে সেই সেই কর্ম্মের প্রশংসা বলিয়া থাকে। হরি নামের মাহাত্ম্য শুনিয়া অনেক দুর্ভাগা লোক তাহাকেও প্রশংসা বলিয়া উক্তি করে। হরি নামের সমস্ত ফলই সত্য, বরং তাহাতে আর কত কত ফল আছে তাহা শাস্ত্রে কীর্ত্তন করিতে পারেন নাই। যত প্রকার ভজন সংকেত আছে সমস্ত সংকেতের মধ্যে

হরিনামই সংক্ষিপ্ত সার স্বরূপ। যাহারা হরিনামের মাহাত্ম্যকে প্রশংসা মনে করে তাহারা অপরাধী।

প্রকারন্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করা একটী অপরাধ। হরি শব্দে সহজেই পরম রসাধার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়। শ্রীবিগ্রহ তত্ত্ব উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম না হইয়া কেহ কেহ হরিকে নিরাকাররূপে চিন্তা করত ব্রহ্ম শব্দ ও হরি শব্দ একার্থ মনে করিয়া একটী নিরাকার হরির কল্পনা করেন। পাছে হরি বলিলে কৃষ্ণতত্ত্বকে উদ্দেশ করে, এই ভয়ে কেহ কেহ হরিনাম উচ্চারণ করিবার সময় 'চিদানন্দ' হরি 'নিরাকার হরি' এই গুণবাচক শব্দের সহিত হরিনাম উচ্চারণ করেন তাহাতে হরিনামের অর্থান্তর কল্পনা করা হয়। ইহা একটী বিশেষ অপরাধ। যাঁহারা এই অপরাধ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের হৃদয় শুষ্কজ্ঞানাক্রান্ত হইয়া ক্রমশঃ রস শূন্য হইয়া যায়।

হরি নাম বলে যে স্থলে পাপ করিবার সাহস জন্মে সে স্থলে একটী প্রকাণ্ড অপরাধ উপস্থিত হয়। পাপ প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হইলে হরিনামে অনুরাগ হয়। যাঁহারা হরিনাম আশ্রয় করিয়াছেন তাঁহাদের স্বভাবতঃ পাপে রুচি হয় না। তবে যে কেহ কেহ সর্ব্বদা হরিনামের মালা হাতে করিয়া থাকেন এবং অপ্রকাশ্য রূপে অনেক পাপাচরণ করেন, তাহা তাঁহাদের শঠতা মাত্র। কেহ কেহ এরূপ দুর্ভাগা যে পাপকার্য্য উপস্থিত হইলে তাহা করিবার সময় মনে করেন যে সময়ান্তরে হরিনামের দ্বারা এই পাপ দূর করিব, আপাততঃ পাপের আশ্রয়ে স্বকার্য্য উদ্ধার করিয়া লই। এসমস্ত অপরাধ শূন্য হইয়া হরিনামাশ্রয় করা জীবের কর্ত্তব্য।

যজ্ঞ, তপস্যা, যোগ, স্বাধ্যায়, বর্ণধর্ম্ম, আশ্রম ধর্ম্ম, আতিথ্য প্রভৃতি বহুতর পুণ্য কর্ম্ম আছে। যাহারা কর্ম্মজড় তাহারা হরিনামকেও একটী কর্ম্ম বিশেষ মনে করিয়া অন্যান্য পুণ্য কর্ম্মের সমান বলিয়া তাহাকে জানে। এটী একটী মহৎ অপরাধ। কোথায় অনিত্য কর্ম্ম ও কোথায় নিত্যানন্দ স্বরূপ হরিনাম!

যাহারা নাস্তিক, নিতান্ত নৈতিক বা কর্ম্ম পরায়ণ তাহাদের চিত্তশুদ্ধ না হইলে তাহারা হরিনামের অধিকারী হইতে পারে না। অনধিকারী ও অশ্রদ্দ-ধান ব্যক্তিকে হরিনাম উপদেশ করা কেবল ঊষর ক্ষেত্রে বীজ বপন স্বরূপ নিরর্থক কর্ম্ম। দক্ষিণার লালসায় অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে হরিনাম যিনি দান করেন তিনি হরি নাম বিক্রয়ী। অতি তুচ্ছ বিনিময়ের জন্য অমূল্য রত্ন ক্ষয় করিয়া স্বয়ং হরিভজন হইতে চ্যুত হন।

নাম মাহাত্ম্য সমুদায় শ্রবণ করিয়া যাহার হরিনামে প্রীতি জন্মিল না সে নিতান্ত দুর্ভাগা। তাহার কোন মঙ্গল হইতে পারেনা। সে ব্যক্তি অপরাধী।

এবম্বিধ দশটী অপরাধশূন্য হইয়া বৈষ্ণবভক্ত ভগবদ্ভজন করিতে থাকিবেন। বৈধভক্তগণ ভগবন্নিন্দা ও ভাগবত নিন্দার অনুমোদন বা সহায়তা করিবেন না। যদি কোন সভায় সেই রূপ নিন্দা হইতে থাকে তবে যোগ্যতা থাকিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিবেন। যে খানে প্রতিবাদের ফল না হইবে সে খানে বধিরের ন্যায় থাকিবেন, তাহাতে কর্ণপাত করিবেন না। যোগ্যতা না থাকিলে তৎক্ষণাৎ সেস্থান পরিত্যাগ করিবেন। যদি গুরুদেবের মুখেও ঐ রূপ নিন্দা শুনা যায়, তাঁহাকেও বিনীতভাবে তজ্জন্য সতর্ক করিবেন। যদি তিনি নিতান্ত পক্ষে বৈষ্ণব দ্বেষী হন, তখন তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য উপযুক্ত পাত্রকে গুরুত্বে বরণ করিবেন।

এবম্ভুত দশবিধ নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈধভক্তগণ পঞ্চবিধ ভগবদনুশীলন দ্বারা ভক্তি বৃত্তির উন্নতি সাধনে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবেন।

চতুর্থ ধারা—গৌণ ও মুখ্য বিধির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার।

এখন দেখা উচিত যে পূর্ব্বে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার সহিত বৈধীভক্তির কি সম্বন্ধ? জিজ্ঞাসা এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের বিনাশ বা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈধী ভক্তি আশ্রয় করিতে হয়, কি সেই ধর্ম্মের যথা বিধি পালন পূর্ব্বক ভক্তি অনুশীলন জন্য বৈধভক্তি-মার্গ গ্রহণ করিতে হয়? পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে উত্তম রূপে শরীর পালন, মানস বৃত্তির সুন্দর অনুশীলন ও উন্নতি সাধন, সামাজিক মঙ্গল চর্চ্চা ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের মুখ্য তাৎপর্য্য। যে পর্য্যন্ত জীব জড়ীয় শরীরে আবদ্ধ আছেন সে পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রয়োজনতা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। করিলে, পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ শিক্ষার অভাবে জীবের জীবন কুপথ গামী হইবে, কোন প্রকার মঙ্গল সাধন হইবে না। অতএব শরীর, মন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক সত্তার মঙ্গল সাধন জন্য বর্ণাশ্রম বিধানকে উপযুক্ত বিধি জানিয়া তাহার পালন করিবে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পালনই যে জীবের চরম প্রয়োজন,

তাহা নয়। অতএব সেই ধর্ম্ম পালন পূর্ব্বক ভক্তির অনুশীলন করিবে। ভক্ত্যনুশীলনের জন্যই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পালন করা প্রয়োজন হইয়াছে। এখন বিবেচ্য এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম যেরূপ দীর্ঘসূত্রী কার্য্য তাহা করিতে গেলে ভক্ত্যনুশীলনের অবকাশ পাওয়া যায় কিনা? এবং যে স্থলে বিরোধ উপস্থিত হয় সে স্থলে কি কর্ত্তব্য? প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে শরীর, মন, সমাজ ও আধ্যাত্মিক সত্তার রক্ষা ও পুষ্টি না করিতে পারিলে, অধিকতর উচ্চ চেষ্টা যে ভক্তি তাহার কার্য্য কিরূপে হইবে। অতি শীঘ্র মৃত্যু হইলে, বা চিত্ত বিভ্রমাদি ব্যাধি উপস্থিত হইলে, অথবা সামাজিক বিপ্লব সহকারে নিতান্ত কুসঙ্গ ও কদাচার উপস্থিত হইলে, বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা না পাইলে ভক্তির অঙ্কুর যে শ্রদ্ধা তাহা কিরূপে হৃদয়ে জাগরিত হইতে অবকাশ লাভ করিবে? পক্ষান্তরে, যদি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বেচ্ছাচার গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে সেই সকল শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা অত্যন্ত প্রমত্ত ভাবে যথেচ্ছাচারে রত হইবে। সর্ব্বদাই জীবকে কদর্য্য বিষয়ে রত করিবে। আর ভক্তির কোন প্রকার লক্ষণ উদিত হইবেনা। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে দীর্ঘসূত্রী হইলেও স্বীকার করা কর্ত্তব্য। বৈধীভক্তির অনুশীলন ক্রমে তাহার দীর্ঘ সূত্রিতা ক্রমশঃ খর্ব্ব হইয়া পড়িবে। তাহার অঙ্গ সকল ক্রমশঃ ভক্ত্যঙ্গে পরিণতি লাভ করিবে। প্রথমে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মকে সুন্দর রূপে পালন করিতে করিতে পঞ্চ প্রকার ভক্তির সাধ্য মত অনুশীলন করিবে। যে অঙ্গ ভক্তির বিরোধ করে সে অঙ্গকে ক্রমশঃ পরিত্যাগ করিতে থাকিবে। অবশেষে বৈষ্ণব জীবনে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মটী ভক্তিপূত হইয়া পরম সাত্ত্বিক ভাবে ভক্তি দাস স্বরূপে অবিরোধে বর্ত্তমান থাকিবে। ভক্তির অনুশীলন ক্রমে ব্রাহ্মণ-জীবন অকিঞ্চনত্ব লাভ করিয়া ভক্তিপূত শূদ্র-জীবনের পারমার্থিক সমতা স্বীকার করিবে। শূদ্র-জীবনও ভগবদ্দাস্য ও ভাগবত দাস্যভাব দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া অকিঞ্চনভূত বিপ্র-জীবনের সাম্য লাভ করিবে। তখন বৈষ্ণব ভ্রাতৃভাবের পবিত্রতা চতুর্ব্বর্ণের জীবনকে এত উজ্জ্বল করিবে যে বৈকুণ্ঠ জীবনের প্রারম্ভ প্রায় বোধ হইতে থাকিবে। দেহাত্মাভিমান জনিত উপদ্রব খর্ব্বিত হইলে, জীব সমূহের পরম সাম্য সুতরাং সম্ভব।

নিরীশ্বর নৈতিক জীবন যেমত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরূপ সেশ্বর নৈতিক জীবনের উদয়ে তাহাতে বিলীন হইয়া নির্দ্দোষ ভাবে পরিণতি লাভ করে, তদ্রূপ সেশ্বর নৈতিক জীবন ও বৈধভক্তির উদয়ে, বৈধীভক্তের জীবনে পূর্ব্ব-দোষ-শূন্য হইয়া

একটী অপূর্ব্ব পরিণতি প্রাপ্ত হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মীর ঈশ-ভজন অন্যান্য নীতির সমকক্ষ রূপে ছিল। ভক্ত জীবনে ঐ ধর্ম্মের সন্নিবেশ হইলে ঈশ্বর ভজনকে জীবের সমস্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রধানতা অর্পণ করে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মগত অন্য সমস্ত নীতিকে ঈশ-ভজনের দাসরূপে গণন করিয়া থাকে। যদিও প্রথম দৃষ্টিতে এই পরিবর্ত্তনটীকে অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যে সময়ে ঐ নিষ্ঠা প্রবল হইতেথাকে তখন জীবনকে আর একটী পরম উৎকৃষ্ট আকৃতি প্রদান করে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মীর জীবন ও বৈধভক্তের জীবনে একটী অপূর্ব্ব পার্থক্য লক্ষিত হয়।

নর মাত্রেই ভক্তির অধিকারী এরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে বর্ণাশ্রম-গত-বর্ণ চতুষ্টয়ের ও আশ্রম চতুষ্টয় স্থিত সমস্ত পুরুষেরই ভক্তিতে অধিকার আছে, ইহা স্বীকৃত হইল। বরং অন্ত্যজগণ ও নর মধ্যে পরিগণিত হইয়া ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারা ভক্তির অধিকারী সত্য, কিন্তু ভক্তিলাভে তাঁহাদের তত সুবিধা নাই। তাঁহাদের জন্ম, সংসর্গ, কর্ম্ম ও প্রবৃত্তি এতদূর অবৈধ যে তাঁহাদের জীবন সর্ব্বদাই জড়াসক্ত ও পশুজীবনের তুল্য। উদর পালনসম্বন্ধে তাঁহারা সর্ব্বদাই নিতান্ত স্বার্থপর, পরদ্রোহশীল এবং নির্দ্দয়। তাঁহাদের হৃদয় কঠিন। অতএব তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিপথ সুলভ নয়। তাঁহাদের যে ভক্তি তত্ত্বে অধিকার আছে, তাহা নারদশিষ্য [illegible], যীশু, পল প্রভৃতি ভক্তগণের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে। [illegible] তাঁহাদের জীবনে ইহাও লক্ষিত হইবে যে তাঁহারা অনেক কষ্টে ভক্তি প[illegible]হণ করিয়াছিলেন। এমত কি তাঁহাদের ভক্ত জীবন অধিক দিন রক্ষা করিতে সুবিধা প্রাপ্ত হন নাই। ভক্তিতে, সকল মনুষ্যেরই অধিকার আছে কিন্তু বর্ণাশ্রমাচারী পুরুষের অধিকার ও সম্পূর্ণ সুবিধা বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। অধিকার ও সুবিধা থাকিলেও অনেক বর্ণাশ্রমাচারীর বহির্ম্মুখতা লক্ষিত হয়। তাহার হেতু এই যে, নরজীবন একটী সোপান ময় গঠন বিশেষ। অন্ত্যজ জীবনই সর্ব্ব নিম্নস্থ সোপান। নিরীশ্বর নৈতিক জীবন দ্বিতীয় সোপান। সেশ্বর নৈতিক জীবন তৃতীয় সোপান। বৈধ ভক্ত জীবন চতুর্থ সোপান ও রাগোত্তেজিত ভক্ত জীবনই সোপনোপরি অবস্থান। জীব যে সোপানে অবস্থিত আছেন, তাহার উচ্চ সোপানে আরোহণ প্রবৃত্তিই তাঁহার স্বভাব। সেই স্বভাব ক্রমে ব্যস্তভাবে অসময়ে এক সোপান হইতে অন্য সোপানে আরোহণ না করেন অর্থাৎ এক সোপানে উত্তমরূপে পদস্থাপিত করিয়া অন্য সোপান গ্রহণ করেন ইহা ব্যবস্থাপিত করিবার জন্য সোপান নিষ্ঠা

রূপ অধিকার ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্য সোপানে পদার্পণ করিবার অধিকার যে সময়ে উপস্থিত হয়, সে সময়ে পূর্ব্ব নিষ্ঠা ত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে আবদ্ধ থাকিবার বাসনাকে কুসংস্কার বলে। সেই কুসংস্কার ক্রমে অন্ত্যজ লোক নিরীশ্বর নৈতিক জীবনকে অনাদর করে, নিরীশ্বর নৈতিক কাল্পনিক সেশ্বর নীতিকে অনাদর করে, কাল্পনিক সেশ্বর নৈতিক বাস্তব সেশ্বর নীতির অবহেলা করে, বাস্তব সেশ্বর নৈতিক আবার ভক্তিকে অবজ্ঞা করে, অবশেষে বৈধ ভক্ত আবার রাগাত্মিকা ভক্তির অনাদর করিয়া থাকে। এই কুসংস্কার ক্রমেই বর্ণাশ্রমী ব্যক্তিগণ অনেকেই বৈধীভক্তির আদর করেন না। ইহাতে ভক্তির কোন ক্ষতি হয়না, কেবল তাঁহাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় হইয়া থাকে। উচ্চ সোপান-গত-ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ নিম্ন সোপানস্থিত জীব সমূহের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন, কিন্তু যে পর্য্যন্ত নিম্ন সোপানস্থ ব্যক্তিগণের ভাগ্যোদয় না হয় সে পর্য্যন্ত পূর্ব্ব নিষ্ঠা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উচ্চ সোপনে গমনের রুচি উদয় হয়না।

বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-রূপ সেশ্বর নৈতিক জীবন ভক্তিভাবে পরিণত হইয়া ভ[illegible] জীবন হইয়া পড়ে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সেশ্বর নৈতিক জীবন স্বস্বরূপকে [illegible]রিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তজীবন স্বরূপ না গ্রহণ করে সে পর্য্যন্ত তাহার নাম কর্ম্মই [illegible]কে। কর্ম্ম কখনই ভক্ত্যঙ্গ নহে। কর্ম্মের পরিপাক হইলে ভক্তিসাধক স্বরূ[illegible] উদিত হয়। তাহাকে তখনভক্তিই বলাযায়। তখন কর্ম্ম বলিয়া তাহার নাম থ[illegible]কনা। ভগবৎ সম্বন্ধি শ্রদ্ধা উদিতা হইলেই কর্ম্মাধিকার নিরস্ত হয়। কর্ম্মাঙ্গে[illegible] মধ্যে যে সন্ধ্যা বন্দনাদি আছে তাহা ধর্ম্ম-নীতি-গত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বিশেষ। শ্রদ্ধোদিতা ভক্তি-কার্য্য নয়। যে সময়ে ভগবৎ সম্বন্ধি শ্রদ্ধা উদিতা হয় তখন ভগবদানুগত্য রূপ সমস্ত ভক্তি কার্য্যই তাৎপর্য্য ক্রমে আদৃত হইয়া উঠে। তখন কোন স্থলে সন্ধ্যাকালে হরিকথা হইতেছে তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্ম করিতে রুচি হয়না। সাধক তখন এরূপ স্থির করেন যে সন্ধ্যাবন্দনাদির যে তাৎপর্য্য তাহাই যখন উপস্থিত তখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্যাঙ্গ স্বীকার করিবার আবশ্যক কি? জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই দুইটী ভক্তির অঙ্গ নয়, যেহেতু তাহারা চিত্তকে কঠিন করিয়া ভক্তির বিরোধী হইয়া পড়ে। ভক্তিতে প্রবেশ হইবার পূর্ব্বে কোন কোন স্থলে সাধকের উপযোগীতা করে। কোন কোন স্থলে ভক্তি প্রবিষ্ট ব্যক্তির প্রথমাবস্থায় ঈষৎ সহচর হয়। জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রতি ভক্তির যে সম্বন্ধ তাহা পৃথক রূপে দর্শিত হইবে।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে বৈধীভক্তির বহুবিধ অঙ্গ বিচারিত হইয়াছে। ভক্তি সন্দর্ভে ঐ সকল অঙ্গকে নববিধ ভক্তির মধ্যে সুন্দর রূপে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। শ্রীভক্তি রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে চতুঃষষ্টি বৈধঅঙ্গ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে পাঁচটী অঙ্গকে মুখ্য বলিয়া গণনা করিয়াছেন। ঐ পাঁচটী অঙ্গ যথাঃ—

১। শ্রীমূর্ত্তি সেবায় প্রীতি।

২। রসিকদিগের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ সকল আস্বাদ করা।

৩। স্বজাতীয় আশয় দ্বারা স্নিগ্ধ ও শ্রেষ্ঠ সাধুদিগের সঙ্গ।

৪। নাম সংকীর্ত্তন।

৫। ব্রজবাস।

যে সাধকের যে অঙ্গে অধিক রুচি সেই অঙ্গই তাঁহার পক্ষে বিশেষরূপে আদরনীয়। কোন বিশেষ অঙ্গে রুচি আছে বলিয়া অন্যাঙ্গ প্রতি বিদ্বেষ না জন্মে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য। বৈধ অঙ্গের মূল বিচার স্থলে দুইটী কথা স্বীকার করা কর্ত্তব্য যথাঃ—

১। ভগবানই জীবের নিয়ত স্মর্ত্তব্য। যে কার্য্য তাঁহার স্মরণের অনুকূল তাহাই সাধকগণের পক্ষে বিধি।

২। ভগবৎ বিস্মৃতিই জীবের অমঙ্গল। যে কার্য্য তাঁহার স্মরণের প্রতিকূল তাহাই নিষেধ।

এই দুইটী মূল বিধির উপর দৃষ্টি রাখিয়া সাধকগণ কোন সময়ে কোন বিধির আদর এবং অন্য সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারেন।

বৈধ ভক্তগণই প্রকৃত সাধক। তাঁহাদের তিনটী অবস্থা।

১। শ্রদ্ধাবান্ সাধক।

২। নৈষ্ঠিক সাধক।

৩। রুচিযুক্ত সাধক।

শ্রদ্ধাবান সাধকগণ শ্রদ্ধাসহকারে গুরু পাদাশ্রয়পূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়া সাধুসঙ্গে ভজন ক্রিয়া করেন। ভজন করিতে করিতে অনর্থ দূর হয়। অনর্থ দূর হইলে শ্রদ্ধা বিশুদ্ধ হইয়া নিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। নিষ্ঠা ক্রমশঃ অভিলাষ রূপ হইয়া রুচি নাম প্রাপ্ত হয়। এই পর্য্যন্ত সাধনভক্তির উন্নতি। রুচি আসক্তি হইয়া ক্রমশঃ ভাব স্বরূপ হইয়া পড়ে। তাহা অন্যত্র প্রদর্শিত হইবে।

চতুর্থ বৃষ্টি।

—⁘—

রাগানুগা ভক্তি বিচার।

এ পর্য্যন্ত আমরা কেবল বৈধী ভক্তির বিচার করিয়াছি। বৈধীভক্তি ব্যতীত সাধন ভক্তির আর একটী অঙ্গ আছে। তাহার নাম রাগানুগা সাধন ভক্তি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে হরিতোষণ দুই প্রকারে সাধিত হয়। বিধি হইতে এক প্রকার সাধন নিসৃত হয়; রাগ সম্বন্ধে অন্য প্রকার সাধন নিসৃত হয়। এস্থলে বিধি ও রাগের তাত্বিক পার্থক্য বিচার করা আবশ্যক। কর্ত্তব্য বুদ্ধি ক্রমে বিচার সঙ্গত যে ঈশ-সাধন প্রণালী স্থির করা যায়, তাহার নাম বৈধীভক্তি। কর্ত্তব্য বুদ্ধি হইতে যে নিয়ম স্থিরীকৃত হয় তাহার নাম বিধি। স্বাভাবিক রুচি হইতে যে বৃত্তি উত্তেজিত হয় তাহার নাম রাগ। ইষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী পরমাবিষ্টতাই রাগ হইয়া পড়ে। রাগ যে বস্তুপ্রতি ধাবিত হয়, সেই বস্তুই তাহার ইষ্ট বস্তু। রাগ কার্য্যে বিচার, ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেকের প্রয়োজনতা নাই। রাগ সিদ্ধবৃত্তি স্বরূপ। জড় বদ্ধ জীবের আত্মায় যে রাগ ছিল, তাহা আত্মার দেহাভিমান রূপ বিকৃতি উপস্থিত হওয়ায় ইন্দ্রিয়ার্থকে বিষয় বলিয়া বরণ করিয়াছে। কাহার পুষ্পে, কাহার খাদ্যে, কাহার পেয়বস্তুতে, কাহার মাদকদ্রব্যে, কাহার বস্ত্রে, কাহার অট্টালিকায়, কাহার কামিনী প্রতি রাগ ধাবিত হইয়া জীব সকলকে সংসার প্রাপ্ত করাইতেছে। এতন্নিবন্ধন বদ্ধ জীবের ভগবদ্বিষয় রাগ সুদূরবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। রাগ স্বরূপ ভক্তি জীবের পক্ষে বিরল হইয়া উঠিয়াছে। এস্থলে হিতাহিত বিচার পূর্ব্বক ভগবদুপাসনাই এক মাত্র কর্ত্তব্য। এই হিতাহিত বিবেক হইতে বিধির জন্ম। বিধি যত্ন পূর্ব্বক রাগেরই স্বাস্থ্য অনুসন্ধান করিবে। বিধি কদাপি রাগের বিপরীত তত্ব নয়। বিধিকে ইংরাজী ভাষায় Rule বলে ও রাগকে Liberty বা Freedom বলে। বিধি ও রাগ ভিন্ন ভিন্ন তত্ব হইলেও বিশুদ্ধাবস্থায় এক তাৎপর্য্য বিশিষ্ট। নির্ম্মল বিধি রাগের সহায়। নির্ম্মল রাগ ভগবৎ ইচ্ছারূপ

বিধির অনুগত। ভগবৎ পক্ষে বিধির জয়। জীব পক্ষে রাগের আদর। জড়জগতে রাগ ও বিধির যে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়, তাহা কেবল রাগের অস্বাস্থ্যনিবন্ধন। রাগ স্বাস্থ্যলাভ করিলে বিধি স্বকার্য্যোদ্ধার পূর্ব্বক সহজেই নিবৃত্ত হয়। অতএব স্বাস্থ্য অবস্থায় জীব সম্বন্ধে রাগই সর্ব্ব প্রধান। অসদ্বস্তুগত রাগ যে রূপ অধম, সদ্বস্তুগতরাগ সেই রূপ উত্তম। ঔষধের সহিত শরীরের যে সম্বন্ধ, বিধির সহিত রাগেরও সেই সম্বন্ধ। রাগের কার্য্য অনন্ত, কিন্তু বিধির কার্য্য রাগের রক্ষণ ও পোষণ। পুষ্ট রাগ বিধিকে অপেক্ষা করে না। শুদ্ধ জীব অর্থাৎ জড়-মুক্তজীব ব্যতীত বিশুদ্ধ ভগবদ্রাগের স্থল নাই। বিশুদ্ধ ভগবদ্রাগের নাম রাগাত্মিকা ভক্তি। ভগবল্লীলার উপকরণ স্বরূপ শুদ্ধ জীবই রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী। তত্ত্বজ্ঞান বিচারে প্রদর্শিত হইবে যে ব্রজবাসী জন ব্যতীত আর কেহ রাগাত্মিকা ভক্তির অধিকারী নয়। এস্থলে ইহার উল্লেখ মাত্র করা যাইতেছে। ব্রজবাসীগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রে যে রাগাত্মিকা ভক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন, তদ্বিষয়ের শাস্ত্র বর্ণন শ্রবণ পূর্ব্বক যে বদ্ধ জীবের তদনুকরণে লোভ জন্মে, সেই বদ্ধজীবের যে ভক্তি, তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলে। এস্থলে যথার্থ বিষয়ে লোভই সেই ভক্তির উত্তেজক, শাস্ত্র যুক্তি বা বিধি তাহার উত্তেজক নয়। অন্যান্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক বিধি যে কার্য্যে জীবের প্রবৃত্তি উত্তেজন করিবার যত্ন করে, ভাগ্য ক্রমে একমাত্র লোভই যখন তাহার উত্তেজনা করিল, তখন ঐ ভক্তিকে সাধন কালে বৈধী ভক্তি বলা যায় না। তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি। অতএব সাধন ভক্তি দুই প্রকার, বৈধ সাধন ভক্তি ও রাগানুগা সাধন ভক্তি। বৈধ-সাধন ভক্তির বিবৃতি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে রাগানুগা-সাধন-ভক্তির বিবরণ লিখিতেছি।

রাগাত্মিকা ভক্তির আস্বাদকগণ যে যে ভাবে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রে প্রীতি করিয়া থাকেন, যিনি সেই সেই ভাব প্রাপ্তির জন্য লুব্ধ হন তিনিই রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। রাগানুগা ভক্তি বৈধী সাধক ভক্তির যে সমস্ত অঙ্গ কীর্ত্তিত হইয়াছে সেই সমুদায় অঙ্গ স্বীকার করেন। বৈধ ভক্তরা বিধি দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ঐ সকল অঙ্গ স্বীকার করেন, কিন্তু রাগানুগা ভক্তি সাধকগণ রাগানুগা প্রবৃত্তির দ্বারাই তত্তৎ কার্য্যে নিযুক্ত হন। শরীর যাত্রা নির্ব্বাহক শারীর কর্ম্ম, মানস কার্য্য ও সামাজিক ক্রিয়া, বদ্ধ জীবের জীবন নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজন। জীবনকে বহির্ম্মুখ হইতে না দিয়া ভক্তির সাধক করিবার জন্য যে সকল বৈধ

চেষ্টা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহাও রাগানুগা ভক্তি সাধকের প্রয়োজন। রাগানুগা ভক্তের সাধন অন্তরঙ্গ। সাধন কালে জীবন কি ভাব গ্রহণ করিবে? অন্তরঙ্গ সাধনের উপযোগী হইবার জন্য অবশ্যই বৈধীভক্তির অঙ্গ সকল স্বীকার না করিলে, জীবন, হয় অকালে সমাপ্ত হইবে, নতুবা বহির্ম্মুখ হইয় রাগানুগা বৃত্তিকে খর্ব্ব করিয়া ফেলিবে। বিশেষতঃ সর্ব্বভাবে ভগবদালোচনা স্বীকৃত হইলে অন্তরঙ্গ সাধন কখনই পুষ্ট ও সংরক্ষিত হইতে পারেনা। রাগানুগা বৃত্তি পুষ্ট হইলেও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি অঙ্গ কখনই পরিত্যক্ত হইবে না। তবে, যেমত বৈধ ভক্ত জীবনে নৈতিক সেশ্বর ধর্ম্ম পর্য্যবসিত হইয়া একটু বিভিন্নাকার প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ রাগানুগ ভক্ত জীবনে বৈধ জীবন কিয়ৎ পরিমাণে পরিণত হইয়া একটু স্বাধীন লক্ষণ পৃথক্‌ ভাব অবলম্বন করে। তাহাতে স্থল বিশেষে বিধিগণের কিছু কিছু তারতম্য এবং কোন স্থলে রূপান্তর হইয়া পড়ে। সেই প্রকার ভক্তদিগের আচার দেখিলেই তাহা প্রতীয়মান হয়। ঐ সকল পরিবর্ত্তন কোন শাস্ত্র-বিধি দ্বারা ঘটে না, ভক্তদিগের রুচি হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব তাহার নিশ্চিত উদাহরণ দেওয়া যায় না। উদাহরণ কেবল বৈধ বিষয়েই স্থির থাকে। রাগাত্মিকা ভক্তিতে যে সকল বিভাগ ও সম্বন্ধ বিচার আছে, রাগানুগা ভক্তিতেও সেই সকল বিভাগ ও সম্বন্ধ বিচার সুতরাং থাকে। ভক্তি রস তত্ত্বে তাহার বিবরণ করা যাইবে। এস্থলে বিস্তৃত রূপে লিখিতে গেলে পৌনরুক্তি দোষ ঘটিবে। সংক্ষেপতঃ এই মাত্র জ্ঞাতব্য যে রাগানুগা ভক্তি রাগাত্মিকা ভক্তির ন্যায় দ্বিবিধা যথা:—

১। কাম রূপা।

২। সম্বন্ধ রূপা।

বিষয় সম্ভোগ তৃষ্ণাকে কাম বলে। ইন্দ্রিয়ার্থই বদ্ধ জীবের বিষয়, অতএব ইন্দ্রিয় তৃষ্ণাকে পণ্ডিতগণ কাম বলিয়া থাকেন। যে স্থলে পরম তত্ত্বরূপ ভগবান বিষয় রূপে বৃত হন, সে স্থলে বিষয় সম্ভোগ তৃষ্ণাকে প্রেম বলিয়া থাকেন। কাম ও প্রেমের স্বরূপ ভেদ নাই কেবল মাত্র বিষয় ভেদ আছে। নিত্য সিদ্ধ জীব স্বরূপ ব্রজ গোপীগণের বিষয়ান্তর অভাবে প্রেমকেই ব্রজতত্ত্বে কাম বলা যায়, যে হেতু তথায় কাম ও প্রেমের ভেদ নাই। তাঁহাদের রাগাত্মিকা ভক্তি কাম রূপা। তাঁহাদের ভক্তির অনুকরণ কারী জীবের রাগানুগা ভক্তিও কামরূপা। জল ও তৃষ্ণার সহিত যে সম্বন্ধ, সাধ্য ও সাধকের

মধ্যে তদতিরিক্ত অন্য সম্বন্ধ না থাকায় তাহাকে সম্বন্ধ রূপা বলি না। কামরূপা রাগানুগা ভক্তিতে কৃষ্ণসুখ ব্যতীত অন্য সুখের অন্বেষণ বা উদ্যম নাই।

প্রভু দাস সম্বন্ধ, সখা সম্বন্ধ, পিতা পুত্র সম্বন্ধ এবং বিবাহিত স্ত্রী পুরুষ সম্বন্ধ এই রূপ চারিটী মুখ্য সম্বন্ধ-গত রাগাত্মিকা ভক্তিই সম্বন্ধ রূপা। তাহার অনুকরণকারী জীবের সম্বন্ধ রূপা রাগানুগা ভক্তি সাধন কালে লক্ষিত হয়।

কোন ব্রজবাসী ভক্তের ভাবে সাধক লুব্ধ হইয়া তাঁহার অনুচরস্থলে আপনাকে স্থির করিয়া তাঁহার আনুগত্য সহকারে তাঁহার ভাবে সিদ্ধ দেহে অন্তরঙ্গ ভগবদ্ভজন করিবেন। যে পর্য্যন্ত প্রেমের প্রাগবস্থা রূপ ভাবোদয় না হয়, সে পর্য্যন্ত নিজ ভজনের অনুকূল বৈধী ভক্তির অঙ্গ সকল বহিরঙ্গ সাধন রূপে স্বীকার করিবেন। শাস্ত্র ও যুক্তি তাঁহার ভাবের অনুকূল হইলে তাহাদিগের অনুশীলন করিবেন। কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তজনের সশ্রদ্ধ সেবা করিবেন। তাঁহাদের কথার আলোচনা করিবেন। ভক্তি পীঠরূপে স্থল বিশেষে বাস করিবেন অথবা মানসে ব্রজবাস করিবেন।

বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র ও যুক্তিগত বিধিই এক মাত্র কারণ। রাগানুগা ভক্তিতে শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের করুণাই এক মাত্র কারণ। কেহ কেহ বৈধীভক্তিকে প্রেম ভক্তির মর্য্যাদা স্বরূপ বলিয়া তাহাকে মর্য্যাদা মার্গ বলিয়া নাম দিয়াছেন। রাগানুগা ভক্তিকে প্রেম ভক্তির পুষ্টিকারিণী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৈধীভক্তি সর্ব্বদাই ঐশ্যজ্ঞান যুক্ত। রাগানুগা ভক্তি সর্ব্বত্রই ঐশ্যজ্ঞান শূন্য। কোন কোন স্থলে বৈধ ভক্তগণ বৈধী প্রবৃত্তি অবলম্বন করেন। আগামী বৃষ্টিতে রাগ জনিত ভগবদ্ভজনের লক্ষণাদি বিচারিত হইবে।

পঞ্চম বৃষ্টি।

—::—

প্রথম ধারা—ভাব ভক্তি বিচার।

প্রেম ভক্তিই সাধন ভক্তির ফল। প্রেম ভক্তির দুইটী অবস্থা, প্রথম অবস্থা ভাব এবং দ্বিতীয়াবস্থা প্রেম। প্রেমকে সূর্য্যের সহিত উপমা করিলে ভাবকে তাহার কিরণ স্বরূপ বলা যায়। ভাব বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ, রুচি দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে। পূর্ব্বে যে ভক্তি-সামান্য লক্ষণে কৃষ্ণানুশীলন কার্য্যের উল্লেখ আছে, তাহাই যে অবস্থায় বিশুদ্ধ সত্ত্ব স্বরূপ হয়, এবং রুচির দ্বারা চিত্তকে মসৃণ করে সেই অবস্থাকে ভাব বলা যায়। ভাব মনোবৃত্তিতে আবির্ভূত হইয়া মনোবৃত্তির স্বরূপতা লাভ করে। তত্ত্বতঃ ভাব স্বয়ং প্রকাশ রূপ কিন্তু মনো-বৃত্তি-গত হইয়া প্রকাশ্য রূপে ভাসমান হয়। এস্থলে যাহাকে ভাব বলা গিয়াছে, তাহারই অন্য নাম রতি। রতি স্বয়ং আস্বাদ স্বরূপ হইয়াও কৃষ্ণাদি বিষয়াস্বাদের হেতু রূপে প্রতিপন্না। এ স্থলে জ্ঞাতব্য এই যে রতি চিত্তত্ত্ব বিশেষ, জড়ান্তর্গত কোন তত্ত্ব নয়। বদ্ধ জীবের যে জড়ীয় বিষয়ে রতি, তাহা ঐ জীবের চিদ্বিভাগ-গত ভাবের জড় সম্বন্ধীয় বিকৃতি মাত্র। জড়ে যখন ভগবদনুশীলন হয় তখন ঐ রতি সম্বিদংশে ভগবৎ সম্বন্ধীয় আলোচ্য বিষয় সকলের আস্বাদনের হেতু হয়। তৎকালেই হ্লাদিনী-অংশে স্বয়ং আহ্লাদ প্রদান করে। রতিই প্রেম কল্পতরুর বীজ স্বরূপ। রতিতে যখন অন্যান্য ভাব আসিয়া সহায়তা করে তখন ভাব যোজক সম্বন্ধের দ্বারা প্রেম বৃক্ষকে প্রকট করে। রস-তত্ত্ব বিচারে ইহার বিশেষ উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

রতিই প্রেমের অত্যান্ত সূক্ষ্মাংশ বিশেষ; যাহা হইতে আর কোন স্বরূপ-গত সূক্ষ্মাংশ নাই। শত সংখ্যক অঙ্কে যেমন এক একটী অখণ্ডিত অতি সূক্ষ্ম বিভাগ (ইংরাজী ভাষায় যাহাকে unit বলে)। প্রেম তত্ত্বে রতি তদ্রূপ একটী অখণ্ডিত সূক্ষ্ম বিভাগ। সাধন ভক্তিতে রুচি, শ্রদ্ধা, আসক্তি প্রভৃতি যে সকল ভাব দেখা গিয়াছিল, সে সকল এক অঙ্গ স্থলীয় রতির ভগ্নাঙ্ক বিশেষ।

সাধনাঙ্গে শ্রদ্ধা বা রুচি না থাকিলে সাধন সম্পূর্ণরূপে বিফল। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা ও রুচির উল্লেখ আছে, সে শ্রদ্ধা ও রুচি রতিরই ভগ্নাঙ্ক বটে কিন্তু ঐ ভগ্নাঙ্কের প্রতিবিম্বিত ভাব। নীতি বিরুদ্ধ জীবনে রতির ভগ্নাঙ্ক সকল অত্যন্ত বিকৃত। নৈতিক জীবনে উহারা কিয়ৎ পরিমাণে বিধি বদ্ধ। সেশ্বর নৈতিক জীবনে তাহারা অধিকতর বিধিবদ্ধ, কিন্তু তথাপি বিকৃত-প্রায়। সাধন-ভক্ত-জীবনে উহাদের বিকৃতি নাই, কিন্তু ভগ্নাংশতা থাকায় তাহারা পূর্ণাঙ্ক নয়। ভাবগত-জীবন উদিত হইলেই একাঙ্ক স্থলীয় রতি লক্ষিত হন। পূর্ণাঙ্ক স্থলীয় রতি উদিত হইলেই জীব চরিতার্থ হয়। দেহ ত্যাগ পর্য্যন্ত প্রপঞ্চ সম্বন্ধ থাকে। প্রপঞ্চোন্মুখতাই রতির বিকৃতি। ঈশোন্মুখতাই তাহার বিকৃতি মুক্তি বা স্বীয় প্রকৃতি।

রতি বা ভাব দুই প্রকার যথাঃ—

১। সাধনাভিনিবেশজ ভাব।

২। প্রসাদজ ভাব।

সাধনাভিনিবেশজ ভাব পুনরায় দুই প্রকারে বিভক্ত হয় যথাঃ—

১। বৈধসাধনাভিনিবেশজ ভাব।

২। রাগানুগ সাধনাভিনিবেশজ ভাব।

শ্রদ্ধাযুক্ত সাধকের সাধনাভিনিবেশই ক্রমশঃ পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করে। সেই রুচি সাধনাভিনিবেশক্রমে পরে আসক্তি হইয়া শেষে রতিরূপে পুষ্ট হয়। ইহাই সাধনের ফলক্রম। শ্রীমন্নারদের জীবনই বৈধ সাধনাভিনিবেশজ ভাবের উদাহরণ। পদ্ম পুরাণোক্ত রাগানুগাভক্তা স্ত্রীর ভাব প্রাপ্তিই রাগানুগসাধনাভি-নিবেশজ ভাবের উদাহরণ।

প্রসাদজ ভাব দুই প্রকার যথাঃ—

১। কৃষ্ণ প্রসাদজ ভাব।

২। ভক্ত প্রসাদজ ভাব।

কৃষ্ণ প্রসাদ তিন প্রকার, বাচিক, আলোকদান ও হার্দ্দ। ভগবান যখন কাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বাক্য দ্বারা আনন্দ বিধান করেন, তখন বাচিক প্রসাদ হয়। ভগবান স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন দিয়া যে প্রসাদ বিতরণ করেন, তাহাকে আলোক দান বলে। হৃদয়ে যখন উৎকৃষ্ট ভাব উদয় করান, তাহাকে হার্দ্দ প্রসাদ বলে। নারদাদি ভক্তপ্রসাদে অনেক জীবের হৃদয়ে ভাব উদিত হইয়াছে। সে সমুদায় ভক্তপ্রসাদজভাব। ভক্তদিগের একটী মহতীশক্তি উদিত হয়। তাহারা সেই

শক্তিক্রমে কৃপাপূর্ব্বক অন্য জীবে শক্তিসঞ্চার করিতে পারেন। প্রহ্লাদ ও ব্যাধ নারদের কৃপায় নৈসর্গিকী রতি লাভ করিয়াছিলেন। শক্তি সঞ্চার সম্বন্ধে কএকটী কথা বলা আবশ্যক। প্রেমভক্তদিগের শক্তি অসীম। যে কোন প্রকারের পাত্র হউক তাঁহারা তাহাকে কৃপাকরিয়া শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। ভাব ভক্তগণ সাধনভক্তদিগের প্রতি কৃপা করিয়া নিজ নিজ চরিত্রের অনুকরণীয় শক্তি সঞ্চার করিতে পারেন। নিজ নিজ চরিত্রের বল দ্বারা বহির্মুখদিগের প্রাক্তন ক্রমে তাহাদের পরমেশ্বরে রুচি উৎপত্তি করিতে পারেন। বৈধ ও রাগানুগসাধন ভক্তগণ শিক্ষা ও উদাহরণ দ্বারা বহির্মুখ লোকের প্রাক্তন অনুসারে পরমেশ্বরে শ্রদ্ধা উৎপত্তি করিতে পারেন। এ স্থলে আরও বিচার্য্য এই যে জীবগণ সাধনক্রমে ভাব ভক্তি লাভ করেন, ইহাই প্রায়িক। প্রসাদজ ভাব বিরলোদয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অত্যন্ত নিম্নাধিকারীও প্রসাদ ক্রমে ভাবাধিকার লাভ করিতে পারেন। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি ও বিধি সমূহের প্রভুতাই ইহার একমাত্র হেতু। এরূপ প্রসাদকে অবিচার বলিয়া কেহ অভিমান করিতে পারেন না, যে হেতু শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রকে স্বতন্ত্র বলিলে এরূপ অধিকার তাঁহার পক্ষে অন্যায় নয়। ন্যায় কাহাকে বলি? পরমেশ্বরের ইচ্ছাই ন্যায়। ইচ্ছা হইতে যে সমস্ত বিধি হইয়াছে, তাহার পালনকেই সাধারণে ন্যায় পক্ষ বলে। যেব্যক্তি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় তাঁহার নিকট বিধি অতি ক্ষুদ্রও তাঁহার ইচ্ছার অধীন। মনুষ্যসম্বন্ধে যাহা প্রমাণ, তদ্দ্বারা যে ন্যায় অন্যায় স্থির হয়, তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র সর্ব্বতোভাবে অতীত।

ভক্ত ভেদে রতি পঞ্চ বিধ। রস বিচার স্থলে তাহাদের পৃথক্ বিচার করা যাইবে।

যে ব্যক্তির হৃদয়ে ভাবের অঙ্কুর জন্মে তাহার জীবন অতি পবিত্র হয়। বৈধ ভক্তগণের জীবনে রতির উৎপত্তি হইলে যে সকল পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক তাহা অবশ্যই হইয়া থাকে। বিধি বন্ধন অনেকটা শিথিল হইয়া পড়ে। আচারও কিঞ্চিৎ পরিমাণে স্বৈরতা স্বীকার করে। ভাব জীবন যে বৈধ জীবনের এক কালীন পরিবর্ত্তন করে তাহা নয়, কিন্তু ভাবুকের কার্য্য সকল বিধি-স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতিস্থ পূর্ণ রতি তাহার সমস্ত কার্য্যের নিয়ামক হয়। ভাবুক স্বৈর ভাবাপন্ন হইলেও তাহার দ্বারা কোন উৎপাতের সম্ভাবনা নাই। আদৌ ভাবুকের কোন প্রকার পুণ্য পাপে রুচি থাকে না। কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়াও ভাবুক কোন কর্ম্ম করেন না। কাহার অনুকরণও করিতে তাঁহার

প্রবৃত্তি হয় না। শরীর, মন, আত্মা, সমাজ ইত্যাদি সংরক্ষণ ক্রিয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ অনায়াসেই হইয়া থাকে। তাঁহার পুণ্য কার্য্যেই যখন তাচ্ছিল্য তখন পাপ কার্য্য কোন প্রকারেই তাঁহা হইতে সম্ভব হয় না। রতির চালন ক্রমে কোন কোন স্থলে বৈধ আচারে বৈগুণ্য লক্ষিত হয়, কিন্তু তাহা দেখিয়া বৈধ ভক্তগণ কোন প্রকারেই অসূয়া প্রকাশ না করেন। জাত-ভাব ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে কৃতার্থ। তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে বৈধ ভক্তের ভক্তি ধন ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যাইবে। ভাব ভক্তের জীবন সাধন ভক্তের জীবনের প্রায় সদৃশ। তথাপি ভাব-জীবনের কএকটী নূতন লক্ষণ সর্ব্বদাই আলোচনীয়।

দ্বিতীয় ধারা—ভাবুক লক্ষণ।

ভাবুকের যে সমস্ত বিশেষ লক্ষণ হয় তন্মধ্যে নিম্ন লিখিত নয় প্রকার লক্ষণ সর্ব্বপ্রধান।

১। ক্ষান্তি।
২। অব্যর্থকালত্ব।
৩। বিরক্তি।
৪। মান শূন্যতা।
৫। আশাবন্ধ।
৬। সমূৎকণ্ঠা।
৭। সর্ব্বদা নাম গানে রুচি।
৮। কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি।
৯। কৃষ্ণ বসতি স্থলে প্রীতি।

ক্ষোভ অর্থাৎ চিত্তের উদ্বেগের হেতু উপস্থিত হইলেও ভাবুকের চিত্ত ক্ষুভিত হয়না। কেহ শত্রুতা করে, আত্মীয় জনের ক্লেশ বা মৃত্যু হয়, কোন সম্পত্তি নাশ, কোন সাংসারিক কলহ উপস্থিত বা পীড়া হয়, তাহাতে ভাব ভক্ত তাৎকালিক উপস্থিত ক্রিয়া মাত্র করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত ভগবৎ পাদপদ্মে নিযুক্ত থাকায় ক্ষুভিত হইতে পারেনা। ক্রোধ, কাম, লোভ, ভয় আশা, শোক, মোহ ইহারাই চিত্ত ক্ষোভের বিশেষ বিশেষ প্রকার।

কাল বৃথা না যায় এইরূপ ব্যাকুলতার সহিত ভাবুক সমস্তকার্য্যেই ভাব দ্বারা ভগবদনুশীলন করিয়া থাকেন। যে কার্য্য উপস্থিত, তদুপযোগী ভগবল্লীলা স্মরণ পূর্ব্বক সেই কার্য্য করিবার সময় শ্রীকৃষ্ণের ভাবের উদ্দীপন করেন। সমস্ত কর্ম্মই ভগবদ্দাস্যরূপে করিয়া থাকেন।

ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহে স্বাভাবিক অরুচি হইলে বিরক্তি বলা যায়। ভাব উদিত হইলে বিরক্তি প্রবল হয়। জাত ভাব পুরুষের ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি হইয়া

উঠে। সেই সেই ইন্দ্রিয়ার্থ যদি ভগবদ্বিষয়ক হয়, তবে তাহাতে যথেষ্ট প্রীতি হয়। বাবাজী বলিয়া একটী শ্রেণী লক্ষিত হয়, তাহারা ভেক ধারণ পূর্ব্বক আপনাদিগকে বিরক্ত মনে করে। বিরক্ত বলিয়া পরিচয় দিলেই বিরক্ত হয় এরূপ নয়। যদি ভাবোদয় ক্রমে ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া থাকে, তবে তাহাদের ভেক গ্রহণ করা অবৈধ। ভেকের অর্থ এই যে ভাব ক্রমে যখন বিরক্তি উদিত হয় তখন সকলের পক্ষে সংসার সুবিধাকর হয় না। যাঁহাদের পক্ষে সংসার সুবিধা কর হয় না, তাঁহারা অভাব ধর্ম্ম করিয়া সামান্য ক্ষুদ্র বসন, কেন্থা, করঙ্গ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া ভিক্ষার দ্বারা শ্রীমহাপ্রসাদ সেবন করিয়া থাকেন। এরূপ ব্যবহার ক্রমেই স্বয়ং হইয়া পড়ে। এই পরিবর্ত্তনটী যখন শ্রীগুরুদেবের নিকট অধিকার বিচার পূর্ব্বক সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় তখনই প্রকৃত ভেক হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রথা অত্যন্ত অমঙ্গলজনক হইয়াছে। অনেকে জাত-ভাব হওয়া দূরে থাকুক, বৈধ ভক্তিতে পরিনিষ্ঠিত না হইয়াই, ক্ষণ-বৈরাগ্য ক্রমে বা যথেচ্ছাচার করিয়াও জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য ভেক গ্রহণ করে। স্ত্রী পুরুষের কলহ ক্রমে, সাংসারিক ক্লেশ বশতঃ, বিবাহের অভাবে, বেশ্যাদিগের ব্যবসায় অবসানে, কোন মাদক দ্রব্যের বশ্যতা দ্বারা বা অবিবেক পূর্ব্বক যে তাৎকালিক সংসার বৈরাগ্য উদয় হয় তাহার নাম ক্ষণ-বৈরাগ্য। সেই ক্ষণ-বৈরাগ্যবশতঃ নবীন পুরুষগণ সহসা কোন বাবাজীর নিকট বা গোস্বামীর নিকট গমন করত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিয়া কৌপীন ও বহির্ব্বাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ফল এই হয় যে অত্যল্প কালেই সেই বৈরাগ্য বিগত হয় এবং তদাশ্রিত পুরুষ বা স্ত্রী ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া কোন প্রকার অবৈধ সংসার পত্তন করে, অথবা গোপনে গোপনে কদাচার করিয়া ইন্দ্রিয় তৃপ্তি করে। তাহার পরমার্থ কিছুমাত্র হয় না। এই প্রকার অবৈধ ভেকের পর্ব্বটী একেবারে উঠাইয়া না দিলে আর বৈষ্ণব জগতের কোন প্রকার মঙ্গল হইবেনা। পূর্ব্বে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম বিচারে অবৈধ বৈরাগ্যকে জগন্নাশ কার্য্য রূপ পাপ বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই অবৈধ বৈরাগ্য বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম গত সন্ন্যাস আশ্রম নিষ্ঠ পাপ কার্য্য। এক্ষণে যে অবৈধ বৈরাগ্যের বিচার করা গেল, তাহা ভক্ত জীবন গত মহদপরাধ বিশেষ।

বৈষ্ণব বৈরাগী বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন তন্মধ্যে ভক্তি জনিত বৈরাগ্য অতি অল্প লোকের হইয়া থাকে। অবৈধ বৈরাগীগণ নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।

১। মর্কট বৈরাগী। ৩। অস্থির বৈরাগী।
২। কপট বৈরাগী। ৪। ঔপাধিক বৈরাগী।

বৈরাগ্য হয় নাই, অথচ বৈরাগীদিগের ন্যায় সাজ সাজিয়া বেড়াইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু অদমিত ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্বদা অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। এইস্থলে যে বৈরাগ্য লিঙ্গ ধারণ করে, তাহাকে মহাপ্রভু মর্কট বৈরাগী বলিয়াছেন।

মহৎসবাদিতে বৈষ্ণবদিগের সহিত ভোজন চলিবে এবং আপাততঃ যে উপদ্রবই করি মরণ সময়ে বৈষ্ণবগণ সৎকার করিবে। গৃহী লোক আদর পূর্ব্বক ভোজন এবং গাঁজা তামাকাদি অনর্থ চেষ্টার জন্য অর্থ দিবে। এই ভরসায় যে সকল ধূর্ত্ত লোক ভেক গ্রহণ করে, তাহাদিগকে কপট বৈরাগী বলে।

কলহ, ক্লেশ, অর্থাভাব, পীড়া ও বিবাহের অঘটনবশতঃ ক্ষণিক বৈরাগ্য উদয় হয়, তদ্দ্বারা চালিত হইয়া যাহারা ভেক লয় তাহারা অস্থির বৈরাগী। তাহাদের বৈরাগ্য থাকেনা, তাহারা অতিশীঘ্রই কপট বৈরাগী হইয়া পড়ে।

যাহারা মাদক দ্রব্যের বশীভূত হইয়া সংসারের অযোগ্য হয়, নেশার সময়ে এক প্রকার ঔপাধিক হরি ভক্তি প্রকাশ করিবার অভ্যাস করে, অথবা অভ্যস্ত রতি দ্বারা ভক্তিলক্ষণ প্রকাশ করিতে শিক্ষা করে, অথবা জড়রতির আশ্রয়ে শুদ্ধ রতিরসাধন চেষ্টা করে, তাহারা বৈরাগ্যলিঙ্গ ধারণপূর্ব্বক ঔপাধিক বৈরাগী হয়।

এই সমস্ত বৈরাগ্য তুচ্ছ, দুষ্ট ও জীবের অমঙ্গল সাধক।

ভক্তি হইতে যে বিরক্তি হয় তাহাই ভক্তজীবনের সৌন্দর্য্য। বৈরাগ্য করিয়া যে ভক্তির অন্বেষণ করা তাহা অনৈসর্গিক ও প্রায়ই অমঙ্গলজনক। যথার্থ বিরক্তি, জাত-ভাব পুরুষ বা স্ত্রীদিগের অলঙ্কার বিশেষ, এইমাত্র জানিতে হইবে। তাহাকে ভক্তির অঙ্গ বলা যাইবেনা, কিন্তু ভক্তির অনুভাব স্বরূপ বলা যাইবে।

স্বয়ং উৎকৃষ্ট হইয়াও তদ্বিষয়ে অভিমান শূন্যতার নাম মান-শূন্যতা। যাহার উৎকৃষ্টতা নাই তাহার মান নাই। সেরূপ মান-শূন্যতা ভক্ত জীবনের অলঙ্কার মধ্যে পরিগণিত নয়।

জাত ভাব পুরুষে ভগবৎ প্রাপ্তি সম্ভাবনা দৃঢ় হইয়া আশাবন্ধকে উৎপন্ন করে। সে সময়ে আর কুতর্ক জনিত সন্দেহ মাত্র থাকে না।

নিজাভীষ্টলাভে যে বৃহৎ লালসা তাহাকে সমুৎকণ্ঠা বলি। জাত-ভাব ব্যক্তির ভগবানই এক মাত্র নিজাভীষ্ট। তাহাতে সমুৎকণ্ঠা প্রবল হইয়া পড়ে।

জাত-ভাব পুরুষের ভগবন্নাম গানে সর্ব্বদা রুচি থাকে। অর্থাৎ আর কিছু ভাল লাগে না।

জাতভাব পুরুষ ভগবদ্‌গুণাখ্যানে সর্ব্বদা আসক্তি প্রকাশ করেন। রুচির গাঢ়তর অবস্থার নাম আসক্তি। তাহার গাঢ়তম অবস্থার নাম রতি।

ভগবানের বসতি স্থলে প্রীতিই জাত-ভাব পুরুষের একটী লক্ষণ। ভগবানের বসতি স্থল দুই প্রকার, প্রপঞ্চ গত ও প্রপঞ্চাতীত। প্রাকৃত জগতে যে সমস্ত হরিলীলার পীঠ সে সকলই প্রপঞ্চ-গত। তাহাতে পরা ভক্তি যোজনা করিলে ভক্তি চক্ষে সে সমুদায় প্রপঞ্চাতীত বসতি স্থলের নিদর্শন স্বরূপ হয়। প্রপঞ্চাতীত বসতি স্থল চিজ্জগৎ। চিজ্জগৎ দুই প্রকার। শুদ্ধ চিজ্জগৎ ও বদ্ধ চিজ্জগৎ। শুদ্ধ চিজ্জগৎ বিরজা পারে পরব্যোম স্বরূপ। তাহাতে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন রস-পীঠরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্ঠ আছে, সেই সকল প্রকোষ্ঠে ভগবান তত্তৎ রসোপযোগী স্বরূপ বিশিষ্ট হইয়া সেই সেই রসোপকরণ রূপ শুদ্ধ জীব নিচয়ের সহিত নিত্য বিরাজমান। যে যে বদ্ধ জীবগণ সেই সেই প্রকোষ্ঠস্থ রসের আস্বাদন প্রিয়, সেই সেই জীবগণের চিত্তাংশে ভক্তিপূত হৃদয়ে ভগবানের সেই সেই স্বরূপ বিরাজমান আছেন। অতএব বৈকুণ্ঠ ও ভক্তজীব হৃদয় এই দুইটী অপ্রাকৃত ভগবদ্বসতি স্থল। ভগবানের প্রপঞ্চ-গতলীলা স্থান ও ভক্তগণের ভজন পীঠ সমূহকে ভগবানের প্রপঞ্চ-গত বসতি স্থল বলা যায়। শ্রীধাম বৃন্দাবন ও শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রভৃতি ভগবল্লীলা স্থান ও দ্বাদশ পাট এবং নৈমিষারণ্যাদি বৈষ্ণব ক্ষেত্র, তথা গঙ্গাতীর, তুলসী ক্ষেত্র, ভগবৎ কথা স্থান ও শ্রীমূর্ত্তির অধিষ্ঠান সমূহ ভগবদ্বসতি স্থল। ঐ সমুদায় স্থলে জাত-ভাব পুরুষের বিশেষ প্রীতি হয়।

তৃতীয় ধারা—জ্ঞান বিচার।

জ্ঞানালোচনা সম্বন্ধে জাত-ভাব পুরুষদিগের কিরূপ চেষ্টা তাহা জানিতে কেহ কেহ ইচ্ছা করিতে পারেন। ভাবের উদয় হইবার পূর্ব্বেই বৈধীভক্তি সাধন কালে পুরুষের ভাগবত শাস্ত্রে সমস্ত বেদান্ত তত্ত্বের এক প্রকার অবগতি হইয়া থাকে। ভাব উদিত হইলে তাহার আস্বাদন ব্যতীত জ্ঞানের অন্যাংশের আলোচনা হয় না। জ্ঞান পঞ্চ প্রকার যথাঃ—

১। ইন্দ্রিয়ার্থ-জ্ঞান। ৪। ব্রহ্ম-জ্ঞান।
২। নৈতিক জ্ঞান। ৫। শুদ্ধ জ্ঞান।
৩। ঈশ্বর-জ্ঞান।

ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট জীব মাত্রেরই ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান সম্ভব। ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য জগতের ভাব সকল স্নায়বীয় শিরা দ্বারা মস্তিষ্কে নীত হয়। অন্তরেন্দ্রিয় রূপ মনের প্রথম বৃত্তি দ্বারা ঐ ভাব সকল বাহ্য জগৎ হইতে আনীত হয়। তাহার দ্বিতীয় বৃত্তির দ্বারা ভাব সকলকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে। তৃতীয় বৃত্তির দ্বারা ঐ সকল ভাবের সংমিলন ও বিযোগ ক্রমে কল্পনা বিভাবনাদি কার্য্য করায়। চতুর্থ বৃত্তি দ্বারা ঐ সকল ভাবের জাতি নিরূপণ পূর্ব্বক সংখ্যা লঘু করে এবং সংমিশ্রিত কোন লঘু ভাবকে পুনরায় বিভক্ত করত সংখ্যার আধিক্য করে। পঞ্চম বৃত্তি দ্বারা সংসজ্জিত ভাব সকল হইতে যুক্ত অর্থ নিস্থত করে। ইহার নাম যুক্তি। যুক্তিতেই কার্য্যাকার্য্য নির্ণীত হয়। যুক্তি দ্বারাই সমস্ত মানস ও জড় বিজ্ঞান আবিষ্কৃত হয়। জড় বিজ্ঞান অনেক প্রকার, যথা, জড়-গুণ বিজ্ঞান (Science of matter and motion) চৌম্বক বিজ্ঞান (Magnetism) বৈদ্যুত বিজ্ঞান (Electricity) আয়ুর্ব্বেদ বিজ্ঞান (Medicine) দেহ বিজ্ঞান (Physiology) দৃষ্টি বিজ্ঞান (Optics) সঙ্গীত বিজ্ঞান (Music) তর্ক শাস্ত্র (Logic) মনস্তত্ব (Mental philosophy) ইত্যাদি। দ্রব্যগুণ ও দ্রব্যশক্তির বিজ্ঞান হইলে যত প্রকার শিল্প ও কারু (Art and manufacture)আবিষ্কৃত হয়। বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর সাহায্য করত বৃহৎ বৃহৎ কার্য্য করিতে থাকে। ধূম্রযান (Railway) তড়িৎ বার্ত্তাবহ (Electrical wire) অর্ণবপোত (Ships) এবং মন্দির ও গৃহ নির্ম্মাণ (Architecture) এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান ও তৎপ্রেরিত কর্ম্ম। দেশ জ্ঞান অর্থাৎ ভূগোল সমাচার ও কাল জ্ঞান অর্থাৎ অব্দবোধ (Geography & Chronology) জ্যোতিষ (Astronomy) প্রভৃতি সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান। পশুবৃত্তান্ত জ্ঞান (Zoology) এবং পার্থিব বিজ্ঞান (Menerology) তথা অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery) এ সমুদায়ই ইন্দ্রিয়ার্থজ্ঞান। যাঁহারা এইজ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চান তাঁহারা এই রূপ জ্ঞানকে সাক্ষাৎ জ্ঞান বা Positive knowledge বলেন। মানব প্রকৃতি কেবল ইন্দ্রিয়জ সাক্ষাৎ জ্ঞানে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না বলিয়া উচ্চ উচ্চ জ্ঞানের অধিকার লাভ করে।

ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞানেতে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল বিচার পূর্ব্বক একটী নীতি তত্বকে যোগ করিলেই নৈতিক জ্ঞানের উদয় হয়। সুখদুঃখের মূল যে মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ চিত্তের অনুকূল বিষয়ে প্রীতি ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ তাহা নৈতিক জ্ঞানের বিষয়, যে হেতু সেই সমুদায় ঘটনা লইয়া একটী নীতিশাস্ত্র যুক্তি দ্বারা কল্পিত হয়। প্রীতির উন্নতি ও দ্বেষের খর্ব্ব করিবার বিধান ও তাহাতে আবশ্যক হইয়া পড়ে। নীতি অনেক প্রকার, যথা, রাজনীতি, (Politics) দণ্ডনীতি, (Penal code) বণিকনীতি, (Laws of trade) প্রয়োজন বিজ্ঞান (Utilitarianism) শ্রম বিভাগ (Division of labour) শারীর নীতি (Rules of health) সংসার নীতি (Socialism) জীবন নীতি (Rule of life) ভাব সাধন (Training and development of feelings) ইত্যাদি। কেবল নৈতিক জ্ঞানে পরোলোক জ্ঞান বা ঈশ জ্ঞান থাকে না। কোন কোন ব্যক্তি নৈতিক জ্ঞানকেও সাক্ষাৎ জ্ঞান বলিয়া ইহাকে Positivism বা নিশ্চয় জ্ঞান বলিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু মানব প্রকৃতিতে আর উচ্চতর বৃত্তি থাকায় কেবল নৈতিক জ্ঞান দ্বারা মানবের সন্তুষ্টি হয় না। নৈতিক জ্ঞানে নাম মাত্র ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপ পুণ্য আছে ও তাহার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক ফলও আছে, কিন্তু মানবের মরণান্তে তাহার নিজের পক্ষে যশ বা অযশ ব্যতীত অন্য কোন ফল নাই। আশাও নাই।

জগতের সমস্ত বস্তুর গঠন, পরস্পর সম্বন্ধ ও পরস্পরের অভাব নির্ব্বাহের সংযোগ ও উন্নতি বিধান আলোচনা করিয়া নর যুক্তি স্থির করেন যে জগৎ স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। কোন এক প্রধান জ্ঞান স্বরূপ তত্ব হইতে ইহা নিসৃত হইয়াছে। তিনি সর্ব্ব শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বিশেষ। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে তিনি সমুদায় সৃষ্টি করিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার পূজা করা উচিত। তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তিনি আমাদের আর অধিক সুবিধা করিয়া দিবেন। আমাদের সমস্ত অভাব নিবৃত্তি করিবেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন যে তিনি নিজ উচ্চ স্বভাব বশতঃ আমাদিগকে সৃজন করিয়া আমাদের সুখ বৃদ্ধির সমস্ত উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি আমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আশা করেন না। এই প্রকার অনেক অস্থির সিদ্ধান্তের সহিত ঈশ্বর বিশ্বাস নৈতিক জ্ঞানে সংযোগ করিয়া ঈশ্বর জ্ঞানের সংস্থাপন করিয়া থাকেন। কোন কোন ঈশ্বর জ্ঞান বাদীর মতে কর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গাদি ভোগ প্রাপ্তি হয়, অকর্ত্তব্য কর্ম্ম দ্বারা নরকাদি

ক্লেশ হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম,অষ্টাঙ্গ যোগাদি ক্রিয়া, তপস্যা, দেশ বিদেশের নানা নাম বিশিষ্ট ঈশ-সাধন রূপ ধর্ম্ম ব্যবস্থা ইত্যাদি ঈশ্বর জ্ঞান জনিত পৃথক্ পৃথক্ বিধান বলিয়া জানিতে হইবে। কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞান ও সমস্ত কর্ম্মই এই জ্ঞানের অন্তর্গত। এই জ্ঞানে জীবের নিত্য-সিদ্ধ-স্বরূপ-বোধ নাই। এই জ্ঞানে অবস্থিত পুরুষগণ ইহার ক্ষুদ্রতা যখন উপলব্ধি করেন, তখন অধিকতর উন্নতি কিসে হয় তজ্জন্য ব্যস্ত হন। সেইরূপ ব্যস্ত হইবার সময় যাঁহারা অধীরতা লক্ষণ চাপল্য বশতঃ যুক্তিকেই পুনঃ পুনঃ সেবন করেন, তখন যুক্তি আর অগ্রে যাইবার পথ না পাইয়া শব্দের লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক যাহা তাহার অধিকারে আছে, তাহার ব্যতিরেক চিন্তার জন্ম দেয়। আকার আছে, বলে প্রাপ্য তত্ব নিরাকার। বিকার আছে, বলে প্রাপ্য তত্ব নির্ব্বিকার। গুণ আছে, বলে প্রাপ্য তত্ব নির্গুণ। বিশেষ আছে, বলে প্রাপ্য তত্ব নির্ব্বিশেষ। এইরূপ লক্ষণ দ্বারা একটী নির্ব্বিশেষ তত্ব কল্পনা করিয়া নিজের চরম গতিও তাহাতে অন্বেষণ করে। এই স্থলে ঈশ্বর জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া পড়ে। যাঁহারা ধীরতা স্বীকার পূর্ব্বক আত্মাতে চিত্তত্বের অন্বেষণ করেন, তাঁহারা পঞ্চম জ্ঞান রূপ শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন।

ব্রহ্ম জ্ঞানই চতুর্থ জ্ঞান। ব্রহ্ম জ্ঞান বলেন যে এই জগৎ অবিদ্যা কল্পিত অর্থাৎ মিথ্যা। বস্তু এক মাত্র আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম। জগদ্বিশ্বাস কেবল মায়া মাত্র। জীব অবিদ্যাশ্রিত ব্রহ্ম। অবিদ্যা দূর হইলে জীবই ব্রহ্ম। তখন তাহার শোক, ভয় ও মোহ থাকে না। ইহাকে মায়াবাদ বা অদ্বৈতবাদ বলিয়া থাকে। ইংরাজী ভাষায় এই মতকে পেনথিসম্ (Pantheism) বলে। অদ্বৈতবাদ দুই প্রকার, মায়াবাদ ও বিবর্ত্ত বাদ। মায়া বাদে, কিছুই হয় নাই, কেবল মায়া দ্বারা জগৎ প্রতীতি হইতেছে। বিবর্ত্ত বাদে কিয়ৎ পরিমাণ কার্য্য স্বীকার আছে, তাহাও দুই প্রকার অর্থাৎ বিকার ও বিবর্ত্ত। তত্বকে স্বীকার পূর্ব্বক যে অন্যথা বুদ্ধি উদিত হয়, তাহার নাম বিকার; যথা দুগ্ধকে স্বীকার পূর্ব্বক অন্য বস্তু রূপ দধি বিকার স্বরূপ উদ্ভুত হইয়াছে। তত্বকে অস্বীকার পূর্ব্বক যে প্রতীতি ভাসমান হয় তাহার নাম বিবর্ত্ত। যথা রজ্জুতে সর্পজ্ঞান বা শুক্তিতে রজত জ্ঞান। মায়াবাদ ও বিবর্ত্তবাদে আরও অনেক প্রকার জীব বাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষিত হয়। কিন্তু কএকটী মূল কথায় উহাদের সকলের ঐক্য আছে। আমরা সংক্ষেপতঃ তাহার বিচার দেখাইব।

১। ব্রহ্ম ব্যতীত বস্তু নাই। যাহা প্রতীত হইতেছে তাহা সত্য নয়। ব্যবহারিক প্রতীতি মাত্র।

২। জীব নাই, যদি থাকে তবে ব্রহ্মের বিকার বা বিবর্ত্ত।

৩। জগৎ মিথ্যা।

৪। যিনি জীব বলিয়া অভিমান করেন, তিনি সেই অভিমান ত্যাগ করিতে পারিলেই ব্রহ্ম।

৫। মুক্তিই চরম প্রয়োজন।

৬। ব্রহ্ম নির্গুণ অর্থাৎ নিঃশক্তি।

ব্যবহারিক প্রতীতি বিরুদ্ধ কোন কথা বলিতে গেলে বিশেষ সবধান হইয়া বলিতে হয়, যেহেতু তাহা প্রমাণ করিতে নাপারিলে প্রস্তাবককে উন্মত্তশ্রেণীভুক্ত হইতে হয়। জগৎকে সত্য বলিয়াই সহজে প্রত্যয় হয়। জীব যে একটী ক্ষুদ্র তত্ত্ব বিশেষ, তাহাও সহজ প্রতীতি। ব্রহ্ম যে সকলের কর্ত্তা, নিয়ন্তা ও পাতা ইহাও যুক্তি সহকারে সহজে বিশ্বাস করা যায়। আমি নাই, যাহা দেখিতেছি সমস্ত এরূপ নয়। ভিতরে একটী সত্তা আছে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া ভান স্বরূপ এ সমস্ত প্রতীত হইতেছে, এরূপ প্রস্তাব কে করে? যদি ভ্রান্ত তত্ত্ব স্বরূপ জীব এরূপ প্রস্তাব করে, তাহা হইলে তাহার অন্যান্য প্রস্তাবের ন্যায় এ প্রস্তাবটীও মিথ্যা হইতে পারে। মাদকভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবম্বিধ প্রস্তাব সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। কখন কখন তাহারা বাদসাহা বা নবাব বলিয়া আপনাদিগকে মনেকরে, এবং সেই অভিমানে কার্য্য করিতে প্রস্তুত হয়। তখন তাহারা যে আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিবে ইহাতে সন্দেহ কি? ভ্রান্তি নেক প্রকার, তন্মধ্যে কুতর্ক জনিত ভ্রান্তি, চিত্ত পীড়াবশতঃ ভ্রান্তি ও মাদক সেবন দ্বারা ভ্রান্তি ইহারা প্রধান। তর্ক হত হইয়া নর-বুদ্ধিই এরূপ বিষম ভ্রমের জনক হইয়া পড়ে। ইউরোপদেশে পেন্থিষ্ট (Panthiest) বলিয়া যাহাদের পরিচয়, তাহাদেরও ঐ মত। তন্মধ্যে স্পিনজা (Spinoza) বলিয়া একজন পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি ঐমতের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয় ছিল। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে যে থিয়সফিষ্ট মত প্রচারিত হইতেছে তাহাও অদ্বৈতবাদ। পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ যেমতের পোষকতা করেন, তাহাতে বিচার শক্তি রহিত ব্যক্তিগণ কাযে কাযেই অনুমোদন করিয়া থাকে। অস্মদ্দেশে দত্তাত্রেয়, অষ্টাবক্র ও শঙ্করাদি তর্ক প্রিয় পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ ঐমত সময়ে সময়ে কিছু কিছু ভিন্নাকারে বিস্তার করিয়াছেন। আজ

কাল বৈষ্ণবমত ব্যতীত অন্য সমস্ত মতই ঐমতের অনুগত। ব্রাহ্মণ সমাজে প্রায়ই ঐমত প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে। এত দূর প্রচলিত হইবার হেতু এই যে, যে কোন ভ্রান্ত মতের ব্যবস্থা জগতে আছে সে সমুদায়ই অদ্বৈত মতের অধীন হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। যে ব্যক্তি বা সম্প্রদায় কোন পশুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে সেও অদ্বৈত বাদের সাহায্য প্রাপ্ত হয়। অদ্বৈত বাদ তাহাকে অনুগত করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে পশুতে ঈশ্বর বলিয়া মনোযোগ করিলেও চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইতে পারে ও সাধক অবশেষে সেই বিষয় হইতে চিত্তকে উঠাইয়া অদ্বৈততত্ত্বে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এইরূপ ব্যবস্থা ক্রমে সকলেই অদ্বৈত মতকে আপন আপন চরম উদ্ধর্ত্তা বলিয়া পূজা করেন। মূল তত্ত্বের দোষগুণ অনুসন্ধান করেন না। বিশুদ্ধ ভক্তি বাদই যাঁহাদের জীবন তাঁহারা তত্ত্ব বিচার পূর্ব্বক অদ্বৈত বাদকে বিদায় প্রদান করিয়া সহজ ধর্ম্ম যে ভক্তি তাহারই অনুশীলন করেন। অদ্বৈত মতের ভিত্তি কি তাহা দেখা যাউক। জগতে যত প্রকার জড়ীয় বস্তু দেখেন সে সমুদায়কে দ্রব্য জাতি বিভাগ ও সূক্ষ্ম মূল অনুসন্ধান দ্বারা দ্রব্য সংখ্যার লাঘব ক্রমে জড় বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। পরে চেতন বিশিষ্ট যত বস্তু দেখেন সে সমুদায়কে চেতন জাতীয় বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। যে বৃত্তিদ্বারা এই দুইটী বস্তু নির্দ্দেশ করেন সবৃত্তি মনের বৃত্তি বিশেষ এবং যুক্তির অন্তর্গত। চিত্ত বৃত্তির মূলানুসন্ধান করা সে বৃত্তির কর্ম্ম নয়, অথচ তাঁহাকে অনেক প্রকারে পেষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে চিৎ ও জড় কোন মূল তত্ত্বে অবস্থিত হইতে পারে। এই স্থলে একটী নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কল্পনা পূর্ব্বক তাহাকেই ঐ উভয় তত্ত্বের মূল বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। তখন মনে করেন যে দুগ্ধ যেমত বিকৃত হইয়া দধি হয় তদ্রূপ সেই ব্রহ্ম বিকৃত হইয়া জগত হইয়াছে। অথবা যেমত শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকে কোন সময় রজত ভ্রম হয় ও রজ্জুতে সর্প ভ্রম হয় তদ্রূপ সেই ব্রহ্মেই জগদ্ভ্রম হইতেছে। এই সিদ্ধান্ত কার্য্যে কল্পনা ও যুক্তি অনেক পরিশ্রম করিয়াছে বটে কিন্তু পদে পদে ইহার ভ্রম দেখা যায়। ব্রহ্ম ব্যতীত যদি বস্তু নাই তবে এই জগৎ কল্পনা কিরূপে সম্ভব হয়। রজ্জুতে সর্প ভ্রম এই উদাহরণ নিতান্ত অকর্ম্মণ্য যেহেতু কে রজ্জু ওকে সর্প ইহা দেখিতে গেলে সর্প যদি ব্রহ্ম স্থলীয় হয় তবে সর্প বলিয়া আর একটী বস্তু না থাকিলে তাহার ভ্রম কিরূপে সম্ভব। এ স্থলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। শুক্তি-রজত উদাহরণও তদ্রূপ। দুগ্ধের বিকার যে দধি তৎস্থলীয় ব্রহ্মের বিকার জগৎ হইলে, দধি যেমত সত্য বস্তু, জগৎও তদ্রূপ

সত্য হইয়া পড়ে। এ স্থলেও অদ্বৈত মত রক্ষা হয় না। অদ্বৈত মতে যতগুলি উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় সমস্তই যুক্তি বিরুদ্ধ। অদ্বৈত মত স্থাপন করিতে যুক্তি কখনই সমর্থ হয় না। যুক্তিকে ত্যাগ করিলে আর কে সেই মত সমর্থন করিবে? যদি বল সহজ জ্ঞান, তাহাও অসম্ভব। সহজ জ্ঞানেই ভেদ প্রতীতি ছিল, তাহা নষ্ট করিবার আশয়ে যুক্তির সাহায্য লওয়া হয়। যদি বল অদ্বৈত মত বেদ শাস্ত্রে উপদিষ্ট আছে, তাহাও অকর্ম্মণ্য। যেহেতু সেই মতবাদীগণ যে সকল শ্রুতি অবলম্বন করেন, সেই সব শ্রুতিতে অদ্বৈত মত পোষক বাক্যের সঙ্গে সঙ্গেই দ্বৈত মত পোষক বাক্য সকল কথিত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত স্থলে কোন মতের পক্ষপাত করা হয় নাই। বিশেষ রূপ বিবেচনা করিলে সমস্ত বেদ শাস্ত্রই অদ্বৈত ও নিতান্ত দ্বৈত উভয় মতের অতীত যে অচিন্ত্য ভেদাভেদ জ্ঞান তাহাই শিক্ষা দেন। বিবদমান মতদ্বয়কে নিরস্ত করিবার জন্য স্থলে স্থলে উভয় মত পোষক বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন। বস্তুতঃ অদ্বৈত মত বেদের মত নয়। বেদ শাস্ত্র সিদ্ধ জ্ঞানাবতার স্বরূপ নিরপেক্ষ। কোন মতবাদ বেদে নাই। সহজ জ্ঞান, বেদশাস্ত্র, যুক্তি, সহজ অনুভূতি, সিদ্ধজ্ঞান, ও প্রত্যক্ষানুমান রূপ প্রমাণ সকল কেহই অদ্বৈত বাদের পোষক নয়। ভ্রান্ত তর্ক ও অযুক্ত বিশ্বাসই ঐ মতের পোষক। জীব মুক্ত হইলে ব্রহ্ম হইবে এরূপ বিশ্বাস রূপক-ভাবে স্বীকার করিলে দোষ নাই। জড়াভিমান বিগত হইলে ব্রহ্মাভিমানই হইয়া থাকে, কিন্তু সেই ব্রহ্মে স্বগত ভেদ রূপ স্বাদ্য, স্বাদক ও স্বাদন রূপ ভেদত্রয় তখন ব্রহ্মভূত ব্যক্তির অনিবার্য্য ধর্ম্ম হইবে। মুক্তি কি? চিত্তত্ত্ব রূপ জীবের জড়াভিমান সমাপ্তিকেই মুক্তি বলে। মুক্তি একটী ক্ষণিক কার্য্য বিশেষ। নিত্য সিদ্ধ জীবদিগের সম্বন্ধে মুক্তি কোন তত্ত্ব বলিয়া স্বীকৃত হয় না। যেহেতু তাহারা কখন বদ্ধ হয় নাই। মুক্তির প্রয়োজন কি? কেবল বদ্ধ জীবদিগের মুক্তিলাভ সম্ভব। জীব দুই প্রকার, তাহা শুদ্ধ জ্ঞান বিচারে প্রদর্শিত হইবে। মুক্তি যে জীবের প্রয়োজন তাহা বলা যাইতে পারে না, যে হেতু মুক্তি সর্ব্ব জীব সম্বন্ধীয় তত্ত্ব নয়। প্রেমই সর্ব্ব জীব সম্বন্ধীয় তত্ত্ব। অতএব তাহাই প্রয়োজন। অদ্বৈতবাদে ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বা নিঃশক্তি বলিয়া বলে। ব্রহ্মকে নির্ব্বিশেষ বলিলেও তাহার নির্ব্বিশেষত্ব কেবল বস্ত্বন্তরের সবিশেষত্ব হইতে ভিন্ন বলা হয়। তাহাও ব্রহ্মের একটী বিশেষ গুণ। ব্রহ্মের যদি শক্তি নাই, তবে এই সৃষ্ট জগতের বা ভ্রমময় জগতের অস্তিত্ব কোথা হইতে হইল? ব্রহ্ম ব্যতীত ঐ মতে যখন আর বস্তু নাই, তখন অগত্যা ব্রহ্ম শক্তির প্রতিই এই প্রপ-

ক্যের হেতু বলিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন কার্য্য আমরা এই খানেই সমাপ্ত করিব, যে হেতু আমাদের প্রকৃত কার্য্য বাকী আছে। আমাদের এই মাত্র বক্তব্য যে চতুর্থ শ্রেণীর জ্ঞান যাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান বলে, তাহা জ্ঞানাঙ্কুর রূপ ঈশ-জ্ঞানের বিকৃতি। শঙ্করাচার্য্য, অষ্টাবক্র, দত্তাত্রেয়, নানক, কবির, গোরক্ষনাথ, শিব নারায়ণ এই সকল ব্যক্তিগণ চতুর্থ শ্রেণী জ্ঞান প্রচারক আচার্য্য বলিয়া জ্ঞাত আছেন। উক্ত জ্ঞানাঙ্কুর হইতে যে শুদ্ধ জ্ঞান উদিত হয় অদ্বৈতবাদ তাহা নয়।

শুদ্ধ জ্ঞান বিচার করিতে হইলে গ্রন্থ অনেক বড় হইবে, এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য যে জীবের নিত্য ধর্ম্মের বিচার তাহার স্থানাভাব হইয়া পড়িবে। এ জন্য আমরা সংক্ষেপতঃ শুদ্ধ জ্ঞানের বিচার করিব।

শুদ্ধ জ্ঞান পঞ্চ প্রকার অনুভব স্বরূপ যথাঃ—

১। পরেশানুভব।
২। স্বানুভব।
৩। স্বধর্ম্মানুভব।
৪। ফলানুভব।
৫। বিরোধানুভব।

পরেশানুভব ত্রিবিধ, ব্রহ্মানুভব, পরমাত্মানুভব ও ভগবদনুভব। জগতের সমস্ত সবিশেষ চিন্তার বিপরীত কোন নির্ব্বিশেষ চিন্তাগত পরেশভাবকে ব্রহ্ম বলা যায়। পরেশতত্ত্ব সর্ব্বতোভাবে স্বপ্রকাশ। জ্ঞানানুশীলনকারী জীবের সম্বন্ধে সেই পরেশানুভব পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধরূপে প্রতিভাত হয়। কেবল চিন্তাকে শোধন করিলে ব্যতিরেক অবস্থায় সেই পরেশতত্ত্বের যে নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব হয় তাহাই ব্রহ্ম। তাহা পরেশতত্ত্বের নিত্য সিদ্ধ স্বরূপ নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের যদি অদ্বৈতবাদ দোষস্পর্শ না করে, তবে ঐ উপায় দ্বারা কথঞ্চিৎ পরেশ সম্বন্ধ উপলব্ধ হয়। যদিও ইহাকে পরেশানুভব বলা যায়, তথাপি তাহা অতিশয় সামান্য অতএব পরিশেষে পরমানন্দপ্রদ হয় না। কিয়ৎ পরিমাণ রতিও তাহাতে নিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু সম্বন্ধাভাবে তাহাতে রতির পুষ্টি সম্ভাবনা নাই। সনকাদি মহাত্মাগণ ঐ রতিতে আবদ্ধ থাকিয়া শান্ত রতির আশ্রয় রূপে উদাহৃত হইয়াছেন।

পরমাত্মানুভবই দ্বিতীয় পরেশানুভব। তৃতীয় প্রকার জ্ঞান বিচারে যে ঈশ্বর-জ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার চরমাবস্থাতেই [illegible] উদিত হয়। বদ্ধ জীবের কর্ম্মফলদাতা, সর্ব্ব কর্ম্মের প্রয়োজক কর্ত্তা, জগতে অনুপ্রবিষ্ট পরেশ

ভাবের নাম পরমাত্মা। অষ্টাঙ্গ যোগাদিতে যে ঈশ্বরের প্রণিধান ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা পরমাত্মার কাল্পনিক বা বাস্তবিক অবতার বিশেষ। ইঁহাকেই শাস্ত্রে পুরুষ বলে। পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকাশ, অর্থাৎ ব্যষ্টি প্রকাশ ও সমষ্টি প্রকাশ। সমষ্টি প্রকাশ দ্বারা তিনি বিরাট,—ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ। ব্যষ্টি প্রকাশ দ্বারা তিনি জীবের সহচর, তৎ হৃদয়বাসী অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ বিশেষ। কর্ম্ম মার্গে যদি বাস্তব ঈশ্বরের উদ্দেশ থাকে, তবে কর্ম্মকর্ত্তা পরমাত্মারই উপাসক হন। চিন্তার চরমাবস্থায় যেমত উপাসনীয় ব্রহ্মের সহিত সাক্ষাৎকার হয়, কর্ম্মের চরমাবস্থায় তদ্রূপ উপাসনীয় পরমাত্মার সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

ভগবদনুভবই তৃতীয় ও চরম পরেশানুভব। স্বরূপবিশিষ্ট, সর্ব্বশক্তিমান, সমস্ত গুণাধার পরেশতত্ত্বই ভগবান। মূলতত্ত্ব বিচারে ভগবান ব্যতীত আর অন্য স্বতন্ত্র বস্তু নাই। ভগবান শক্তিমান। তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে সমস্ত জীব ও জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। শক্তিমান হইতে শক্তি অভিন্ন। জগৎ ও জীব যখন ভগবৎ শক্তি পরিণাম তখন তাহারা মূলতত্ত্ব বিচারে পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না। কিন্তু তটস্থ বিচারে শক্তিকে শক্তিমানবস্তু বলা যায় না। অতএব জগৎ ও জীব তটস্থ বিচারক্রমে পৃথক্ পৃথক্ বস্তু হয়। যুগপৎ ভেদ ও অভেদ স্বীকার না করিলে যাথার্থ্যের চরিতার্থতা হয় না। যদি বল তাহা কিরূপে সম্ভবে এবং যুক্তি দ্বারাই বা তাহা কিরূপে সংস্থাপন করা যায়। তাহার উত্তর এই যে এই তত্ত্ব ভগবৎ স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে বিপরীত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হইয়া যায়। যুক্তি বৃত্তি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র। এই তত্ত্বকে সে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। ভগবানের ইচ্ছা ও নির্ব্বিকারতা, বিশেষ ও নির্ব্বিশেষতা, অচিন্ত্যত্ব ও ভক্তিগম্যত্ব, নিরপেক্ষত্ব ও ভক্তপক্ষপাতিত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিপরীত ধর্ম্ম সকল যে বিগ্রহে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে, তাহাতে যুগপৎ স্বরূপগত অভেদ ও তটস্থ-বিচারগতভেদ কেন না স্বীকার করা যাইবে? যিনি কেবল-অদ্বৈত স্থাপন করেন, তাঁহার যেরূপ ভ্রম, যিনি কেবল-দ্বৈত স্থাপন করেন তাঁহারও তদ্রূপ ভ্রম। ভগবান নিজ নিজ সিদ্ধ বিগ্রহে সমস্ত জগৎ ও সমস্ত জীব হইতে পৃথক্। তিনি স্বশক্তি ক্রমে সমস্ত জীব ও জড়ের নিত্যতা ও সত্যতার সিদ্ধি করিতেছেন। বেদ সকল এই জন্যই কখন অদ্বৈত বাক্য এবং কখন দ্বৈত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন।

ভগবদনুভবই পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মানুভব ও পরমাত্মানুভবের চরম অবস্থান। পূর্ব্বোক্ত দুইটী অনুভব জীবের জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ শাখা বৃত্তি দ্বয়ের উদ্দেশ্য,

পরেশতত্ত্বের খণ্ডানুভব মাত্র। ভগবদনুভব কেবল বিশুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি রূপ সাক্ষাদ্দর্শন হইতে সম্ভব। স্বরূপ প্রাপ্ত বস্তুই প্রকৃত বস্তু। যে বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হয় না, তাহা বস্তুগুণ বিশেষ। ব্রহ্মেরও পরমাত্মার স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট নাই। তাহাদের গুণ পরিচয় মাত্র তাহাদের উদ্দেশক। অতএব তাহাদের মুখ্য অবস্থিতি নাই। তাহারা ভগবানের গৌণ অবস্থিতি মাত্র। এতন্নিবন্ধন তাহারা কেবল একটী একটী-বৃত্তি-গম্য। ভগবান সর্ব্ব-বৃত্তি-গম্য। সমস্ত বৃত্তির অধীশ্বরী যে ভক্তি তিনি সমস্ত বৃত্তিকে ক্রোড়ীভূত করিয়া সাক্ষাৎ ভগবদ্দর্শন করেন। তাঁহার দর্শন বৃত্তি চরিতার্থ হইলে তদধীন সমস্ত বৃত্তিই পরিতৃপ্ত হয়।

ভগবদনুভব চারি প্রকার যথা :—

১। কর্ম্ম প্রধানীভূত অনুভব।
২। জ্ঞান প্রধানীভূত অনুভব।
৩। কর্ম্মজ্ঞান উভয় প্রধানীভূত অনুভব।
৪। কেবলানুভব।

যে পর্য্যন্ত জীবের জড় সম্বন্ধ রহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত ভগবদনুভব কার্য্যটী সর্ব্বত্র এক প্রকার হয় না। কাহার কাহার কর্ম্ম প্রধান বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্য্যায় নিযুক্তা থাকিয়া তাহার ভগবদনুভবকে কর্ম্ম প্রধানীভূত করিয়া প্রকাশ করে। কাহার কাহার জ্ঞান প্রধানীভূতা বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া ভগবদনুভবকে জ্ঞান প্রধানীভূত রূপ প্রকাশ করে। সেই প্রকার জ্ঞান কর্ম্ম উভয় নিষ্ঠ বুদ্ধি ভক্তির পরিচর্য্যায় নিয়মিতা হইয়া তদুভয় প্রধানীভূত ভগবদনুভব লক্ষণ বিস্তৃত করে। ফলকালে অর্থাৎ জড়মুক্ত হইলেও ঐ তিন প্রকার ভগবদনুভব মহিম জ্ঞান যুক্ত ভগবদনুভবরূপে লক্ষিত হয়। ঐ সকল লোকের চরম গতি স্থলে পার্ষদ গতিরূপ সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য এই ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে। সাধনকালে যাঁহাদের রাগানুগমার্গগত কেবল সাধন থাকে, তাঁহাদের ফলকালে কেবলানুভব রূপ জ্ঞানোদয় হয়। বস্তুতঃ ভগবদনুভব দ্বিবিধ, মহিম জ্ঞান রূপ অনুভব ও কেবল জ্ঞানরূপ অনুভব। মহিম জ্ঞান রূপ অনুভবের বিষয় পরব্যোমবাসী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডাদির রাজ রাজেশ্বর পরমৈশ্বর্য্য পতি শ্রীনিবাস নারায়ণচন্দ্রই লক্ষিত হন। কেবল মিশ্রিত মহিম জ্ঞান সম্বন্ধে মথুরানাথ ও দ্বারকানাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেই বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে। যে স্থলে শুদ্ধ কেবল জ্ঞান সে স্থলে ব্রজপতি শ্রীকৃষ্ণকেই অনুভবের এক মাত্র বিষয় বলিয়া জানিতে হইবে। মহিম জ্ঞান ও কেবলানুভবের যে ভেদ তাহা নিত্য ভগবত্তত্ত্বগত। কেবল সাধন কালেই প্রপঞ্চ মধ্যে ঐ ভেদ লক্ষিতহয়, এমত নয়। উভয় প্রকার ভগবদনুভবই বৈকুণ্ঠতত্ত্বানুগতও নিত্য।

মহিম জ্ঞান যুক্তই হউক বা কেবলই হউক ভগবদনুভব ত্রিবিধ, অর্থাৎ

১। স্বরূপ-গত-ভগবদনুভব।
২। শক্তি-গত-ভগবদনুভব।
৩। ক্রিয়া-গত-ভগবদনুভব।

ভগবানের নিত্য বিগ্রহই ভগবানের স্বরূপ। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ছয়টী ভগবানের স্বরূপ-গত গুণ। জড়ীয় বস্তুতে যেমত গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, প্রকৃতির অতীত তত্ব ভগবানে সে ভেদ নাই। তথাপি গুণ সমূহ যে গুণ কর্ত্তৃক নিয়মিত হয়, সেই গুণই প্রাধান্য লাভ করত অন্য সমস্ত গুণের আধার রূপে প্রকাশ পায়। শ্রী অর্থাৎ শোভা যদিও গুণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে তথাপি শ্রীই সমস্ত গুণের আধার বলিয়া পরিজ্ঞাত হন। শ্রীই ভগবদ্বিগ্রহ রূপিণী পরমা শক্তি। সেই বিগ্রহে যথা স্থানে অন্য গুণগণ ন্যস্ত থাকিয়া ভগবানের অখণ্ডত্ব, সর্ব্ব প্রভুত্ব, অসীম বীর্য্য, অনন্ত যশঃ, সা... জ্ঞা ও সর্ব্ব বিধির বিধাতৃত্ব বিধান করিতেছেন। যাঁহারা ভগবানের নিত্য বিগ্রহ স্বীকার না করেন তাঁহারা ভক্তি বৃত্তির নিত্যতা কখনই রক্ষা করিতে পারেন না। অচিন্ত্য বিগ্রহ ভগবান্ চিজ্জগতের সূর্য্য স্বরূপ প্রকাশমান এবং চন্দ্র স্বরূপ আনন্দ বিস্তারক। বিগ্রহ বলিলেই যে জড়ীয় বিগ্রহ হইবে এরূপ সিদ্ধান্ত জড় বুদ্ধি ব্যক্তিরাই করিয়া থাকে। জড় জগতে যেমত জড়ীয় বিগ্রহ দ্বারা ব্যক্তিগণের ভিন্নতা সম্পাদন করে, চিজ্জগতে তদ্রূপ চিদ্বিগ্রহ দ্বারা ভগবান অন্য চিৎ হইতে পৃথক থাকেন। ভগবানের চিদ্বিগ্রহ সর্ব্ব চিত্তত্বের পরমাকর্ষক ও অধিপতি। জড় জগতে বিশেষ বলিয়া যে ধর্ম্ম আছে তাহা যে জড় জগতেই উৎপন্ন হইয়া জড়ের সহিত লয় পায় এরূপ নয়। জড় যেমত চিত্তের প্রতিফলিত তত্ব বিশেষ, বিশেষ ধর্ম্ম ও তদ্রূপ চিদ্গত ধর্ম্ম। প্রতিফলিত জড়ে প্রতিফলিত ধর্ম্ম রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ তত্ব যদি ভগবদ্গত তত্ব না হইত তাহা হইলে কিছুই সৃষ্টি হইত না এবং জীব ও অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়া জড়ের বিচার করিত না। সেই চিদ্গত বিশেষ ধর্ম্ম দ্বারা পরমেশ্বরের শক্তি, ইচ্ছা ও ক্রিয়া সমস্তই বিচিত্র হইয়াছে। ভগবদ্বপু সমস্ত বৈকুণ্ঠ তত্ব হইতে পৃথক্ থাকিয়াও সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছে। এমত কি বৈকুণ্ঠের প্রতিফলন রূপ জড় জগতেও সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে যুগপৎ অবস্থিত। অতএব ভগবৎ স্বরূপ বিগ্রহ অলৌকিক ও অচিন্ত্য। সেই স্বরূপ-সূর্য্যের গুণ কিরণ রূপ ব্রহ্ম অনন্ত

জগতের জীবন স্বরূপ বর্ত্তমান আছেন। পরমাত্মা সমষ্টী ও ব্যষ্টী জগতের নিয়ামক হইয়া বর্ত্তমান। ব্রহ্ম পরমাত্মরূপে সর্ব্বব্যাপী হইয়াও ভগবৎ স্বরূপ নিত্য বৈকুণ্ঠস্থলীলা বিগ্রহ বিশেষ। ঐশ্বর্য্য প্রধান প্রকাশে ঐ বিগ্রহের এক প্রকার মূর্ত্তি হয়, সেই মূর্ত্তি অনন্ত মূর্ত্তিরূপে ভিন্ন ভিন্ন লীলার আশ্রয়। মাধুর্য্য প্রধান প্রকাশ ঐ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ রূপে চিদ্বিলাস সমূহের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ প্রভাব ক্রমে নিত্য ব্রজলীলা পরায়ণ। রস তত্ত্ব যাঁহার হৃদয়ে প্রকাশিত হয় তাঁহারই সম্বন্ধে সেই লীলা অনুভূত হইয়া থাকে। ভগবানের স্বরূপ নিত্য সিদ্ধ। সেই স্বরূপের অবস্থান ও কোন চিন্ময় ধাম ও উপকরণ ও চিন্ময় কাল ও সঙ্গী সকল আছে। তত্ত্বরসংগত ব্যক্তি দিগের নিকটেই তাহা প্রতীয়মান হয়। সেই স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া অনন্ত চিদ্বিলাস নিত্য নূতন রূপে প্রবাহিত হইতেছে। সেই স্বরূপ, তাহার অবস্থান, তাহার উপকরণ, তাহার সঙ্গী ও তাহার বিলাস সমস্তই চিন্ময়, নিত্য, পরম উপাদেয়, নির্দ্দোষ ও সমস্ত বিশুদ্ধ জৈব আশার একমাত্র নিলয়।

জড় জগৎ ভাল লাগে নাই, অথচ উচ্চ জগৎকে উত্তমরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়নাই, এই অবস্থায় স্থিত ব্যক্তিগণ একটী নির্ব্বিশেষ কল্পনা করেন। গম্ভীর রূপে বিচার না করিয়াই তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে জড় জগতের যত বিপরীত ভাব আছে তাহার সমষ্টি দ্বারা উচ্চজগৎ নিরূপিত হয়। জড় জগতে আকার, বিকার, গুণ, বিশেষ, ছায়া, কর্ম্ম, বহুত্ব এই সকল ভাব আছে। তদ্বিপরীত ভাব সকল অর্থাৎ নিরাকার, নির্ব্বিকার, নির্গুণ, নির্ব্বিশেষ, অচ্ছায় নৈষ্কর্ম্য, অদ্বয়ত্ব একত্রিত হইয়া যে জগৎকে প্রকাশ করে তাহাই উচ্চ জগৎ। বিবেচনা করিয়া দেখুন এরূপ সিদ্ধান্ত কেবল যুক্তি নিসৃত। জড় হইতেই যুক্তির জন্ম। নিতান্ত পিষ্ট হইয়া যুক্তি তাহার বিষয়ের একটী বিপরীত ভাবকে কল্পনা করিয়া দেয়। অতএব এই সিদ্ধান্তটী কল্পনারই অবস্থা বিশেষ। চিদালোচনা দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহা নয়। ভাল, যুক্তিই বলুক যে বস্তুর লক্ষণ কি এবং অবস্তুর লক্ষণ কি? যুক্তি যদি পক্ষপাতী ও কুসংস্কারাবিষ্ট না হয় তবে অবশ্যই বলিবে যে অবস্তুর নাম অসত্তা অর্থাৎ যাহা নাই। বস্তুর নাম সত্তা, যাহা আছে। আশাকৃত জগৎ যদি অবস্তু হয় তবে তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্ত ও পরিশ্রম সকলই মিথ্যা। যদি বস্তু হয় তবে বস্তু লক্ষণ বিহীন হইবেনা। বস্তু লক্ষণ কি? বস্তু মাত্রেই ১। অস্তিত্ব ২। বিশেষ ৩। ক্রিয়া ও ৪। প্রয়োজন থাকিবে। যদি অস্তিত্ব না থাকে তবে নাস্তিত্ব আসিয়া বস্তুকে লোপকরে।

যদি বিশেষ না থাকে তবে সেই বস্তুর স্বতন্ত্র বস্তুত্ব হয় নাই। যদি ক্রিয়া না থাকে তবে পরিচয় অভাবে তাহাকে ভান বলা যায়। যদি প্রয়োজন না থাকে তাহাকে স্বীকার করা বৃথা। উচ্চ জগৎকে অবশ্য বস্তু বলিতে হইবে। তবে তাহার অস্তিত্ব আছে, বিশেষ আছে, ক্রিয়া আছে ও প্রয়োজন আছে। জড় জগতের বিপরীত ধর্ম্মই যে সেই বস্তু তাহা কে বলিয়াছে? যদি বলিতে চাও তবে তোমার সিদ্ধান্তকে ভিক্ষালব্ধ সিদ্ধান্ত বলিব। যদি বিশুদ্ধরূপে যুক্তি কর তবে অবশ্য এই মাত্র বলিবে যে সেই উচ্চ জগৎ দোষ শূন্য ও জড় হইতে বিলক্ষণ। জড় হইতে বিপরীত বলিলে একটী অপক্ক সিদ্ধান্ত আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করিবে। বিপরীত বস্তু আছে কিনা, তাহার কোন পরিচয় নাই। এমত বস্তু স্বীকার করা মাদক জনিত সিদ্ধান্তের ন্যায় হইবে। জড়ের হেয়ত্ব বর্জ্জিত লক্ষণ দ্বারা সেই জড়-বিলক্ষণ-জগতকে অনুভব করিলে দোষ হয় না। বিশেষতঃ যুক্তিরূপ যন্ত্রটী জড়কে ছাড়িয়া কোন সত্তার পরিচয় করাইতে পারে না। কিন্তু জীবের চিৎসত্তায় যে বিশুদ্ধ জ্ঞান লক্ষণ আত্ম প্রত্যয় বৃত্তি আছে, তাহার চালনা দ্বারা সেই উচ্চ জগৎ-গত অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়া ও প্রয়োজন কিয়ৎ পরিমাণে পরিজ্ঞাত হয়। চিদ্বস্তুতে অস্তিত্ব, বিশেষ, ক্রিয়া ও প্রয়োজন নাই বলিলে চিত্তত্ত্ব স্বীকৃত হয়না। যুক্তি বাদীগণ কুসংস্কার ত্যাগ পূর্ব্বক এ বিষয়ের নিরপেক্ষ আলোচনা করিলে সহজেই এসকল বিষয় বুঝিতে পারিবেন।

শক্তিগত ভগবদনুভব হইলে জীবের সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়। ভগবানের যে শক্তি তাহা অচিন্ত্য, অবিতর্ক্য ও অপরিমেয়। ভগবৎ স্বরূপ হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন কিন্তু কার্য্যতঃ ভিন্ন রূপ ঐ শক্তি প্রকাশ পায়। নর বুদ্ধি যত দূর চালিত হউক না কেন, সেই পরাশক্তির কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেনা। করিতে গেলে পশুবৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আশা হীন হইবে। 'সেই পরাশক্তি সমস্ত বিপরীত গুণের আশ্রয় ও নিয়ামক। ইচ্ছা ও নির্ব্বিকারতা, বিশেষ ও নির্ব্বিশেষতা, একস্থান ব্যাপীত্ব ও সর্ব্বব্যাপীতা, বৈরাগ্য ও রাগ বিলাস, নৈষ্কর্ম্ম্য ও ক্রিয়া, যুক্তি ও স্বেচ্ছাময়তা, বিধি ও স্বাধীনতা, প্রভুত্ব ও কৈঙ্কর্য্য, সার্ব্বজ্ঞ্য ও জ্ঞান সংগ্রহ, মধ্যমাকার ও অপরিমেয়তা, সর্ব্বার্থ সিদ্ধতা ও বাল চেষ্টা এবম্বিধ সর্ব্ব প্রকার বিপরীত গুণ গণ ঐ শক্তির আশ্রয়ে সামঞ্জস্য স্বীকার করে। সেই পরাশক্তির চিৎপ্রভাব ক্রমে ভগবৎ স্বরূপ বিগ্রহ, লীলা স্থান, লীলোপকরণ সমূহ নিত্যরূপে প্রকাশমান। সেই শক্তির জীব প্রভাব ক্রমে

অনন্ত সংখ্যক মুক্ত ও বদ্ধ জীব নিচয় অনন্ত চিৎকালে অবস্থিত আছে। সেই শক্তির মায়া প্রভাব ক্রমে অনন্ত জড়ময় জগৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া বদ্ধ জীবগণের পান্থ নিবাস রূপে বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই সেই প্রভাবের সন্ধিনী অংশে, সেই সেই ধাম গত দেশ, কাল, স্থান, দ্রব্য ও অন্যান্য উপকরণ উদ্ভূত হইয়াছে। সম্বিদংশে ভাব, জ্ঞান ও সম্বন্ধ সমূহ বিনিসৃত হইয়া নিজ নিজ ধামের ভাব বৈচিত্র্য প্রকাশ করিতেছে। হ্লাদিনী অংশে সর্ব্ব প্রকার তত্তদ্ধামোপযোগী আনন্দ স্বরূপ আস্বাদন কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। ইহাই সংক্ষেপতঃ বুঝিতে হইবে যে ভগবদ্বস্তু তৎশক্তি কর্ত্তৃকই প্রকাশ লাভ করেন।

ক্রিয়া-গত ভগবদনুভব রস বিচারে বর্ণিত হইবে। এস্থলে তাহার কোন বিস্তৃতি করা গেল না।

স্বানুভবই শুদ্ধ জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকরণ। জীবের স্বস্বরূপ বোধকে স্বানুভব বলে। জীবের স্বরূপ কি? ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বশীভূত ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর দিয়া থাকেন। নীতি বিরুদ্ধ বা অন্ত্যজ জীবনে যাহারা অবস্থিত তাহারা বলে যে প্রাকৃত বস্তুর ভাগমত সংযোগ দ্বারা মানব কলেবর ও সেই কলেবর স্থিত যন্ত্র সমূহ উৎপন্ন হইলে সেই সকল যন্ত্র চালনা দ্বারা যে একটী জ্ঞান পর্ব্ব উদিত হয় সেই জ্ঞান গুণ বিশিষ্ট যন্ত্র সমন্বিত নৃদেহই জীব। নৃদেহের বিচ্ছেদে জীব থাকে না। পশুদিগকে জীব বলা যায় না, যাহারা নৈতিক জীবনে অবস্থিত তাহারা পূর্ব্ববৎ বাক্য দ্বারা উত্তর প্রদান করে, কেবল অধিক এইমাত্র বলে যে জীব নীতি-পরায়ণ। নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য ও নীতি দ্বারা পশু ও মানবের পার্থক্য হয়। কল্পিত সেশ্বর বাদী নৈতিকেরা তদ্রূপই উত্তর প্রদান করে, আর বলে যে জীবের সামাজিক মঙ্গলের জন্য একটী কল্পিত ঈশ্বর বিশ্বাস করত তাহার অধীন থাকা উচিত। বাস্তব সেশ্বর বাদী নৈতিক বলেন যে ঈশ্বর মাতৃ গর্ভে জীবের সৃজন করিয়াছেন। কর্ত্তব্য পালন দ্বারা স্বর্গাদি ভোগ করিতে জীবের যোগ্যতা আছে। অসৎ কার্য্যের দ্বারা নরক গমন হয়। মাতৃ গর্ভের পূর্ব্ব সংবাদ যেমত তাঁহারা অবগত নন, তদ্রূপ পরলোক তত্ত্বও তাঁহাদের নিকট স্পষ্টীভূত হয় না। অতএব জীবের ও জড়ের কি সম্বন্ধ তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণ ব্যক্তিগণ সিদ্ধান্ত করেন যে জীব বাস্তবিক ব্রহ্ম। অবিদ্যা দ্বারা বদ্ধ হইয়াছেন। অবিদ্যা বন্ধন দূর হইলে জীব ব্রহ্মই থাকিবেন। এই সমস্ত অস্ফুট, অসম্পূর্ণ ও সদোষ সিদ্ধান্ত দ্বারা ঐ সকল মতস্থ ব্যক্তিগণ স্বস্বরূপ বোধ করিতে পারে না। বিশুদ্ধ

নিবাসী নন। জীবের যে বর্ত্তমান দেহ তাহাও তাঁহার নিত্য দেহ নয়। জীব চিৎতত্ত্ব। ভগবান বিভু চৈতন্য, জীব তাঁহার অণুচৈতন্য। ভগবান সূর্য্য স্থানীয়, জীব কিরণ স্থানীয়। ভগবান পূর্ণ সচ্চিদানন্দ এবং জীব চিদানন্দ-কণ বিশেষ। জড় জগৎ ও জড়, ভগবানের তত নিকট তত্ত্ব নয় যেহেতু তাহাতে চিদ্বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু জীব স্বয়ং চিদ্বস্তু বলিয়া ভগবানের অত্যন্ত নিকট সম্বন্ধ তত্ত্ব। ভগবানের যেমত একটী স্বরূপ বিগ্রহ আছে, জীবের তদ্রূপ চিদ্দেহ নিত্যরূপে আছে। সেই চিদ্দেহ বৈকুণ্ঠ ধামে প্রকাশিত থাকে। জড় জগতে বদ্ধ হইয়া তাহা দুইটী আবরণে লুক্কাইত আছে। সর্ব্ব প্রথম আবরণটীর নাম লিঙ্গাবরণ। অহঙ্কার, মন ও বুদ্ধি ইহারা লিঙ্গ জগতের তত্ত্ব বিশেষ। জড়াপেক্ষা লিঙ্গ জগৎ সূক্ষ্ম, অতএব লিঙ্গাবরণ ও সূক্ষ্ম। স্থূল জগতে যে আত্মবুদ্ধি ও স্থূল সম্বন্ধে যে আমি বলিয়া অভিমান তাহাকেই অহঙ্কার বলে। জীবের যে জড় সঙ্গের পূর্ব্বে চিদ্দেহ ছিল তাহাতে যে আত্মাভিমান, তাহা ন্যায্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু জড়-সঙ্গ ক্রমে জড়ীয় বস্তুতে যে আত্মাভিমান তাহা ঔপাধিক ও অন্যায্য। ইহারই অন্য নাম অবিদ্যা। এই অহঙ্কারই জড় ও জীবের মধ্যবর্ত্তী বন্ধন সূত্র। জড়ে অবস্থিত হইয়া জীব জড়ে অভিনিবেশ করেন, তখন ঐ অহঙ্কার স্থূল হইয়া চিত্ত হয়। যখন জড়ে বিচার বৃত্তির চালনা করেন তখন ঐ কিঞ্চিৎ স্থূল তত্ত্ব বুদ্ধি নামে অভিহিত হয়। পরে ইন্দ্রিয় শক্তি দ্বারা যখন সাক্ষাৎ জড়কে আলোচনা করেন তখন ঐ তত্ত্বকে মন বলা যায়। অহঙ্কার হইতে মন পর্য্যন্ত যে তত্ত্ব তাহা শুদ্ধ জীব-নিষ্ঠ নয় এবং জড়ও নয়, এতন্নিবন্ধন তাহাকে লিঙ্গ বলা যায়। জীবের শুদ্ধাবস্থায় যে চিদ্দেহ চিৎকার্য্য ও চিদনুশীলন তাহার কিয়ৎ পরিমাণ লক্ষণ লিঙ্গ দেহে লক্ষিত হওয়ায় মধ্যবর্ত্তী তত্ত্বকে লিঙ্গ বলে। লিঙ্গবদ্ধ জীবের চিদ্দেহে যে আমিত্ব ও মমত্ব ছিল তাহা জড় সঙ্গে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া লিঙ্গ দেহে আবির্ভূত হইলে, চিদ্দেহ-গত উক্ত পরিচয় লুপ্ত প্রায় ও বিস্তৃত হইতে লাগিল। আপাততঃ লিঙ্গ দেহে আমিত্ব উদিত হইলে ঐ দেহ যে জড়দেহের সম্বন্ধে থাকে তাহাতেই আমিত্ব আরোপিত হয়। চিদ্দেহ-গত-জীবের যে কৃষ্ণ দাস বলিয়া আপনাকে অভিমান ছিল তাহা রূপান্তরিত হইয়া বিষয় দাস রূপ অভিমান উদিত হয়। এই অবস্থা ক্রমে জীবের মায়াবদ্ধতা সিদ্ধ হয়। জীবের চিদ্দেহের প্রথমাবরণ লিঙ্গ দেহ এবং দ্বিতীয়াবরণ স্থূল দেহ। স্থূল দেহ যে সকল কর্ম্ম করে তাহার

ফলকে সঙ্গে করিয়া লিঙ্গ দেহ দেহান্তর লাভ করে। স্থূল-লিঙ্গ-গত জীবের কর্ম্ম চক্র ও তুচ্ছ জ্ঞানোর্ম্মি আর নিবৃত্ত হইতে চাহেনা। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা কর্ম্মকে অনাদি ও অন্তবিশিষ্ট তত্ত্ব বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে কর্ম্ম জড় জগৎ ব্যতীত অন্যত্র নাই তাহা জীবের মুক্তি সহকারে বিনাশ লাভ করিবে ইহা সমস্ত তত্ত্ববাদীর মত। কিন্তু কর্ম্ম যে কিরূপে অনাদি হইল তাহা অনেকে স্পষ্ট বুঝিতে পারেন না। জড়ীয় কাল চিৎকালের জড় প্রতিফলন রূপে কর্ম্মের ব্যবহারোপযোগী জড় দ্রব্য বিশেষ। জীব বৈকুণ্ঠে চিৎকাল অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাহাতে ভূত ও ভবিষ্যৎরূপ অবস্থাদ্বয় নাই। কেবল বর্ত্তমান আছে। জড়বদ্ধ হইলে জীব জড়ীয় কালে প্রবেশ করিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান রূপ ত্রিকাল সেবক হইয়া সুখ দুঃখের আশ্রয় হন। জড়কাল চিৎকাল হইতে নিঃসৃত হওয়ায় চিৎকালের অনাদিত্ব প্রযুক্ত জীবের জড়ীয় কর্ম্মের আদি যে ভগবদ্বৈমুখ্য তাহা জড়কালের পূর্ব্ব হইতে আসিতেছে। অতএব জড়কালের সম্বন্ধে তটস্থ বিচারে কর্ম্মের মূল জড়কালের পূর্ব্বস্থ বলিয়া কর্ম্মকে অনাদি বলা হইয়াছে। স্পষ্টতঃ এই বলা যাইতে পারে যে কর্ম্ম, জড়কালের সম্বন্ধে অনাদি কিন্তু জড় কালের মধ্যেই ইহার অন্ত লক্ষিত হওয়ায় কর্ম্মকে বিনাশী বলা যুক্তি বিরুদ্ধ হয় না। জড় কালের মধ্যে কর্ম্মের আদি নাই কিন্তু অন্ত আছে।

উক্ত বিচার ক্রমে সিদ্ধান্তিত হইল যে জীব দুই প্রকার, মুক্ত ও বদ্ধ। মুক্ত জীব ঐশ্বর্য্যময় ও মাধুর্য্যময় স্বভাব ভেদে দ্বিবিধ। বদ্ধজীব পঞ্চ প্রকার, পূর্ণ-বিকচিত-চেতন, বিকচিত চেতন, মুকুলিত চেতন, সংকোচিত চেতন ও আচ্ছাদিত চেতন।

আদৌ মুক্ত জীবের বিচার সমাপ্ত হউক। নিত্য মুক্ত ও বদ্ধ মুক্ত এই দুই প্রকার মুক্ত জীব। যে সকল জীব কখন জড়বদ্ধ হন নাই, নিরন্তর বৈকুণ্ঠ বাস করিতেছেন তাঁহারা নিত্য মুক্ত। নিরন্তর অকপট, নিঃস্বার্থ ভগবৎ সেবাই তাঁহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া। তাঁহারা ভগবানের অনন্ত লীলার সহকারী। ভগবান যখন নিজ অচিন্ত্য শক্তি বলে প্রপঞ্চে বিজয় করেন তখন অনেক মুক্ত জীব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কখন জড় বদ্ধ হন না। ভগবানের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহারা শুদ্ধ ধামে গমন করেন। সেই সব জীব নিত্য সিদ্ধ ও ভগবানের নিত্য পরিকর। তাঁহারাও অনন্ত। বদ্ধ মুক্ত জীবগণের সর্ব্বতোভাবে নিত্য সিদ্ধগণের ন্যায় আচরণ।

তাঁহারা বদ্ধ ভাব হইতে মুক্ত হওয়ায় জড় জগতের সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। সময়ে সময়ে জড় জগতে আসিয়া উপযুক্ত জীবগণের প্রতি কৃপা পূর্ব্বক ভগবন্নিদেশ বিজ্ঞাপিত করেন। ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় সিদ্ধদেহে বিচরণ করেন এবং পুনরায় শুদ্ধ ধামে গমন করেন। তাহাতেও তাঁহারা আর বদ্ধ হন না। মুক্ত জীবদিগের চিন্ময় আশ্রয়, চিন্ময় অহঙ্কার, চিন্ময় চিত্ত, চিন্ময় মন চিন্ময় ইন্দ্রিয় ও চিন্ময় শরীর। তাঁহাদের অন্য সঙ্গ-পিপাসা নাই। ভগবৎ সেবা পিপাসাই তাঁহাদের প্রবল। সান্নিধ্য বশতঃ স্বীয় স্বীয় বিশেষানুসারে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ-গত বিচিত্র সেবায় সর্ব্বদা রত। যাঁহারা ঐশ্বর্য্য ভাব বিশিষ্ট তাঁহারা দাস্য পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন যাঁহারা মাধুর্য্য রত, তাঁহারা সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার সেবা লাভ করিয়াছেন। জীব সকল নিজ নিজ ভাবানুসারী স্বভাব স্বীকার করত কেহ কেহ স্ত্রীবৎ, কেহ কেহ পুরুষবৎ ভাবে অবস্থিত হন। তথায় জড় দেহের ন্যায় স্ত্রী পুরুষ ব্যবহার, সন্তানোৎপত্তি ও শারীরিক মলাদি বর্জ্জনের প্রয়োজনতা নাই। ভগবৎ প্রসাদ রূপ চিৎ সামগ্রী সেবন দ্বারা প্রীতি ধর্ম্মের পুষ্টি হয়। ভগবৎ সেবা জন্য পরস্পর সখাসখীসঙ্গ নিরন্তর থাকে। তথায় শোক নাই, ভয় নাই, মৃত্যু নাই। কোন প্রকার অভাব নাই। তথায় যে কাল আছে তাহা চিন্ময় অর্থাৎ সেই কালে ভূত ও ভবিষ্যৎ নাই কেবল বর্ত্তমান কাল সমস্ত ব্যাপার সম্পাদন করে। স্মৃতির প্রয়োজন নাই যেহেতু সিদ্ধ জ্ঞানগত স্মৃতি কার্য্য অনায়াসে বর্ত্তমান কালে হইয়া থাকে। আমি নিত্য কৃষ্ণ দাস বলিয়া আপনাকে জ্ঞাত হওয়ার নাম শুদ্ধ অহঙ্কার। আনন্দ অহরহ নিত্য নূতন ও অধিকতর ঘনীভূত হইয়া প্রকাশ হয়। তৃপ্তি বলিয়া একটী ব্যাপার তথায় নাই। লোভ ও আনন্দ অব্যবহিত ভাবে প্রচুর রূপে পরিলক্ষিত হয়। ভগবৎ সেবোপযোগী রসানুসারে অপূর্ব্ব অনন্ত প্রকোষ্ঠ নিত্য বর্ত্তমান। রস সমূহের মধ্যে শৃঙ্গার রসের সর্ব্বপ্রাধান্য, তন্মধ্যে সম্বন্ধ রূপ শৃঙ্গার অপেক্ষা কামরূপ শৃঙ্গার বলবান। সেই রসের পীঠ স্বরূপ নিত্য বৃন্দাবন তথায় সর্ব্বোপরি বিরাজমান। সকল রসেই ভগবান স্বয়ং সেব্য হইয়া একভাগ ও সেবক রূপে অন্য ভাগ গ্রহণ করিয়া সেই অন্য ভাগ-গত-স্বরূপকে তত্তৎ রস সেবীদিগের আদর্শ স্থল করিয়া অচিন্ত্য লীলা বিস্তার করিয়াছেন। শৃঙ্গারে শ্রীমতী রাধিকা, বাৎসল্যে শ্রীমন্নন্দ যশোদা, সখ্যে সুবলও দাস্যে রক্তক ইহাঁরা তত্তদ্রসগত ভগবানের সেবক ভাব বিশেষ। ইহার মধ্যে এইটুকু ভেদ আছে যে, শৃঙ্গারে শ্রীমতী যেরূপ সাক্ষাৎ ভগবদ্বিভাগ বিশেষ অন্যান্য রসে

বলদেবই একমাত্র সাক্ষাদ্বিভাগ। তাঁহার অঙ্গ ব্যূহ স্বরূপ শ্রীমন্নন্দ যশোদা, সুবল ও রক্তককে জানিতে হইবে। প্রকট সময়ে অচিন্ত্য শক্তি ক্রমে প্রপঞ্চ মধ্যে সপীঠ সানুচর ভগবান কৃষ্ণ চন্দ্র বিহার করেন। সেই সমস্ত বিহার কার্য্যে ভগবান, তাঁহার অনুচর সমূহ, তাঁহার রসোপকরণ সমস্ত এবং রস পীঠ যে প্রাপঞ্চিক চক্ষু গোচর হয় তাহা প্রপঞ্চ গত কোন বিধির অধীন নয়, কিন্তু ভগবদচিন্ত্য শক্তির স্বাধীন কার্য্য বিশেষ। কথিত হইয়াছে যে বদ্ধ জীব পঞ্চ প্রকার যথাঃ—

১। পূর্ণ বিকচিত চেতন।
২। বিকচিত চেতন।
৩। মুকুলিত চেতন।
৪। সংকোচিত চেতন।
৫। আচ্ছাদিত চেতন।

এতন্মধ্যে পূর্ণ বিকচিত চেতন, বিকচিত চেতন ও মুকুলিত চেতন বদ্ধজীবগণ নরদেহ প্রাপ্ত। সংকোচিত চেতন বদ্ধ জীবগণ পশু পক্ষী সরীসৃপ দেহ গত। আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষ ও প্রস্তর গতি প্রাপ্ত বদ্ধ জীব। কৃষ্ণ দাস্য বিস্মৃত হওয়ায় জীবের অবিদ্যা বন্ধন। ঐ বিস্মৃতি যত গাঢ় হয় ততই চেতন বিশিষ্ট জীবের জড় দুঃখাবস্থা প্রাপ্তি গাঢ় হইয়া পড়ে। চেতন ধর্ম্ম যেখানে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ে সে অবস্থা অত্যন্ত বহির্ম্মুখ অবস্থা। কেবল সাধুসংস্পর্শ ও তৎপদরজাপ্তি দ্বারাই সেই অবস্থা পরিমোচিত হয়। অহল্যা ও জমলার্জ্জুন ও সপ্ততাল বিষয়ে পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলেই ইহা প্রতীত হইবে। প্রদত্ত উদাহরণ ত্রয়ে ভগবৎ সংস্পর্শই সাধু সংস্পর্শ। পূর্ণ প্রেম প্রাপ্ত জীব অথবা ভগবান ব্যতীত আর কাহার সংস্পর্শে সে অবস্থা মোচন হয় না। চেতনধর্ম্ম যেখানে সংকোচিত সেস্থলেও (নৃগরাজার কৃকলাসত্ব মোচনে) কেবল ভগবৎ সংস্পর্শই একমাত্র কারণ। প্রাপ্ত-প্রেম পুরুষগণ অর্থাৎ নারদাদি ভক্ত ও সিদ্ধ জীবগণ কৃপা করিলেও সংকোচিত চেতন জীবের উদ্ধার হয়।

নৃদেহে যে মুকুলিত চেতন, বিকচিতচেতন, ও পূর্ণ বিকচিতচেতন জীব ত্রয়ের উল্লেখ করা গিয়াছে তাহার উদাহরণ অত্যন্ত সহজ। নরজীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই সহজে দেখা যাইবে। নর জীবন পঞ্চ প্রকার যথা :—

১। নীতি শূন্য জীবন।
২। কেবল নৈতিক জীবন।
৩। সেশ্বর নৈতিক জীবন।
৪। সাধন ভক্ত জীবন।
৫। ভাব ভক্ত জীবন।

নীতি শূন্য জীবনে ও কেবল নৈতিক জীবনে ঈশ্বর চিন্তা নাই। সেশ্বর

নৈতিক জীবন দুই প্রকার, অর্থাৎ কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবন এবং বাস্তব সেশ্বর নৈতিক জীবন। নীতি শূন্য জীবন, কেবল নৈতিক জীবন ও কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবনে, মুকুলিত-চেতন-জীবকে লক্ষিত করা যায়। যুক্তি পর্য্যন্ত মনোবৃত্তি তাহাতে পরিলক্ষিত হয়। তাহা অপেক্ষা উচ্চ বৃত্তির পরিচয় নাই। অতএব নরচেতন যতদূর সমৃদ্ধি যোগ্য তাহার সহিত তুলনা করিতে গেলে সেই অবস্থাত্রয়ে চেতন কেবল মুকুলিত হইয়াছে প্রস্ফুটিত হয় নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে। বাস্তব সেশ্বর নৈতিক জীবনে চেতন পুষ্পের প্রস্ফুটিত হইবার উন্মুখতা লক্ষিত হয়, যেহেতু তাহাতে এরূপ বিশ্বাস জন্মে যে সকলের কর্ত্তা, পাতা ও নিয়ন্তা এক জন পরম পুরুষ অবশ্য আছেন। তখনও ঐ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় নাই। সাধন ভক্ত জীবনে, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি রূপ পাপড়ী গুলি প্রসারিত হইতে থাকে। পূর্ণ রূপে প্রসারিত হইলেই ভাব ভক্তের জীবন আরম্ভ হয়। অতএব বাস্তবিক সেশ্বর নৈতিক জীবন ও সাধন ভক্ত জীবনেই বিকচিতচেতন জীব পরিলক্ষিত হন। ভাব ভক্ত জীবনে পূর্ণ বিকচিতচেতন জীবকে লক্ষ করা যায়। ভাব ভক্তি পূর্ণ হইলেই প্রেম ভক্তি হয়। ভাব ভক্তি বলিলেই প্রেম ভক্তিকে এস্থলে বুঝিতে হইবে। প্রেম ভক্তের জীবনান্তে জড় সম্বন্ধ থাকেনা। জীব তখন বদ্ধ মুক্ত হইয়া শুদ্ধ ধামে অবস্থিতি করেন।

স্বধর্ম্মানুভবই শুদ্ধ জ্ঞানের তৃতীয় প্রকরণ। স্বধর্ম্ম কাহাকে বলা যায়? উত্তর, স্বীয় ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম। বস্তু মাত্রেরই একটী একটী ধর্ম্ম আছে। বস্তু-ধর্ম্ম, বস্তু হইতে পৃথক্ নয়। ধর্ম্মেরই অন্যান্য নাম শক্তি, গুণ, প্রকৃতি ও বৃত্তি। ধর্ম্মই তদধিষ্ঠান বস্তুর এক মাত্র পরিচয়। অগ্নি যে কি বস্তু তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। অগ্নির ধর্ম্ম যে দগ্ধ করা, উত্তাপ দেওয়া ও প্রকাশ করা তাহা দ্বারাই, অগ্নিরূপ বস্তু পরিচিত হয়। যদি বলা যায় যে ধর্ম্ম বা গুণ বই বস্তু নাই, তাহাতে দোষ এই যে দুই তিনটী ধর্ম্ম একটী সাধারণ আধার ব্যতীত সর্ব্বত্র একত্র মিলিত হইত না। যখন সেরূপ লক্ষিত হইতেছে তখন বস্তু না মানিলে বিজ্ঞান বা সহজ জ্ঞান কোন ক্রমেই সন্তোষ লাভ করে না। বস্তু ধর্ম্মের তিনটী অবস্থা যথাঃ—

১। সুপ্তাবস্থা।

২। জাগ্রতাবস্থা।

৩। বিকৃতাবস্থা।

দেশালাই বা চকমকী ঘর্ষণে অগ্নি প্রকাশিত হয়। অগ্নির জ্যোতি, উত্তাপ ও দহন শক্তি ত্রয়ের প্রকাশ হয়। সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি রূপ বস্তু ও উপলব্ধ হয়। প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে ঐ ধর্ম্ম সকল সুপ্তাবস্থায় থাকে। পরে জাগ্রত হয়। জাগ্রত হইলে বিষয় ভেদে স্বাস্থ্য বা বিকৃতি লাভ করে। কাষ্ঠ পাইলে অগ্নির ধর্ম্ম সকল স্বাস্থ্য লাভ করত কার্য্য করিতে থাকে। কোন অনুপযুক্ত বস্তুতে সংলগ্ন হইয়া দগ্ধ করিতে থাকে কিন্তু আলোক দেয় না, বা আলোক দেয় কিন্তু দগ্ধ করে না। সেস্থলে আলোক প্রদান ধর্ম্মটী বিকৃত হইয়া থাকে। বস্তুতে একটী একটী মূল ধর্ম্ম থাকে, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি দ্বারা ক্রিয়া হয়। মূল ধর্ম্ম কোন এক বিশেষ বৃত্তিকে অবলম্বন করত বিকৃত অবস্থায় অন্য [illegible] বৃত্তির বিকৃত চালনা করিয়া থাকে। ইহাকেই ধর্ম্মবিকৃতি বলি। [illegible]ভাব কালে ধর্ম্মের সুপ্তি। যোগ্য বিষয় প্রাপ্তি হইলে ধর্ম্মের জাগ্রতাবস্থা। অযোগ্য বিষয় প্রাপ্তি হইলে ধর্ম্মের বিকৃতাবস্থা। ধর্ম্মের [illegible] সম্পন্ন করিতে হইলে তিনটী বিষয়ের যোগ্যতার প্রয়োজন। যে বস্তুকে ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাকে আশ্রয় বলি। ধর্ম্ম স্বয়ং বৃত্তি রূপ। যাহাতে ঐ বৃত্তি নিযুক্তা হয় তাহাকে বিষয় বলে। আশ্রয় যোগ্যতা, বৃত্তি যোগ্যতা ও বিষয় যোগ্যতা এবম্বিধ ত্রিবিধ যোগ্যতা মিলিত না হইলে কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে সুষ্টু হয় না। যে স্থলে যোগ্যতা ত্রয়ের কোন অংশে কোন অভাব বা ত্রুটী থাকে সেস্থলে কার্য্য ততদূর সদোষ হয়। বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তির পরস্পর এরূপ সম্বন্ধ যে পরস্পরের পবিত্রতা ক্রমে পরস্পর উন্নত হয়। বৃত্তির বিশুদ্ধ আলোচনা দ্বারা আশ্রয়ের শুদ্ধি ও উন্নতি বিধান করে। আশ্রয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির বিশুদ্ধতা স্বাভাবিক। বিষয় বিশুদ্ধ হইলে বৃত্তির শুদ্ধালোচনা ক্রমে আশ্রয়ের পুষ্টি ও তুষ্টি হইয়া থাকে। অতএব বিষয়, আশ্রয় ও বৃত্তি বা ধর্ম্ম ইহারা অন্যান্যাপেক্ষী।

বস্তু দুই প্রকার, চিদ্বস্তু ও জড় বস্তু। জড় বস্তু সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। এই জড় জগতে জীব ব্যতীত আর চিদ্বস্তু নাই। চিজ্জগতে ভগবান জীব ও পীঠাদি সমস্ত উপকরণই চিন্ময়। এজগতে জীব এক শ্রেণীর বস্তু ও জড় অন্য শ্রেণীর বস্তু। জড় বদ্ধ হইয়া জীবের এক প্রকার নূতন দশা হইয়াছে।

তন্মধ্যেও জীব একবস্তু।

বস্তু স্বরূপ জীবের ধর্ম্ম কি? সমস্ত জড় জগৎ অন্বেষণ করত কোন স্থলে

যাহা লক্ষিত না হয়, এবং জীবেই কেবল তাহা লক্ষিত হয় তাহাই জীবের ধর্ম্ম। উত্তম রূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে আনন্দকেই জীবের ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সমস্ত জীব যদি জড় জগৎ হইতে অন্যত্র নীত হয় তাহা হইলে এই জগৎ নিরানন্দময় হইয়া যায়। জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ ও পৃথিবী কোন স্থানেই আনন্দ আর লক্ষিত হইবে না। জীবই জগতের আনন্দ ধাম। পূর্ব্বেই স্থির করা হইয়াছে যে জীব চিদ্বস্তু, এক্ষণে দেখা গেল যে জীব আনন্দ ধর্ম্ম বিশিষ্ট। জীবের চিদ্দেহ যেরূপ জড় সঙ্গ ক্রমে লিঙ্গ ও স্থূল দেহ দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছে, তাহার আনন্দ রূপ ধর্ম্মও তদ্রূপ লিঙ্গ ও স্থূল গত হইয়া দুঃখ রূপে পরিণত হইয়াছে। সেই দুঃখের কিয়ৎ পরিমাণ যেখানে নিবৃত্তি লক্ষিত হয় সেই স্থলে একটী ক্ষণিক তত্ত্ব রূপ সুখ উপলব্ধ হয়। বস্তুতঃ সুখ ও দুঃখ উভয়ই আনন্দের বিকার বিশেষ।

জীব চিদানন্দ। শুদ্ধধামে সেই স্বরূপ ও সেই ধর্ম্ম নিত্য বিশুদ্ধরূপে প্রকাশিত আছে। জড় জগতে সেই স্বরূপ ও সেই ধর্ম্ম বিকৃত রূপে অবস্থিতি করে। চিৎ যে কি বস্তু তাহা যুক্তি দ্বারা বা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হয় না। চিৎই চিৎকে অবগত হইতে পারে। চিৎ জ্ঞপ্তি লক্ষণ সামগ্রী বিশেষ। সেই সামগ্রী দ্বারা জীবের সিদ্ধ দেহ, বৈকুণ্ঠধাম, ভগবন্নিলয়, ভগবদ্বিগ্রহ ইত্যাদি সমুদায় গঠিত। সেই সামগ্রী দ্বারা জীবের দেহ গঠিত, তাহাতে ইচ্ছাশক্তি যুক্ত হইলেই সেই চিৎ পদার্থের ধর্ম্মরূপ আনন্দ পরিচালিত হয়। সন্ধিনী হইতে চিদ্দেহ, সম্বিৎ হইতে ইচ্ছা ও হ্লাদিনী হইতে আনন্দ আসিয়া একত্রিত হইলে জীব প্রকাশিত হয়। জীবের দেহ চিৎ পরমাণু স্বরূপ, জীবের ইচ্ছা সম্বিতকণ বিশেষ, জীবের আনন্দ হ্লাদিনীর অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ। ইহাই জীবের স্বরূপ, ইহাই জীবের ধর্ম্ম। হ্লাদিনী হইতে উল্লাসরূপ জ্ঞপ্তি লক্ষণ জীবে প্রকাশিত হইলে জীবের রতি ধর্ম্মের উদয় হয়।

আনন্দ, প্রীতি, রতি এই সমুদায় পদবাচ্য যে জৈব ধর্ম্ম তাহাই জীবের স্বধর্ম্ম। মুক্ত অবস্থায় তাহা অকুণ্ঠ, বিমল ও অপ্রতিহত। জড়বদ্ধাবস্থায় সেই ধর্ম্ম বিকৃত। অতএব বদ্ধ জীবের স্বধর্ম্ম স্বরূপ-গত নয়, সম্বন্ধগত। নীতিশূন্য জীবনে ও নিরীশ্বর নৈতিক জীবনে বা কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবনে সেই স্বধর্ম্ম বিষয়রাগ রূপে বিকৃত। উক্ত ত্রিবিধ জীবনে বিকৃতির কিয়ৎ পরিমাণ তারতম্য আছে। তথায় বিপরীত বিষয়-গত হওয়ায় স্বধর্ম্ম নিতান্ত বিপরীত আকার লাভ করে। উত্তম বুদ্ধি লোকেরা উহাকে স্বধর্ম্ম না বলিয়া বৈধর্ম্মই

বলেন। নীতি শূন্য জীবনে আহার, নিদ্রা, স্ত্রীসঙ্গ, প্রভৃতি পাশব কার্য্যেই জীবের একমাত্র রাগ। নৈতিকেরাও তাহাকে বৈধর্ম্ম বলে। নৈতিক দিগের পক্ষে ঐ সমস্ত বিষয়ে রাগ চালিত হয়, কেবল কিয়ৎ পরিমাণ নিয়মকে দৃষ্টি পথে রাখে। বলিতে গেলে নীতি শূন্য জনের চরিত্র অপকৃষ্ট পশু চরিত্র। নীতিযুক্ত নিরীশ্বরদিগের চরিত্র উৎকৃষ্ট পশু চরিত্র। যেহেতু তদুভয় চরিত্রেই জীবের স্বধর্ম্ম নিতান্ত বিকৃত। বাস্তবিক ঈশ্বর বিশ্বাস সহকারে যাঁহারা নৈতিক জীবন স্বীকার করেন, তাঁহাদের বিষয় রাগ ঈশ্বর চিন্তাধীন হওয়ায় জীবের স্বধর্ম্ম ঐস্থলে বিকৃতি ত্যাগোন্মুখ হইয়া উঠে। বৈধভক্ত জীবনেই স্বধর্ম্ম অনেকটা প্রকাশ হয়। ভাব ভক্ত জীবনে তাহা পূর্ণ হয়। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে ও বৈধভক্ত জীবনে যে সকল অধিকার বিভাগ আছে, সেই সেই অধিকার-গত নিষ্ঠার সহিত যে পরেশ-ভক্তি তাহাকেই স্বধর্ম্ম বলিয়া বদ্ধ জীব সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুনের যুদ্ধ, উদ্ধবের বৈরাগ্যরূপ বার্ণিক কর্ম্মত্যাগ এই সকল স্বধর্ম্মের উদাহরণ। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে শুদ্ধ জীবের প্রীতিই স্বধর্ম্ম এবং বদ্ধ জীবের ভক্তিই মুখ্য স্বধর্ম্ম। কর্ম্মাদি সমস্তই গৌণ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ ভক্তির অধীন থাকিলে অধিকার ভেদে স্বধর্ম্ম ও ভক্তির বিপরীত আচরণ করিলে বৈধর্ম্ম রূপে পরিত্যজ্য। জড় বদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জীবের স্বধর্ম্ম শুদ্ধ হয়না। প্রীতি সম্পন্ন ব্যক্তিও স্বধর্ম্মকে পরিশুদ্ধ রূপে আলোচনা করিতে সক্ষম হন না। জড় মুক্ত হইবা মাত্র সেই আলোচনা বিশুদ্ধ হইয়া পড়ে। স্বধর্ম্মানুশীলন দ্বারা জীবের চিৎস্বরূপ ও স্বধর্ম্মরূপ প্রীতি উভয়েই ক্রমশঃ বিশুদ্ধতা লাভ করে।

ফলানুভবই জীবের শুদ্ধ জ্ঞানের চতুর্থ প্রকরণ। ফলানুভব পঞ্চ প্রকার যথা:—

১। বিকর্ম্ম ফলানুভব।
২। অকর্ম্ম ফলানুভব।
৩। কর্ম্ম ফলানুভব।
৪। জ্ঞান ফলানুভব।
৫। ভক্তি ফলানুভব।

নীতি শূন্য জীবন সর্ব্বদা বিকর্ম্মময়। পাপ কর্ম্মকে বিকর্ম্ম বলে। নিজের ইন্দ্রিয় সুখই সেই জীবনের এক মাত্র তাৎপর্য্য। পরলোক বলিয়া একটী বিশ্বাস সে জীবনে থাকেনা। এবম্ভূত জীবনের ফল এই যে পীড়া, অকাল-মৃত্যু, অকারণ বল বীর্য্যাদি ক্ষয়, মনের যাতনা অন্যান্য শাস্ত্রমতে নরকাদি

গমন, অযশ ও সকলের অবিশ্বাস প্রাপ্তি হয়। তদ্দ্বারা নরজীবন বিষম যন্ত্রণার পাত্র হইয়া পড়ে। কিঞ্চিন্মাত্র বুদ্ধি থাকিলে এরূপ ভয়ানক ফল কেহই স্বীকার করিতে চাহে না।

নিরীশ্বর নৈতিক জীবন ও কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবন সর্ব্বদাই অকর্ম্ম ময়। কর্ত্তব্য কর্ম্মের অকরণকে অকর্ম্ম বলে। নরজীবনের যত প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে তন্মধ্যে পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার উপাসনা বন্দনাদি নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তদভাবে জীবন অন্য প্রকারে নৈতিক হইলেও, অকর্ম্ম দ্বারা দূষিত থাকিল। নীতি দ্বারা শরীরাদি রক্ষা হইতে পারে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত নর ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করে সে পর্য্যন্ত সে কখনই সকলের বিশ্বাস ভাজন হইতে পারে না। ঈশ্বর বিশ্বাস যে হৃদয়ে নাই সে হৃদয় সূর্য্য শূন্য জগতের ন্যায় ভয়ানক। সময়ে সময়ে সেই হৃদয়ের অন্ধকার আশ্রয় করিয়া মহাপাতক পক্ষী সকল কোঠর নির্ম্মাণ করে। শাস্ত্রে এরূপ কীর্ত্তিত আছে যে নিরীশ্বর ব্যক্তি সমস্ত নীতি পালন করিয়াও নরকে গমন করে। ইহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হয়। কল্পিত সেশ্বর নৈতিক জীবন ধূর্ত্ততা দ্বারা সর্ব্বদা অসরল ও পাপ ময়। তাহার ফলও সহজে অনুভূত হয়।

যাঁহারা সরল ভাবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া নৈতিক জীবন স্বীকার করেন তাঁহারাই ভারতে বর্ণাশ্রমাচারবান পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। অন্যান্য দেশে সেই লক্ষণ সম্পন্ন পুরুষেরা বর্ণাশ্রম স্বীকার না করিয়াও সেই ধর্ম্মের তাৎপর্য্য মতে জীবন নির্ব্বাহ করেন। ব্যবহার স্থলে আমরা দেখিতে পাই যে উচ্চশ্রেণী লোককে অবলম্বন পূর্ব্বক বিধি লিপিবদ্ধ হয়, পরে ঐ বিধির তাৎপর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক অপর লোকের কার্য্য চলিতে থাকে। ভারত বাসীগণ আর্য্যশ্রেষ্ঠ; তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বর্ণাশ্রম বিধি নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই বিধির তাৎপর্য্যানুসারে অপর জাতি সকল সংসার নির্ব্বাহ করেন। সে যাহা হউক ঈশ্বরের উপাসনা অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়া তাঁহাদের জীবনকে বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম হইতে রক্ষা করে। তাঁহারা যাহা করেন তাহা কর্ম্ম। তাঁহাদের কর্ম্মকে কর্ম্ম বই অন্য নাম এই জন্য দেওয়া হয় না যে তাঁহারা কর্ম্মকে সর্ব্বোপরি তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করেন। ঈশ্বর ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফল প্রদান করিবার জন্য নিযুক্ত আছেন। এস্থলে ঈশ্বরও কর্ম্মাঙ্গ বিশেষ। সেই সকল কর্ম্ম দ্বারা ঈশ্বরের তুষ্টি সাধন করিলে তিনি স্বর্গবাসাদি ফল প্রদান করেন। এই জীবনে ঈশ্বর কর্ম্ম হইতে স্বাধীন হইতে পারেন না। অতএব

ঈশ্বরানুগত্য সহস্র কর্ম্মের মধ্যে একটী কর্ম্ম। তদ্দ্বারাও স্বর্গাদি ফল হয়। পুণ্য কর্ম্মের পরিমাণানুসারে স্বর্গাদি ফল ভোগ করিয়া জীব পুনরায় কর্ম্ম ক্ষেত্রে আসিয়া কর্ম্ম করেন। পুনঃপুন কর্ম্ম ও ফল, এইরূপ চক্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন। কর্ম্ম হইতে নিস্তার পাইবার পন্থা নাই, যেহেতু তন্মতে এরূপ নিস্তারের বাসনাটীও পাপ কর্ম্ম বিশেষ। মতান্তরে জীব সকল এই কর্ম্ম ক্ষেত্রে যে সকল কর্ম্ম করেন তাহার বিচার কোন এক নির্দ্দিষ্ট দিবসে হইবে। মৃত্যুর পর সেকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। যাঁহারা ভাল কর্ম্ম করিয়াছেন এবং নিজ নিজ আচার্য্যের অনুগত হইয়া আছেন তাঁহারা চির স্বর্গলাভ করিবেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐ সকল আচার্য্যকে স্বীকার করেন নাই বা ভাল কর্ম্ম করেন নাই, মন্দ কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহারা চিরকাল নরকে থাকিবেন। খ্রীষ্টিয়ান ও মুসলমান নামা সেশ্বর নৈতিক সম্প্রদায়গণ এইরূপ বিশ্বাস করেন। এরূপ বিশ্বাস যেস্থলে আছে সে জীবন উচ্চতর হইতে পারেনা। আদৌ একটী ক্ষুদ্র জীবনে জীব যাহা করিলেন তদ্দ্বারা তাহার অনন্ত ফল হইল। বিশেষতঃ জন্ম ও সঙ্গ বশতঃ বাল্য কাল অর্থাৎ বিবেক জন্মের পূর্ব্ব হইতে যাহারা পাপশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পাপাচরণ করিল, তাহারা চির নরক গমন রূপ ফল লাভ করিল! তাহাদের পুণ্য শিক্ষার সুবিধা হয় নাই। পক্ষান্তরে সদ্‌বংশ জাত ও বাল্যে সৎসঙ্গ প্রাপ্ত ব্যক্তি কি নিজের ক্ষমতা প্রকাশ করিল যে চিরস্বর্গ লাভ করিল? পরমেশ্বরের বিচার এরূপ হইলে আর দুর্ব্বল জীবের গতি কোথা! এই সকল মতস্থ ব্যক্তির ঈশ্বর সম্বন্ধীয় অনুভব অতিশয় ক্ষুদ্র, অতএব তাহাদের মতে যে কর্ম্ম ফল তাহাও [illegible] অযুক্ত ও তুচ্ছ। সংক্ষেপতঃ সেশ্বর নৈতিক জীবনটী কর্ম্মময়। [illegible]র্ম ও বিকর্ম্ম নাই বটে, কিন্তু ঐ জীবনে কর্ম্মের তিনটী বিভাগ আছে যথা—

১। নিত্য কর্ম্ম,—সন্ধ্যা বন্দনাদি।
২। নৈমিত্তিক কর্ম্ম,—শ্রাদ্ধাদি।
৩। কাম্যকর্ম্ম,—পুত্রেষ্টি যাগাদি।

সেশ্বর নৈতিক জীবনের দুইটী অবান্তর বিভাগ আছে অর্থাৎ নীচ প্রকৃতি জনিত সেশ্বর নৈতিক জীবন ও উচ্চ প্রকৃতি জনিত সেশ্বর নৈতিক জীবন। নীচ প্রকৃতি সেশ্বর নৈতিকেরা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মাপেক্ষা কাম্য কর্ম্মকে অধিক স্বীকার করে। উচ্চ প্রকৃতি সেশ্বর নৈতিকেরা কাম্য কর্ম্ম

মাত্রই স্বীকার করেন না। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মকে কেহ নিষ্কাম ভাবে, কেহ ব্রহ্মার্পণ সহকারে, কেহবা ভগবদর্পণ পূর্ব্বক স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মী তাঁহারা ও কর্ম্মপর। যাঁহারা ব্রহ্মার্পণ পরায়ণ তাঁহাদের কর্ম্ম, জ্ঞান সীমাকে লাভ করিয়াছে। যাঁহারা ভগবদর্পণ পরায়ণ তাঁহাদের কর্ম্ম, ভক্তি সীমাকে লাভ করিয়াছে। যে কর্ম্ম ভক্তি সীমাকে লাভ করে সে কর্ম্মের ফলই ভক্তি অতএব তাহাকেই গৌণী ভক্তি বলা যায়। বৈধ ভক্তগণ সেই অবস্থার কর্ম্মকে জীবন যাত্রার উপযোগী বলিয়া স্বীকার করেন। অন্য সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম ফলই অমঙ্গল জনক হইতে পারে। ফলকথা এই যে কর্ম্মফলের প্রতি বিশ্বাস নাই। জীবন ধারণের জন্য কর্ম্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, অতএব বদ্ধজীব সর্ব্বদা সতর্কতা সহকারে কর্ম্মফল স্বীকার করিবেন।

জ্ঞান ফলানুভব বিচার স্থলে কিছু বক্তব্য আছে। শুদ্ধ জ্ঞানের যে ফল তাহা প্রেম, অতএব সে ফলের বিচার এস্থলে হইবে না। ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান নৈতিক জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান, ও ব্রহ্ম জ্ঞান এই চারি প্রকার জ্ঞান জনিত ফলেরই বিচার হইবে। তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞানও নৈতিক জ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বিচার হইয়া গেল। এস্থলে ঈশ্বর জ্ঞানও ব্রহ্ম জ্ঞান ফলেরই কিছু কিছু বিবেচনা করা যাইবে। পূর্ব্বেই কথিত হইল যে ঈশ্বর জ্ঞান হইতে কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা নিরূপিত হয়। কর্ম্মের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। ফলভোগ করাইয়া পুনরায় নিজের অধীনে জীবকে আনিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করা একটী প্রবৃত্তি। ঈশ্বরকে সন্তোষ করাইয়া শান্তি প্রদান করা আর একটী প্রবৃত্তি। প্রথম প্রবৃত্তি পূর্ব্বেই বিচারিত হইল। দ্বিতীয় প্রবৃত্তি ক্রমে ঈশ্বরজ্ঞান জনিত কর্ম্ম ক্রমশঃ জীবের উন্নতি প্রদান করিতে প্রতিজ্ঞা করে, কিন্তু তাহা দিতে স্বয়ং অক্ষম হইয়া পড়ে। অষ্টাঙ্গ যোগ শাস্ত্রে ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা চিত্ত বশীভূত হইলে সেই সেই কর্ম্মই অবশেষে কৈবল্য প্রদান করিব বলিয়া ভরসা দেয়। সে কৈবল্যের আকার দেখিলেই বোধ হয় তাহা মিথ্যা। প্রথমে কথিত হইল যে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, ও আশয় হইতে অপরামৃষ্ট পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলি। সেই ঈশ্বর কেবল-স্বরূপ। জীবও যোগ ক্রমে সেই কৈবল্যলাভ করে। ভাল, কৈবল্য লাভ করিয়া অনেক জীব পরস্পর কি সম্বন্ধে থাকে এবং যে ঈশ্বরের কথা শুনিয়াছিলাম সেই বা তখন আমার সম্বন্ধে কি করে? অষ্টাঙ্গ যোগশাস্ত্রে এইপ্রশ্নের উত্তর নাই। তবে আমাকে কি বুঝিতে হইবে? আমি কি

এই স্থির করিব যে ঈশ্বর একটী কল্পিত পুরুষ বিশেষ? সাধন কালেই তাহার প্রয়োজন, পরে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না। তাহা হইলে যে সকল জীব কৈবল্যলাভ করে তাহারাই বা অনেক হইলে কৈবল্য কিরূপ হইল। এরূপ যদি সিদ্ধান্ত হয় যে ঈশ্বর একটী অবস্থা-বিশেষ, সেই অবস্থায় জীব সমূহ লয় হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর-সাযুজ্য বাদ হইল। যদি বল তাহাতে দোষ কি! তাহা অদ্বৈতবাদ মতের একটী পৃথক্ নাম মাত্র। একমত দুই নামে প্রচার করার আবশ্যক কি? যোগের ফল বিভূতি যেমত অনিত্য বলিয়া অগ্রাহ্য হয় তদ্রূপ চরম ফল যে কৈবল্য তাহাও ভক্তি বিরুদ্ধ বাদ বলিয়া অগ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। যোগের প্রতিজ্ঞাটী শুনিতে ভাল ছিল কিন্তু ফল অতি তুচ্ছ। ঈশ্বর জ্ঞান জনিত ফল বলিয়া অনেক শাস্ত্রে সালোক্য, সার্ষ্টি ও সামীপ্য এই মুক্তি ত্রয়কে বলিয়াছেন। সেই প্রকার মুক্তি বাস্তবিক ফল নয়, যেহেতু তদ্দ্বারা ভগবৎ সেবাই চরমে হইয়া থাকে। সেই সকল মুক্তিকে সেবাদ্বার বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। ঈশ্বর জ্ঞান যদি কৃষ্ণভক্তিকে পুষ্টি করে, তবে তাহার ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপটী শীঘ্র শুদ্ধজ্ঞান রূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ইহাতে ঈশ্বরজ্ঞান চরিতার্থ হয়। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে ঈশ্বরজ্ঞান কুপথগামী হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান রূপে পরিণত হয়। ব্রহ্ম জ্ঞানের ফল যে সাযুজ্য বা নির্ব্বাণ মুক্তি তাহা নিতান্ত হেয়। নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিয়া একটী ব্রহ্ম স্থাপন করা গেল। নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব বলিলে এই বুঝা যায় যে যত প্রকার অস্তিত্ব হইতে পারে তাহার বিপরীত যে তত্ত্ব তাহাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। অস্তিত্বের বিপরীত তত্ত্বের সহজ নাম নাস্তিত্ব। নির্ব্বাণ শব্দে নাস্তিত্বকে বুঝায়। ব্রহ্ম সাযুজ্য বলিলে নির্ব্বাণ বা নাস্তিত্বকে বুঝিতে হইবে। জীব ব্রহ্ম সাযুজ্য লাভ করিলেন বলিলে এই হয় যে জীবের সর্ব্বনাশ হইল। ইহাকে কি লাভ বলা যায়? এই ফলের জন্য কি যত্ন করা উচিত। অত্যন্ত ভগবদপরাধ ক্রমে কংশ শিশুপালাদি যে ফল লাভ করিয়াছে তাহা কি শিষ্ট লোকের অন্বেষণীয়। অতএব জ্ঞান ফল অতি তুচ্ছ। পক্ষান্তরে যুক্তিকেই যাঁহারা জ্ঞান বলেন, তাঁহারাও জানুন যে জ্ঞান ফল নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে যুক্তি জড় জগতের বাহিরে যাইতে সক্ষম নয়। যদি কখন যাইতে চেষ্টা করে সে কেবল নিজের লক্ষণাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক করিয়া থাকে তদ্দ্বারা প্রকৃতির অতীত তত্ত্বের বিচারে কোন ফল লাভ করা যায় না। কখন কখন যুক্তি নিরাশ হইয়া নাস্তিকতাকে প্রসব করে। সন্দেহ বাদ, নাস্তিক বাদ, জড়বাদ, নির্ব্বাণ বাদ

এ সমুদায় বাদই যুক্তির অনধিকার চর্চ্চা ক্রমে প্রসূত হয়। অতএব সর্ব্বতোভাবে জ্ঞান ফল জীবের অমঙ্গল জনক।

ভক্তি ফলানুভবই শেষ ফলানুভব। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে ভক্তিই জীবের স্বধর্ম। স্বধর্ম্মের ফলই স্বধর্ম্ম উন্নতি, আশ্রয় উন্নতি ও বিষয়ে বিশুদ্ধ রূপে অবস্থিতি। স্বর্গ, মুক্তি, জড়শরীর, মন, বদ্ধ আত্মার বিভূতি ও সমাজের উন্নতি এই সকল সম্বন্ধে ভক্তির কোন মুখ্য ফল নাই। ভক্তি অহৈতুকী ও জীবের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি। ভক্তি নিজে উন্নত হইয়া প্রেমরূপী হইতে পারে, ইহাই ভক্তির চেষ্টা। জড়বদ্ধ জীবকে আশু সেই অবস্থা হইতে স্বস্বরূপে নীত করিয়া স্বীয় কার্য্য পবিত্র রূপে সম্পাদন করিবে ইহাই ইহার চেষ্টা। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ভক্তির ফল ভক্তি বই আর কিছুই নয়। যে স্থলে ভুক্তি ও মুক্তি স্পৃহা থাকে, সে স্থলে ভক্তি লুক্কাইত হইয়া পড়েন। কর্ম্ম ও জ্ঞান ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ প্রতিজ্ঞাত ফল প্রদান করে. কিন্তু ভক্তি স্বতন্ত্রা, স্বয়ং সমস্ত ফলদানে সক্ষমা হইয়াও স্বধর্ম্ম উন্নতি ব্যতীত অন্য কোন ফল দেন না।

বিরোধানুভব শুদ্ধ জ্ঞানের পঞ্চম ও শেষ প্রকরণ। বিরোধানুভব চারি প্রকার যথাঃ—

১। পরেশ স্বরূপ বিরোধানুভব।
২। স্বস্বরূপ বিরোধানুভব।
৩। স্বধর্ম্ম স্বরূপ বিরোধানুভব।
৪। ফল স্বরূপ বিরোধানুভব।

পরমেশ্বরের রূপ, গুণ ও লীলা একত্রিত হইয়া তাঁহার স্বরূপকে উদয় করায়। তিনি নিরাকার বলিলে তাঁহার নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপের বিপরীত বাদ হইয়া উঠে। জড়ীয় রূপ নাই বলিয়া তিনি নিরাকার নন। তাঁহার গুণ অচিন্ত্য। কেবল সর্ব্বব্যাপী বলিলে তাঁহাকে ক্ষুদ্র গুণ বিশিষ্ট বলা হয়। মধ্যমাকার হইয়াও সর্ব্বত্র যুগপৎ পূর্ণরূপে বর্ত্তমান আছেন, এই গুণটী অলৌকিক ও অচিন্ত্য। তাঁহাকে নির্ব্বিশেষ বলিলে, একটী মাত্র নির্ব্বিশেষতা গুণ তাঁহাতে অর্পণ করিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র করা হয়। তিনি যুগপৎ সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ বলিলে অলৌকিক অচিন্ত্য গুণের পরিচয় হয়। জীব সকলকে মাতৃগর্ভে সৃজন করিয়া তাহাদের দ্বারা তাঁহার নির্ম্মিত সুখধাম জগতকে আর উন্নত করিয়া লইবেন এবং যে যত দূর তাঁহার ঐ প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে ততদূর তাহাকে সুখ প্রদান করিবেন, এই কল্পনায় এই জগৎ ও জীব সৃষ্টি করিয়াছেন বলিলে তাঁহার অচিন্ত্য লীলার বিরোধ বাক্য হয়। যে পুরুষ সিদ্ধ সঙ্কল্প ও

সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার যদি এরূপ ইচ্ছা থাকিত যে এই জগৎ ইহা অপেক্ষা অনেক উন্নত হইয়া সকল অভাব শূন্য হইবে, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছা মাত্রেই জগৎটী তদ্রূপই হইত। কতক হইল, আর কতক জীবের দ্বারা করিয়া লইবেন এরূপ বুদ্ধি যাঁহাদের আছে তাঁহারা ঈশ্বরকে অসিদ্ধ স্বর্ণকার, কর্ম্মকার, সূত্রধরদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র বলিয়া জানেন। এই রূপ অশুদ্ধ অকিঞ্চিৎকর সিদ্ধান্ত দ্বারা অনেক অনার্য্য-জুষ্ট মত জগতে প্রচলিত হইয়াছে। সর্ব্বতো-ভাবে স্বরূপতঃ ভগবান একতত্ত্ব হইয়াও দ্রষ্টা স্বরূপ জীবের অধিকারানুসারে উদয় ভেদ স্বীকার করেন। তদ্দৃষ্টে ভগবানের একতত্ত্ব অস্বীকার করাও পরেশ স্বরূপ বিরোধ কার্য্য। অচ্ছায় হইয়াও ভগবান ভক্তিযোগে শ্রীমূর্ত্তিতে প্রতিভাত হন ইহা তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি কার্য্য। সেই প্রতিভাত শ্রীমূর্ত্তি সেবন করাই ভক্ত জীবনের উচিতকার্য্য। তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহার স্বরূপ বিগ্রহ নাই বলিয়া যাঁহারা সেই নিরাকার তত্ত্বপাইবার জন্য মিথ্যা আকৃতি সৃষ্টি করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন তাঁহারা নিতান্ত পৌত্তলিক। তাঁহাদের উপাসনার ফলও তদ্রূপ। তন্মধ্যে কেহ বা পণ্ডিতা-ভিমানী হইয়া সেই পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রণবকে ধনু, আত্মাকে শর, ও ব্রহ্মকে তল্লক্ষ্য বলিয়া অধ্যাত্মযোগ সাধনে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই বলিয়া যুক্তি করেন যে পৌত্তলিকেরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই মৃৎ কাষ্ঠ নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি দেখেন, চক্ষু নিমীলন করিলেই সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়াভ্যন্তরে দেখিতে পাইয়া তাহাতেই সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন, ইহাতে বস্তু লাভ হয় না। তিনি এক প্রকার সত্য বাক্য বলিয়াছেন, কিন্তু নিজেও তদনুরূপ আর একটী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা পরমেশ্বরের মূর্ত্তি দেখেন নাই, তাঁহার যে মূর্ত্তি তাঁহারা প্রস্তুত করেন, তাহা অবশ্যই পৌত্তলিক, যেমত আমি সনাতন ঋষিকে দেখিনাই, একটী মূর্ত্তি করিলাম, তাহা ঠিক হইল না। পুনরায় সেই মূর্ত্তিতে প্রেম স্থাপন করিলে সনাতন পান কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ। কিন্তু যিনি সনাতনকে দেখিয়া তাঁহার ফটগ্রাফ (প্রতিচ্ছায়া বিশেষ) লইয়াছেন তিনি যখন সেই ফটগ্রাফ দর্শন করিবেন তখন চক্ষু নিমীলন করিলে বাস্তব সনাতনকে হৃদয়ে দেখিবেন। ফটগ্রাফটী কেবল সত্য ভাবের উদ্দীপক হয়। এস্থলে পৌত্তলিকতা হয় না। বরং ইহা স্মরণের একটী যথার্থ উপায় বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন। প্রণব ধনু প্রভৃতি প্রক্রিয়া দ্বারা যে অধ্যাত্ম যোগ সে কেবল সাধকদিগের পক্ষে একটী প্রাথমিক ব্যাপার মাত্র। তাহাতে

সাধক হৃদয় চরিতার্থ হয় না। ভগবৎ স্বরূপ দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ রূপ কতকগুলি প্রাথমিক ক্রিয়া আছে, তাহা তদধিকারীর পক্ষে কর্ত্তব্য বটে। যিনি ভগবৎ স্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, তিনি হৃদয়ে সেই স্বরূপকে অনুক্ষণ ধ্যান করেন এবং প্রাকৃত জগতে তদনুশীলন ব্যাপ্ত করিবার জন্য তদনুরূপ শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশ করেন। সেই শ্রীমূর্ত্তি দর্শকদিগের উদ্দীপকতত্ত্ব। যাথার্থ্য সাধক হইয়া তাহাদিগকে পরমার্থ প্রদান করেন। স্বরূপ দর্শনাধিকারীর পক্ষে মিথ্যা কল্পিত মূর্ত্তি যেমত অমঙ্গল জনক, স্বরূপাভাবরূপ ব্রহ্মযোগাদিও তদ্রূপ অনর্থকর। এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বস্তুলাভ হইবার পূর্ব্বে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। সামান্য ভাষায় তাহাকে বস্তু হাতড়ান বলে। এই সমস্ত ভগবৎ স্বরূপ বিরোধী মত সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য।

তত্ত্বান্ধ ব্যক্তিগণ পরমেশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান লাভে অশক্ত হইয়া ভক্তদিগের শ্রীবিগ্রহ সেবাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। মুসলমান-দিগের অসম্পূর্ণ ধর্ম্ম ও তৎপরে খ্রীষ্টীয়ান দিগের ক্ষুদ্র মত ও তদুভয়ের অনুগত ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতবাসীদিগের পবিত্র ধর্ম্ম বুদ্ধিকে দূষিত করিলে, নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীবিগ্রহের প্রতি অশ্রদ্ধা উদিত হয়। দুঃখের বিষয় এই শ্রীবিগ্রহ নিন্দা করিবার পূর্ব্বে কেহই এ বিষয়ের সম্যক্ বিচার করেন নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় আমরা এই প্রাপ্ত হই যে, যে ধর্ম্মে শ্রীবিগ্রহ সেবা নাই, সেধর্ম্ম নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। ভক্তি মার্গে শ্রীবিগ্রহ ব্যবস্থা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্মানুশীলনের অন্য উপায় নাই। অতএব নিন্দুকদিগের মতের যৎকিঞ্চিৎ বিচার করা আবশ্যক। শ্রীবিগ্রহ সেবা ও পৌত্তলিকতার মধ্যে প্রকাণ্ড ভেদ আছে। পরমেশ্বরের নিত্য স্বরূপকে অবলম্বন করত শ্রীবিগ্রহ পরিসেবিত হন। জীবের চিদ্দেহ গত চক্ষু দ্বারা পরমেশ্বরের স্বরূপ লক্ষিত হয়। ব্যাস নারদাদি বিদ্বজ্জন এবং সাধারণতঃ সমুদায় নিরূপাধিক ভক্তবৃন্দ পরানন্দ সমাধি সময়ে সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবানের নিত্য রূপ দর্শন করেন। মনোবৃত্তিতে সেই রূপের অহরহ ধ্যান করেন। প্রাকৃত জগতে সেই নিত্য রূপের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ শ্রীবিগ্রহ দর্শন করত নয়নানন্দ বর্দ্ধন করেন। এস্থলে শ্রীবিগ্রহ কখনই কল্পিত বা জীব নির্ম্মিত বস্তু হয় না। যাঁহার ভক্তি নাই তাঁহার পক্ষে ভগবৎ স্বরূপতা নাই কিন্তু ভক্তের নিকট তাহা নিত্য চিন্ময় মূর্ত্তির অর্চ্চাবতার। শ্রীবিগ্রহ ভগবৎ স্বরূপের সাক্ষাৎ নিদর্শন বই স্বরূপেতর বস্তু হইতে পারেনা, সমস্ত শিল্প ও বিজ্ঞানে যে রূপ অলক্ষিত তত্ত্বের স্থূল প্রতিভূ আছে, শ্রীবিগ্রহ সেইরূপ জড়

চক্ষের অলক্ষিত ভগবৎ স্বরূপের প্রতিভূ স্বরূপ। ভক্তদিগের ভগবৎ স্বরূপ প্রতিভূ যে যথাযথ তাহা ভক্তগণ বিশুদ্ধ ভক্তি বৃদ্ধিরূপ কল দ্বারা অনুক্ষণ পরীক্ষা করিতেছেন। বিদ্যুৎ পদার্থের সহিত বিদ্যুৎ যন্ত্রের যে প্রকৃত সম্বন্ধ তাহা কেবল বিদ্যুৎ ফলকোৎপত্তি রূপ কল দ্বারাই লক্ষিত হয়। তদ্বিষয়ে যাহারা অনভিজ্ঞ তাহারা বিদ্যুৎযন্ত্র দেখিলে কি বুঝিবে? যাহাদের হৃদয়ে ভক্তি নাই, তাহারা শ্রীবিগ্রহকে পুত্তলিকা বই আর কি বলিতে পারে! ভক্তদিগের সিদ্ধান্ত এই যে শ্রীবিগ্রহ সেবকেরা পৌত্তলিক নন। তবে পৌত্তলিক কে, ইহার সংক্ষেপ বিচার করা যাউক। ভগবৎ স্বরূপের সহিত সম্বন্ধহীন বস্তুকে যাহারা উপাসনা করে তাহারা পৌত্তলিক। তাহারা পঞ্চ প্রকার —

১। বস্তুজ্ঞানাভাবে যাহারা জড়কে ঈশ্বর বলিয়াপূজা করে।

২। জড়কে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া জড়-বিপরীত ভাবকে ঈশ্বর বলিয়া যাহারা পূজা করে।

৩। ঈশ্বরের স্বরূপ নাই স্থির করিয়াছে, কিন্তু স্বরূপ ব্যতীত চিন্তার বিষয় পাওয়া যায় না, তজ্জন্য যাহারা উপাসনা সুলভ করিবার জন্য ঈশ্বরের জড়ীয় রূপ কল্পনা করে।

৪। যাহারা চিত্ত বৃত্তির শুদ্ধতা ও উন্নতির জন্য ঈশ্বর কল্পনা করত তাহার একটী কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান করে।

৫। জীবকে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে।

অসভ্য বন্য জাতিগণ, অগ্নি পূজকগণ ও জোভ সেটার্ণ প্রভৃতি গ্রহপূজক গ্রীক দেশীয় ব্যক্তিগণ প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক। যে সময়ে ঈশ্বরের স্বরূপ জ্ঞান উদয় হয় নাই অথচ জীবের ঈশ্বর বিশ্বাস স্বভাবতঃ থাকে, সেই সময় অজ্ঞান বশতঃ যে চাকচিক্য বিশিষ্ট বস্তুতে ঈশ্বর পূজা দেখা যায় তাহাই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। অধিকার বিচারে ঐ রূপ পৌত্তলিকতার নিন্দা নাই।

জড়ীয় জ্ঞানের অত্যন্ত আলোচনা ক্রমে যুক্তিদ্বারা সমস্ত জড়ীয় গুণের বিপরীত একটী নির্ব্বিশেষ ভাবকে যখন ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিকতা উপস্থিত হয়। নিরাকার বাদী মাত্রই ঐ শ্রেণীর পৌত্তলিক। নির্ব্বিশেষ ভাব কখনই ঈশ্বরের স্বরূপ বা স্বরূপ সম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারেনা। ঈশ্বরের অনন্ত বিশেষের মধ্যে নির্ব্বিশেষতাকে একটী বিশেষ বলিলে স্বরূপ সম্বন্ধীয় ভাব হইতে পারে। ঈশ্বরের স্বরূপ জড়-বিলক্ষণ বটে, কিন্তু জড়-বিপরীত নয়।

চরমে নির্ব্বাণকে যাঁহারা লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু, শিব, প্রকৃতি, গণেশ ও সূর্য্যের সগুণমূর্ত্তি সকলকে সাধনের উপায় বলিয়া কল্পনা করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিত্য স্বরূপ মানেন না, অতএব কল্পিত মূর্ত্তি সেবা করত তৃতীয় শ্রেণীর পৌত্তলিক মধ্যে পরিগণিত হন। আজকাল যাহাকে পঞ্চ উপাসনা বলিয়া বলা যায় তাহা এই শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। কোন গুণকে অবলম্বন করত তদ্বিপরীত ধর্ম্ম যে গুণশূন্যতা তাহা কিরূপে লভ্য হইতে পারে তাহা বোধ গম্য হয় না।

যোগীদিগের কল্পিত বিষ্ণু মূর্ত্তি ধ্যানই চতুর্থ শ্রেণীর পৌত্তলিকতা। তদ্দ্বারা অন্য কোন লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবানের নিত্য স্বরূপ সাক্ষাৎকার রূপ পরম লাভ হয়না।

যাঁহারা জীবকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করেন তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণীর পৌত্তলিক। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষা মতে ইহা অপেক্ষা আর বৃহৎ অপরাধ নাই। যে সকল জীব পূজার্হ তাঁহাদিগকে ভগবদ্ভক্ত বলিয়া পূজা করিলে, আর জীবে ঈশ্বর বুদ্ধিরূপ অপরাধ করিতে হয়না। শ্রীরাম নৃসিংহাদির স্বরূপ ভজন যে পৌত্তলিক ব্যাপার নয় তাহা মৎকৃত শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।

উক্ত পাঁচ প্রকার পৌত্তলিকেরা যে কেবল ভগবৎ স্বরূপের নিন্দা করিয়া থাকে তাহা নয়, তাহারা অকারণ পরস্পরের নিন্দা করে। প্রথম শ্রেণীর পৌত্তলিক জড়ীয় আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব গুণকেই ঈশ্বরের প্রধান গুণ মনে করিয়া ভগবৎ স্বরূপের অবহেলা করে এবং কল্পিত ও পরিমিত দেবাকার সকলের নিন্দা করিতে থাকে। ইহার মূল তাৎপর্য্য এই যে সমান অধিকারেই সাপত্ন্য ভাবও তজ্জনিত কলহ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। পৌত্তলিক মাত্রেই পৌত্তলিকের নিন্দা করেন। অপৌত্তলিক, স্বরূপলব্ধ, ভগবদ্ভক্তের কোন পৌত্তলিকের প্রতি বিদ্বেষ নাই। তিনি এই মাত্র মনে করেন যে যে পর্য্যন্ত স্বরূপ লাভ হয় নাই, সে পর্য্যন্ত কল্পনা বই আর কি করিবে? কল্পনা করিতে করিতে সাধু সঙ্গ ক্রমে কল্পনাকে হেয় জ্ঞান করিয়া স্বরূপ জ্ঞান হইবে। তখন আর বিবাদ করিবে না।

জীবের স্বীয় স্বরূপ সম্বন্ধে যত প্রকার বিরোধ আছে তাহা অনুভব করিয়া পরিত্যাগ করিবে। চিদানন্দ স্বরূপ জীবকে একপক্ষে জড়মধ্য-গত করিয়া অনেক জড়ীয় ভাব দ্বারা অন্বিত করা যায়। জড়-দেহ-গত জীব ঔপাধিক ধর্ম্ম যোগে আপনাকে শুদ্ধ জীব হইতে অন্যতর বস্তু বলিয়া বোধ করেন।

মাতৃগর্ভেই জীবের উৎপত্তি, ক্রমশঃ এই জীবনে ধর্ম্মালোচনা করিলে পরমেশ্বর তুষ্ট হইয়া তাহাকে একটী নির্দ্দোষ স্বরূপ প্রদান করিবেন। ইহাই এক প্রকার জীবের স্বস্বরূপ বিরোধ। ইহা খ্রীষ্টান, মুসলমান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মই অবিদ্যা গত হইয়া জীব হইয়াছেন, আমি ব্রহ্ম এই প্রকার অনুসন্ধান করিতে করিতে অবিদ্যা বিগত হইলে জীবের জীবত্ব নাশ হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ হইবে। ইহা পেনথিষ্ট, থিয়সফিষ্ট ও অস্মদ্দেশীয় অভেদব্রহ্মবাদীর মত। ইহা স্পষ্টই জীবের স্বরূপ বিরোধ। জীব ঘটনা বশতঃ জড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জড়ের ও নিজের পার্থিব উন্নতি সাধন করিতে করিতে যখন পঞ্চত্ব লাভ করিবে তখন তাহার নাশ হইবে। কেহ বা বলেন তাহার দেহসত্তা নাশ হইলেও তাহার ক্রিয়াদিতে শক্তি বর্ত্তমান থাকিয়া অন্য জীবের উন্নতি সাধন করিবে। ইহা চার্ব্বাক, কম্‌টী, মিল ও সোসিয়ালিষ্ট প্রভৃতি নাস্তিকগণের জীব-স্বরূপ-বিরোধী মত। জীব অনেক জন্ম হইতে কর্ম্ম স্বীকার করিয়া ক্লেশ পাইতেছে। প্রেম, মৈত্রী বৈরাগ্য শিক্ষা দ্বারা ক্রমশঃ স্বভাব শুদ্ধ হইয়া অবশেষে বুদ্ধত্ব ও চরমে নির্ব্বাণ লাভ করিবে। ইহা শাক্য সিংহ প্রচারিত বৌদ্ধদিগের এবং চতুর্ব্বিংশতি ভগবৎসংখ্যা বিশ্বাসী জৈন দিগের মত। ঘটনা বশতঃ জীব এই সংসারে উৎপন্ন হইয়া মহাক্লেশে পতিত হইয়াছে। সংসারের কোন সুখ স্বীকার না করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ পূর্ব্বক মরণ লাভ করিলেই তাহার শান্তি। ইহা স্কুপেনহয়ার প্রভৃতি পেসিমিষ্ট দলের মত। প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ দ্বারা জীবত্ব। জীবত্বের উচ্ছেদই পরম পুরুষার্থ। কর্ম্ম নিমিত্তই হউক বা বিবেক নিমিত্তই হউক প্রকৃতি ও পুরুষের ভোগ্য ভোক্তৃত্ব ভাব অনাদি, তাহা উচ্ছেদ করিতেপারিলে, ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির রূপ পুরুষার্থ। এই মতটী সাংখ্য মত। ইহাতে জীবের অত্যন্ত স্বরূপ বিরোধ আছে। জীবকৃত কর্ম্মের দ্বারা যে অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়, তাহাই জীবেরে কর্ম্মফল দাতা। জীবের মোক্ষ বা ঈশ্বরের ঐশ্য এইমতে নাই। ইহা জৈমিনী কৃত পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শনের মত। জীবের নৈষ্কর্ম্ম্য ও অপরিজ্ঞাত অবস্থা যে কৈবল্য, তাহা আদৌ ক্রিয়াযোগ দ্বারা বিস্তৃতিও উদয়কালে বৈরাগ্য যোগ দ্বারা লভ্য হয়। এই পাতঞ্জল মত যে জীবের স্বরূপ বিরোধীমত তাহা পূর্ব্বেই দর্শিত হইয়াছে। গৌতম যিনি ন্যায়শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবং কণাদ যিনি বৈশেষিক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, সেই উভয় মুনিকৃত শাস্ত্রে পরমাণ্বাদির যেরূপ নিত্যতা জীবও ঈশ্বরের তদ্রূপ নিত্যতা স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাতে

জীবের চিত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। জীবকে অণু বলা হইয়াছে, মনকেও অণু বলা হইয়াছে। তাহাতে লিঙ্গ স্বরূপ বলিয়া জীবকে স্থির করা হয়। কোন কোন নৈয়ায়িক মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। সে মুক্তি ত ব্রহ্ম সাযুজ্য মুক্তির ন্যায় জীবের সর্ব্বনাশ বিশেষ। শঙ্করাচার্য্য যে বেদান্ত ভাষ্য করিয়াছেন তাহাতেও জীব অনিত্য। বেদান্ত শাস্ত্রই যথার্থ মঙ্গলময় শাস্ত্র। ঐ শাস্ত্রের যে সব ভক্তি পোষকভাষ্য আছে তাহাতেই জীবের শুদ্ধ স্বরূপ বিচারিত হইয়াছে। প্রত্যুত পূর্ব্বোক্ত মত সমূহই জীবের স্বরূপ বিরোধীমত। সে সমুদায়ই পরিহার্য্য।

স্বধর্ম্ম স্বরূপ বিরোধানুভব করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। ভগবচ্ছ্রদ্ধা, ভগবদানুগত্য, ভগবন্নিষ্ঠা, ভগবদ্রুচি, ভগবদাসক্তি, ভগবদ্রতি, ভগবদনুরাগ, ভগবৎ প্রীতি, ভগবদ্ভাব প্রভৃতি শব্দ দ্বারা যে ভগবদ্ভক্তিকে উদ্দেশ করে সেই ভক্তিই জীবের স্বধর্ম্ম। বিকর্ম্মবুদ্ধি, অকর্ম্মবুদ্ধি, কর্ম্মবুদ্ধি, অযুক্ত বৈরাগ্যবুদ্ধি, ও শুদ্ধ জ্ঞানেতর জ্ঞান, ইহারা সকলেই জীবের স্বধর্ম্ম বিরোধী ভাব। পূর্ব্বে ঐ সকল, বিষয়ের বিচার হইয়াছে, অতএব তদ্দৃষ্টে স্বধর্ম্ম বিরোধানুভব করাই শ্রেয়।

ফল স্বরূপ বিরোধানুভব ও নিতান্ত কর্ত্তব্য। ভক্তির যাহা ফল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ভুক্তি অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগ, মুক্তি অর্থাৎ সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পঞ্চপ্রকার জড়মোচন, কোন কোন মতে ভক্তির ফল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ভুক্তি যে ভক্তির ফল তাহাকে ভক্তি শাস্ত্রে ভক্তি বলেনা। ভক্তির যে লক্ষণ পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে, তাহাতে ভোগেচ্ছা একবারেই থাকেনা। ভুক্তি ভক্তির ফল নয়, কর্ম্মের ফল। ভক্তি ব্যতীত কোন প্রকার সাধন দ্বারা কোন ফল হয় না, অতএব কর্ম্ম ভক্তিকে নিজাভীষ্ট ফলদানের জন্য বরণ করিলে ভক্তি তাহা দিয়া স্থানান্তরিত হন। ভুক্তিকে কর্ম্ম ফল বলাই বৈজ্ঞানিক মীমাংসা। অবিদ্যাই জীবের বন্ধন, শুদ্ধজ্ঞান উদয় হইলে অবিদ্যা দূর হয়, জীব স্বস্বরূপ লাভ করে। অতএব মুক্তি জ্ঞানেরই ফল। ভক্তির ফল নয়। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য ইহারা সেবোপযোগী অবস্থা বিশেষ। কিন্তু একান্ত ভগবৎ ভক্তগণ ভগবৎ সেবা ব্যতীত কিছুই চান না। সেবা লাভের জন্য অবান্তর অবস্থা রূপে মুক্তি সকল শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা আনীত হয়। অতএব তাহারা কখনই ভক্তি ফল নয়। মুক্তি জীবের জড় মোচন রূপ অবস্থা বিশেষ। ভক্তি তৎপূর্ব্বেও তৎপরেও থাকে। মুক্তির পরেও যে ভক্তি থাকে তাহার ফল কি? যাহা

তাহার ফল তাহাই ভক্তির ফল। মুক্তিকে ভক্তির ফল বলিয়া বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন না। ভক্তিই ভক্তির ফল। যে স্থলে ভুক্তি বা মুক্তি বাঞ্ছা হৃদয়ে থাকে সেখানে শুদ্ধা ভক্তি উদিত হয় না। অতএব ভুক্তি ও মুক্তি বাঞ্ছাই ভক্তির স্বরূপ বিরোধী।

যে পঞ্চপ্রকার জ্ঞান বিচারিত হইল তন্মধ্যে ইন্দ্রিয়ার্থ জ্ঞান, নৈতিক জ্ঞান, ঈশ্বর জ্ঞান ইহারা গৌণ অর্থাৎ শরীর, মন, বদ্ধ আত্মা ও সমাজ সম্বন্ধীয়, অতএব জীবের পক্ষে অসম্পূর্ণ ও অকিঞ্চিৎ কর। ব্রহ্ম জ্ঞানটী ঈশ্বর জ্ঞানের একটী উপশাখা মাত্র। উহা সাধন পক্ষে কোন কোন স্থলে কিয়ৎ পরিমাণে উপকার করে, কিন্তু প্রায়ই অনুপকারী। ঐ সমস্ত জ্ঞান, জ্ঞান হইলেও হেয়। শুদ্ধ জ্ঞানই এক মাত্র উপাদেয় জ্ঞান। যেহেতু তাহা ভক্তির [illegible] সহচর। ভাব ভক্তদিগের ভগবৎ গুণাখ্যানে যে আসক্তি হইয়া থাকে, শুদ্ধ জ্ঞানই সেই আসক্তির এক মাত্র বিষয়। ভগবল্লীলা জ্ঞান না হইলে তাঁহার গুণাখ্যান ও তৎশ্রবণ কীর্ত্তনাদি সম্ভব হয় না। ভগবান মধ্যমাকারেও যে অপরিমেয় সেই গুণের আখ্যান স্বরূপ যশোদা কর্ত্তৃক ভগবদ্বন্ধন প্রথমে সম্ভব হয় নাই, পরে অপরিমেয় হইলেও ভক্তির নিকট ক্ষুদ্রতা স্বীকার করেন এই তত্ত্বানুসারে অনায়াসেই বন্ধন করিলেন। এই সমস্ত ভগবল্লীলা কথা কেবল শুদ্ধ জ্ঞান জনিত তত্ত্ব নিচয়। অতএব ভাবভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞানের ঐক্য বিবেচনায় অশুদ্ধজ্ঞান সকলকে জ্ঞান বলিয়া ভক্তিশাস্ত্রে জ্ঞানের নিন্দা শুনযায় শুদ্ধজ্ঞানকে জ্ঞান কাণ্ড বলেনা। জ্ঞানকাণ্ড কেবল পূর্ব্বোক্ত অপর চারি প্রকার জ্ঞান। তাহা ভক্তের পরিত্যজ্য।

ইহাতে আর একটী সূক্ষ্ম বিচার আছে। জ্ঞানের তিনটী বিভাগ, জিজ্ঞাসা, সংগ্রহ ও আস্বাদন। ভাব ভক্তদিগের পক্ষে জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ পূর্ব্বেই সাধন ভক্ত জীবনে শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের আর্থাস্বাদন দ্বারা সমাপ্ত হইয়াছে। ভাব-ভক্ত জীবনে জ্ঞানের আস্বাদন অংশ কেবল বর্ত্তমান থাকে। এই আস্বাদন অংশ মুক্তি লাভের পরেও নিত্য ধামে জাজ্বল্যমান থাকে, বরং জড় বদ্ধাবস্থায় তাহা কিয়ৎ পরিমাণে কুণ্ঠিত থাকে। মুক্ত জীবের পক্ষে তাহা বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করে। যে পীঠে ভগবদাস্বাদন রূপ জ্ঞানাংশে বিগত-কুণ্ঠতা আছে সেই পীঠকেই পণ্ডিতেরা বৈকুণ্ঠ বলেন। শুদ্ধ জ্ঞানের আস্বাদন অর্থাৎ পরেশানুভব, বিরক্তি অর্থাৎ ভক্তির অনুপযোগী বস্তুতে ঔদাসীন্য ও ভক্তি অর্থাৎ ভগবদ্রাগ ইহাঁরা যুগপৎ ভক্ত হৃদয়ে বাস করেন।

ইহাঁরা একই বস্তু। ভক্তি যে স্থলে বস্তু বলিয়া গৃহীত সে স্থলে শুদ্ধ জ্ঞান অর্থাৎ ভগবদনুভব ও বিরক্তি তাহার ধর্ম্মরূপে কার্য্য করে।

চতুর্থ ধারা—রতি বিচার।

জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করিলাম। এক্ষণে ভাব ভক্তির সম্বন্ধে আর যে কিছু বক্তব্য আছে তাহা বলিব। ভাব ভক্তি সাধন ভক্তি হইতেই উত্থিত হউক অথবা কৃষ্ণ বা তদ্ভক্ত প্রসাদ হইতেই উত্থিত হউক, কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ব্যতীত পুষ্ট হইতে পারে না। কৃষ্ণ ভক্তের প্রতি অপরাধ জন্মিলে সেই অমূল্য রতিধন ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে হইতে অভাব হইয়া পড়ে অথবা ন্যূন জাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। অতএব যত্নের সহিত ভক্ত সঙ্গ করা ও ভক্তের প্রতি কোন অপরাধ না হয় এরূপ যত্ন করা জাত-ভাব পুরুষের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

কোন কোন স্থলে এরূপ সন্দেহ হয় যে যে রতিকে এত অমূল্য ধন বলিয়া ব্যাখ্যা করা গেল তাহা ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য পাত্রেও লক্ষিত হয়। ভক্তগণের শুদ্ধ রতির উপলব্ধির জন্য উক্ত বিষয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা অন্য কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তির ভজন লিঙ্গকে বিদ্বেষ করিয়া কিছু বলিব না, কিন্তু ভক্তগণের জিজ্ঞাসা ক্রমে তাঁহাদের ভক্তি দার্ঢ্যের জন্য যাহা কিছু বলিতেছি তাহাতে যদি অগত্যা অন্য সম্প্রদায়ের ভজন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধ বাক্য হয়, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। জীবের ভাগ্য ক্রমেই শুদ্ধ ভক্তিতে রতি হয়। গ্রন্থ রচনাপূর্ব্বক অপরকে রতি শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। যাঁহাদের শুদ্ধ ভক্তিতে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদেরই জন্য যখন এই গ্রন্থ প্রণীত হইল তখন অপর সম্প্রদায়ের লোক যদি ঘটনা ক্রমে ইহা পাঠ করেন, তাহাতে আমাদের দোষ নাই। যদি ভাগ্য ক্রমে ঐক্য হন, তবে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল। যদি ঐক্য না হন, তবে এই গ্রন্থ অন্যের হস্তে অর্পণ করিবেন, আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না, ইহাই আমাদের সবিনয় প্রার্থনা।

অভেদ ব্রহ্ম বাদীদিগের মত এই যে ব্রহ্ম নির্গুণ। কোন সগুণ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা হয় না। জীব সগুণ, অতএব সগুণ উপাসনা বই জীবের আর গতি নাই। এতন্নিবন্ধন জীব প্রথমে সগুণ তত্ত্বে

কল্পিত কোন মূর্ত্তিকে উপাসনা করিতে করিতে, ক্রমশঃ বুদ্ধি স্থির হইলে নির্গুণ লক্ষণ ব্রহ্মের প্রতি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অনুসন্ধানকে নিযুক্ত করিবেন। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে অভেদ ব্রহ্মবাদ মতের এক জন প্রধানাচার্য্য শ্রীশঙ্কর স্বামী এই রূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে বৈরাগ্য, বিবেক, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুমুক্ষুতা এই নয়টী সাধন যোগে পুরুষ বিচার করিতে করিতে কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত সাধন সমূহ কিরূপে প্রভূত হয় তদ্বিচারে বলিয়াছেন যে স্ববর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, তপস্যা ও হরিতোষণ এই তিনটী প্রক্রিয়া সুষ্টুরূপে করিতে পারিলে উক্ত নব বিধ সাধনের উপযোগী হওয়া যায়। সগুণ দেবতা মাত্রের উপাসনাকে হরিতোষণ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। অদ্বৈত বাদীর মতে প্রকৃতি, সূর্য্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণু ইঁহারাই পঞ্চবিধ সগুণ দেবতা। এই পাঁচটী দেবতার উপাসনাকাণ্ড পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পঞ্চ উপাসনা পদ্ধতি সম্মত তন্ত্র সকল বিরচিত হইয়াছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে ঐ সকল দেবতার উপাসনা করিতে করিতে চিত্তৈকাগ্র্য রূপ ফল হয়। সেই ফল সাধন ক্রমে নির্ব্বিকল্পতা লাভ করত নির্ব্বিশেষা-ভিনিবেশ লক্ষণ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। সেই জ্ঞানের গাঢ়তা হইলে আমিই ব্রহ্ম এই রূপ জ্ঞান হয়।

গাঢ় রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সিদ্ধান্ত হয়, যে অদ্বৈত বাদীগণ ব্রহ্মকেই এক মাত্র বস্তু বলেন। অন্য সকলই অবস্তু। প্রথম সাধন কালে যে দেবোপাসনা করার বিধান হইল, সে দেবতাও অবস্তু। নির্ব্বিশেষ অবস্থায় সে দেবতা নাই। অতএব সে দেবতা কাল্পনিক। এই মতের অন্তর্গত যে রাম কৃষ্ণাদি মূর্ত্তি তাহাও কাল্পনিক। কাল্যাদি প্রকৃতি, সূর্য্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণু তাঁহাদের মতে কল্পিত দেবতা। অষ্টাঙ্গ যোগীও পঞ্চো-পাসকগণও তাঁহাদের অনুগত এবং চরমে সকলেই ব্রহ্মবাদী ও মুক্তি পক্ষগ। উপাস্য দেবতাকে মিথ্যা ও কল্পিত জানিয়াও তাঁহাদের উপাসনা করেন। তাঁহাদের উপাসনা কালে যে রতির লক্ষণ দেখা যায় তাহাকেই তাঁহারা রতি বলিতে চাহেন। উৎসবকালে তাঁহারা কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হইয়া নৃত্য করেন। এই সমস্তই রতি লক্ষণ বটে কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও নিরুপাধিক রতির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি তাহা নয়।

রতি কত প্রকার? উত্তমরূপে বিচার করিলে পাঁচ প্রকার রতি জগতে লক্ষিত হয়। যথাঃ—

১। শুদ্ধা রতি।
২। ছায়া রতি।
৩। প্রতিবিম্বিত রতি।
৪। জড় রতি।
৫। কপট রতি।

শুদ্ধা রতিকে শাস্ত্রে আত্ম রতি, ভাগবতী রতি, চিদ্রতি, ভাব এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে। জীব বিশুদ্ধ দশায় যে বৃত্তি দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের সহিত যোজিত থাকেন তাহার নাম রতি। সে সময় আর বিষয়ান্তরে রতি থাকে না। একনিষ্ঠতাই রতির লক্ষণ। আর্দ্রতা মাসৃণ্য, উল্লাস, রুচি, আসক্তি এ সমুদায় রতি তত্ত্বের অবস্থা ভেদ মাত্র।

সেই শুদ্ধা রতির কিয়ৎ পরিমাণ আবির্ভাবকে ছায়া রতি বলে। তাহার ক্ষুদ্রতানিবন্ধন সে ক্ষুদ্র, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ক্ষুদ্র, কৌতূহলময়ী ও দুঃখহারিণী। ভক্তদিগের সঙ্গ বশতঃ অথবা বৈধ অঙ্গ সাধন কালে ঐ রতির উপলব্ধি হয়। এই ছায়া রতি চঞ্চলা অর্থাৎ স্থায়ী নয়। অতত্ত্ববিৎ লোকদিগেরও ভক্ত সঙ্গবশতঃ এই রতি হইয়া থাকে। অনেক ভাগ্য ক্রমে এই ছায়া অর্থাৎ শুদ্ধা রতির কান্তি রূপা রতি জীব হৃদয়ে উদিতা হয়। যেহেতু ইহার উদয় হইলে জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গলই হইয়া থাকে। এই ছায়ারতি বাস্তবিক ভাব নয়, ইহাকে ভাবাভাস বলি। যদি বিশুদ্ধ ভক্ত জনের কৃপা হয়, তবে অতি শীঘ্র এই ভাবাভাসও ভাব হইয়া উঠে। কিন্তু ভক্তজনের প্রতি অপরাধ ঘটিলে ছায়া রতি লুপ্ত হইয়া যায়।

অভেদ ব্রহ্মবাদী দিগের, অথবা তদধীন কল্পিত দেব দেবী উপাসকদিগের হৃদয়ে ভক্ত সান্নিধ্য বশতঃ ভক্ত হৃদিস্থিত রতি প্রতিবিম্বিত হয়। কোন ভক্তের সাত্ত্বিক বিকারের মাধুর্য্য দেখিয়া ঐ সকল মুক্তিপক্ষীয় লোকদিগের কীর্ত্তনাদি কালে বা অন্য উৎসব কালে যে সাত্ত্বিক বিকারের অনুকৃতি হয়, তাহাই প্রতিবিম্বিত রতি। অতএব সগুণ উপাসক দিগের রতি লক্ষণ অনেকটা এরূপেও ঘটিয়া থাকে। ইহার মূল তত্ত্ব এই যে সগুণ উপাসকেরা স্বীয় আচার্য্য দিগের পদ্ধতি ক্রমে মুক্তিলাভরূপ অভীষ্ট সিদ্ধকে অনেক কষ্ট সাধ্য মনে করিয়া কল্পিত দেবতার নিকট সহজ রতি লক্ষণ প্রকাশ দ্বারা হৃদয় বেদনা বিজ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য-গত-ভোগ বা অপবর্গ সম্বন্ধীয় যে সৌখ্যাংশ তাহাই তাহাতে ব্যঞ্জিত হয়। ছায়া রতি ও প্রতিবিম্বিত রতি উভয়েই রত্যাভাস মাত্র। শুদ্ধা রতি নয়। শুদ্ধারতি কেবল ভগবন্নিষ্ঠ

অর্থাৎ নিত্য ভগবৎ স্বরূপকে বিষয় রূপে অবলম্বন করিয়া জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কল্পিত দেব দেবী সেবীদিগের বিচারে আদৌ জীবের নিত্যতা নাই, অতএব রতির আশ্রয় নাই। ভগবানের স্বরূপ গত বিশেষ নাই, যেহেতু চরমে অভেদ জ্ঞানই তাহাদের প্রয়োজন, অতএব সেই শুদ্ধা রতির বিষয় ও ঐ মতে লক্ষিত হয় না। এতন্নিবন্ধন তাহাদের যে রতি লক্ষিত হয়, সে রতি হয় শুদ্ধা রতির প্রতিবিম্ব অথবা জড়রতির রূপান্তর। কোন স্থলে কপট রতি ও হইতে পারে। যে স্থলে রতির আশ্রয় যে জীব তিনি স্বীয় সত্তাকে অনিত্য বলিয়া জানেন এবং বিষয় যে পরমেশ্বর তিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপ শূন্য, সে স্থলে উপাসকের রতি সুতরাং অনিত্য, ঔপাধিক, কপট, জড়-গত বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ। কোন ঘটনা ক্রমে অর্থাৎ আচার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়াই হউক বা রুচি ক্রমেই হউক পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার উপাসকের মনে যদি এরূপ উদয় হয় যে আমার উপাস্য স্বরূপটী নিত্য ও আমি ও তাহার নিত্য কিঙ্কর, তখন শুদ্ধা রতির আংশিক আবির্ভাব হইয়া থাকে। বিষ্ণু, শিব ও গণেশ উপাসকদিগের ঐ রতি চৈতন্যোদ্দেশিনী হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হয়। সূর্য্যোপাসক দিগের ভর্গ চিন্তা হইতে সেই ভর্গস্থ শ্রীনারায়ণে ক্রমশঃ ঐ রতি আশ্রয় লাভ করে। প্রকৃতি পূজক দিগের শক্তি চিন্তাকে অতিক্রম করত ক্রমশঃ ঐ রতি শক্তিমান ভগবানকে আশ্রয় করে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে যাহারা অন্য দেবতা উপাসনা করে তাহারা উপাসনার সাক্ষাৎ বিধিকে কিয়ৎ পরিমাণে পরিত্যাগ করত আমারই ভজনা করিয়া থাকে। তাহারা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। ইহার মূল তত্ত্ব এই যে রতির আশ্রয় সম্বন্ধে কিছু কষায় ও বিষয় সম্বন্ধে কিছু কষায় থাকায় রতি পূর্ণা হয় না। ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে রতির যত পুষ্টি হয়, অনেক জন্ম ক্রমে, আশ্রয়ও বিষয় কষায় শূন্য হইয়া পড়ে। তখন ঐ সকল জীবের বিশুদ্ধ কৃষ্ণ ভক্তি সুতরাং লভ্য হইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে সাধু সঙ্গই ঐ রতির পুষ্টি জনক ঘটনা।

জগতে জড় রতির ভূরি ভূরি উদাহরণ মাদকসেবী ও বেশ্যা গত ও নিতান্ত গৃহাসক্ত ও উদর পরায়ণ লোকদিগের জীবনে লক্ষিত হইতেছে। লয়লা মরিলে মজনু বাঁচে না। উর্ব্বশী চলিয়া গেলে যযাতি রাজার প্রাণ বিয়োগ হয়। জুলিয়টের জন্য রোমিওর জীবনাশাত্যাগ হয়। এইরূপ অনেক উদাহরণ পুস্তকেও দেখা যায়। এ সমস্ত রতির লক্ষণ বটে? এ রতি কি? চিন্ময়

জীব জড় বদ্ধ হইয়া আপনাকে জড়াভিমান করিলে, তাহার স্বধর্ম্ম যে ভগবদ্রতি তাহা আশ্রয়ের সহিত বিকৃতি লাভ করত ভগবদ্রূপ বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া জড়কে বিষয় জ্ঞানে তাহাতে স্বীয় লক্ষণ বিস্তৃত করিয়াছে। অভেদ বাদ পক্ষীয় সগুণ উপাসকগণ যে দেব দেবী পূজা করেন সে সকল জড়ীয় কল্পনা মাত্র। জড়ীয় কল্পনা গত বিষয়ে জড় রতি যে কার্য্য করে সেই কার্য্য ঐ কল্পিত দেব দেবী সমন্ধেও করিয়া থাকে। গুলিবরের উপন্যাস শুনিয়া তাহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইয়া যেমত পাঠক ও শ্রোতাগণ কল্পিত মানব চরিত্রে সহানুভূতি সহকারে রতি লক্ষণ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ কল্পিত দেব দেবীর বর্ণিত লীলা স্মরণ করত তৎসেবকগণ রতি লক্ষণ প্রকাশ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? রামায়ণ শ্রোতা কোন বৃদ্ধা স্ত্রী, রামের বনবাস গমনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে, অন্যান্য শ্রোতাগণ তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল যে তাহার একটী ছাগ বনমধ্যে গেলে আর পাওয়া যায় নাই, সেই কথা স্মরণ করিয়া সে ক্রন্দন করিতেছে! এই স্থলে বিবেচনা করুন ঈশ্বর উপাসনা নামে যত লোক ক্রন্দন করেন, সে সমুদায়ই শুদ্ধা রতি নয়. তাহার মধ্যে অনেকেই জড় রতির কার্য্য করেন। এই জড় রতি ও স্থল বিশেষে শুদ্ধা রতির প্রতিবিম্ব, কল্পিত-দেবোপাসক ও ব্রহ্মবাদীদিগের রতি লক্ষণ সমূহ ব্যঞ্জিত করে।

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার রতিরই কাপট্য সম্ভাবনা আছে। দুষ্টা স্ত্রী স্বামীর সন্দেহ দূর করিবার জন্য কপট-জড়-রতির উদাহরণ প্রদান করে। নৈবেদ্য খাদ্য সামগ্রী বিশেষতঃ ছাগ মাংসাদি পাইবার আশায় কল্পিত দেব দেবীর নিকট বহুতর ধূর্ত্তলোক রতি লক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপট রতির উদাহরণ স্থল হইয়া উঠে। আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধু মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠাও সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং মহোৎসবে সম্মান পাইবার আশায় অনেকেই ভাগবতী রতির কাপট্য স্বীকার করত নৃত্য, স্বেদ, পুলকাশ্রু, গড়াগড়ি, কম্প ও কখন কখন ভাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন।

জগতে এবম্বিধ নানা জাতীয় রতি আছে বলিয়াই যে সকল লোক বিশুদ্ধ ভাগবতী রতির যথা যোগ্য সম্মান না করে তাহারা শোচ্য ও ক্ষুদ্রাশয়। ভাব ভক্তি বিচার সমাপ্ত হইল।

ষষ্ঠ বৃষ্টি।

প্রেমভক্তি বিচার—প্রথম ধারা।

——::——

প্রেমভক্তির বিচারভেদ।

এখন প্রেমভক্তি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভাব বা রতি সান্দ্রতা অর্থাৎ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে, তাহাকেই প্রেম বলে। প্রেম উদিত হইলে অন্তঃকরণ সম্যক্ মাসৃণ্য বা আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু ভগবানে অনন্য মমতা জন্মে। রতির বিলাস যোগ্যতা উদিত হইলেই তাহাকে প্রেম বলিতে পারা যায়। রতিতে মমতা ছিল কিন্তু ঐ মমতা অনন্য ভাব লাভ করে নাই। শুদ্ধা রতি ভগবানকেই আপনার বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, কিন্তু তখনও তাহার সে অবস্থা হয় নাই, যাহাতে ভগবান ব্যতীত অন্য বিষয় নাই বলিয়া নিশ্চিত হয়। যখন এই অবস্থা উদিত হয়, তখনই রতি বিশুদ্ধ রূপে বিলাসবতী হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে। রসোপযোগী যে রতি তাহাই প্রেম। প্রথমে যে রতির কথা বলা হইয়াছে তাহা প্রেমাঙ্কুর। শুদ্ধ রতি বটে কিন্তু তাহাতে রসোপযোগীতা হয় নাই, যেহেতু কৃষ্ণে অনন্য মমতা তাহাতে লক্ষিত হয় নাই। প্রেমাবস্থা প্রাপ্ত রতিই স্থায়ীভাব। স্থায়ীভাব না হইলে রস কে হইবে? প্রেম বলিতে প্রেমের আরম্ভ মাত্র বুঝিতে হইবে। প্রেম দুই প্রকার যথাঃ—

১। ভাবোত্থ প্রেম। ২। প্রসাদোত্থ প্রেম।

যে স্থলে ভাব, অন্তরঙ্গ অঙ্গ সকলের অনুসেবা করিতে করিতে পরমোৎকর্ষ পদে আরূঢ় হয় তখন] সে ভাবোত্থ প্রেম বলিয়া অভিহিত হয়। ভাবের অন্তরঙ্গ অঙ্গ সকল পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীহরির স্বরূপ সঙ্গ ক্রমে যে প্রেম উদিত হয় তাহাকে প্রসাদোত্থ প্রেম বলে। ভাবোত্থ প্রেম দুই প্রকার যথাঃ—

১। বৈধ ভাবোত্থ প্রেম। ২। রাগানুগ ভাবোত্থ প্রেম।

প্রসাদোত্থ প্রেম একই প্রকার। কেবল ভগবৎ সঙ্গ বলেই সেই প্রকার জন্মে। প্রেম প্রাপ্ত পুরুষের প্রসাদে ভাব পর্য্যন্তই উদিত হয়, পরে কৃষ্ণ সঙ্গ ক্রমে বা ভাবাঙ্গ অনুসেবন দ্বারা প্রেমও উৎপন্ন হয়।

প্রেম দ্বিবিধ যথাঃ—

১। মাহাত্ম্য জ্ঞান যুক্ত প্রেম। ২। কেবল প্রেম।

বিধি মার্গানুসারে যে প্রেম উদিত হয়, তাহাই মহিম জ্ঞান যুক্ত। তাহাকে কেহ কেহ স্নেহ ভক্তি বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই প্রেম দ্বারাই জীবের সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য সিদ্ধ হয়। মুক্ত হইয়াও জীব সেই প্রেই ভাবে ভগবৎ সেবা করেন।

রাগাশ্রিত সাধন ক্রমে যে প্রেম উৎপন্ন হয়, প্রায় সেই প্রেম কেবলত্ব লাভ করে। প্রায় শব্দার্থ এই যে যদি রাগানুগ সাধনকালে বৈধাংশে আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও প্রেম কেবল হয় না। রাগানুগ সাধন ভক্তিতে কেবল অভ্যাস বশতই বৈধাংশ থাকে অর্থাৎ তাহাতে অনন্য বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে সিদ্ধ কালে কেবল প্রেম উদিত হয়।

প্রেমোদয় হইলে জীবন সার্থক হয়। জীব সর্ব্বার্থ সিদ্ধি লাভ করে। সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়। প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চলাভ জীবের পক্ষে নাই। মোক্ষ প্রেমের নিকট একটী ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক তত্ত্ব বিশেষ। প্রেমের বহুতর অবান্তর ফলের মধ্যে মোক্ষ একটী ফল। জড় সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়, জড় সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না। প্রেম ভক্তের জীবন অত্যন্ত জড় সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময়। বিধি, সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায়, প্রেমোদয়ে লুক্কা-ইত হয়। প্রেম ভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠ রূপে প্রতিভাত হয়।

দ্বিতীয় ধারা—প্রেমোদয় ক্রম বিচার।

এবম্ভূত পরম পুরুষার্থ স্বরূপ প্রেমের উদয় ক্রম জানা কর্ত্তব্য। প্রেমের উদয় ক্রম নয়টী অবস্থায় পরিলক্ষিত হয় যথাঃ—

১। শ্রদ্ধা। ৪। অনর্থ নিবৃত্তি।
২। সাধু সঙ্গ। ৫। নিষ্ঠা।
৩। ভজন ক্রিয়া। ৬। রুচি।

৭। আসক্তি।　　　　৯। প্রেম।

৮। ভাব।

নীতি শূন্য জীবন পশুবৎ। তাহাতে যে বুদ্ধি শক্তি দ্বারা পদার্থ বিজ্ঞান ও শিল্পাদি উন্নতি ক্রমে ইন্দ্রিয়সুখ সমৃদ্ধি হয় তাহা আসুরিক। সমস্তই অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর। নৈতিক জীবন নীতি বদ্ধ হইলেও পরলোকেও ঈশ্বর ভাবাভাবে ক্ষুদ্র এবং জীবের অযোগ্য। সেশ্বর নৈতিক জীবনে পরলোক চিন্তা ও ঈশ্বর চিন্তা থাকিলেও সেইজীবনের আশয় অশুদ্ধ, ক্ষুদ্র ও অতৃপ্তিকর। জীব তাহাতে বদ্ধ থাকিতে পারেন না। অভেদ-বাদী-জীবন নিতান্ত হেয় ও কুপথ-গত। ভক্তজীবনই একমাত্র অবলম্বনীয়। পরমেশ্বরই সর্ব্বময়, সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্ব নিয়ন্তা। তাঁহাতে পরমানুরাগই ভাল। আর যত কিছু ভাল আছে সমস্তই সেই অনুরাগের অধীন। নিজ চেষ্টারূপ কর্ম্ম ও নিজ বুদ্ধিরূপ জ্ঞান অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরিমেয়। তদ্দ্বারা সেই পরমেশ্বরের তুষ্টিসাধন করা যায় না। নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্তিই জীবের কর্ত্তব্য। জীব নিত্য ভগবদ্দাস। জড়-সঙ্গই জীবের অধোগতি। অযোগ্যতানিবন্ধন এই জড় সঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। ভগবদ্বৈমুখ্য এই দুর্দ্দশার হেতু। জীবই নিজ বন্ধনের হেতু কর্ত্তা। ভগবান তাহার প্রযোজক কর্ত্তা। জগৎ মিথ্যা নয়। সত্য বটে, নিত্য নয়। জগৎ অযোগ্য জীবের দণ্ডের জন্য কারাগার। ভগবান দয়াময়। জীব ক্লেশ পাইতেছে, তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীবের নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহার যোগ্যতা উৎপন্ন করত তাহাকে স্বীয় অনন্তলীলার অমৃত দান করিবেন এজন্য ভগবান সর্ব্বদা যত্নশীল। ইচ্ছা করিলেই সমস্ত উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্য লীলা. ক্রমে জীবের ভক্তিমার্গে যাহাতে যত্ন হয়, তাহাই তাঁহার অন্তরঙ্গ উপদেশ ও চেষ্টা। অযোগ্য পুত্রকে পিতা সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন, কিন্তু পুত্রকে যোগ্য করিয়া তাহাকে সম্পত্তি দিতে অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবৎ স্নেহের প্রতিফলন। ভগবদ্দাস্যই জীবের শ্রেয় এবং প্রেয়। এবম্ভূত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। আমরা বিস্তৃত রূপে লিখিলাম, কিন্তু সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ভগবদ্বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। ভগবত্তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিজের ক্ষুদ্রতাতে বিশ্বাস যেই ক্ষণে উদিত হয় সেই ক্ষণেই পূর্ব্বোক্ত বাক্য সমূহ শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। বিশ্বাসতত্ত্বকে বিভাগ করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস সমূহ ভগবত্তত্ত্বে একান্ত বিশ্বাসের ভিতর নিহিত আছে। পরানন্দ

স্বরূপ শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্র এই বিশ্বাসকে ভক্তিলতা বীজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তদিগের জীবন চরিত্র অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে নিরপেক্ষ হইয়া শাস্ত্র বিচার করত কাহার কাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে। সাধুসঙ্গ ও সাধুগণের উপদেশ ক্রমে কাহার কাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে। কাহার কাহার স্বধর্ম্মাচরণ ক্রমে কর্ম্মের ফলের প্রতি ঘৃণা পূর্ব্বক শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে। কাহার কাহার জ্ঞান ফলের প্রতি বিতৃষ্ণা ও জুগুপ্সাজাত হইলে শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে। কাহার কাহার আকস্মিকী শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে। অতএব শ্রদ্ধা উদয়ের কোন নিশ্চিত বিধি পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা যে ভক্তিলতার বীজ সেও বিধির অতীত তত্ত্ব। অতএব কথিত হইয়াছে যে ভাগ্যবান জীবেরই শ্রদ্ধা উদিত হয়। কর্ম্মাধিকার পরিসমাপ্তি ও শ্রদ্ধোদয় যুগপৎ ঘটিয়া থাকে।

শ্রদ্ধা উদিত হইল। জীব ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি নিসর্গ বশতঃ অনর্থের একান্ত বশীভূত। তখন তিনি কি করিলে অনর্থ দূর করিতে পারেন? ইহা বিচার করিয়া বিগত-অনর্থ সাধু পুরুষ দিগের পদাশ্রয় অবলম্বন করেন। তখন সাধু সঙ্গ জন্য লালায়িত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে সাধুসঙ্গ লাভ করেন। ইহাই প্রেম প্রাদুর্ভাবের প্রথম ক্রম।

লব্ধ-সাধু-সঙ্গ পুরুষ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও হরিনাম, রূপ, গুণ, লীলা স্মরণ প্রভৃতি ভজন ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বোক্ত বৈধ পঞ্চপ্রকার অনুশীলন করিতে করিতে অনর্থ মূল যে ইন্দ্রিয়ার্থ ও বাসনা তাহারা ভক্তির অনুগত হইয়া পড়ে। অনর্থ দেহ-গত থাকিলেও বাসনাকে পরিত্যাগ করে। ভজন ক্রিয়া প্রেমলাভের দ্বিতীয় ক্রম।

বিষয়াসক্তি, পাপাচরণ, হিংসা লোভাদি ক্রমশঃ ভগবদনুশীলন ক্রমে খর্ব্বিত হইয়া জীবকে নির্লোভ করে। ইহাকে অনর্থ নিবৃত্তি রূপ তৃতীয় ক্রম বলে।

নির্লোভ হইলে অন্য নিষ্ঠা দূর হয়। শ্রদ্ধা তখন ভগবন্নিষ্ঠারূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অনর্থ থাকিতে থাকিতে শ্রদ্ধা একনিষ্ঠ হইতে পারে না। অনর্থ নিবৃত্তি হইলে শ্রদ্ধার নামই নিষ্ঠা হইয়া পড়ে। নিষ্ঠা প্রেমলাভের চতুর্থ ক্রম।

নিষ্ঠা হইয়াছে। ভগবদনুশীলন অধিকতর যত্নের সহিত হইতেছে। সাধু সঙ্গ আরও অধিক যত্নের সহিত হইতেছে, এই সকল প্রক্রিয়া ক্রমে নিষ্ঠা উল্লাস লাভ করে। উল্লাস-ভাব-প্রাপ্ত নিষ্ঠার নাম রুচি। রুচিই পঞ্চম ক্রম। কৃষ্ণে রুচি হইলে সর্ব্বত্র অরুচি হইতে থাকে।

নূতন তত্ত্ব নয়। চিৎস্বরূপ জীবের নিজ বিশেষানুসারে আমি অমুক লক্ষণ ভগবদ্দাস বলিয়া একটী শুদ্ধ অভিমান ছিল। সেই অভিমান জীবের চিদ্গত শুদ্ধ অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়াছিল! চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া হিতাহিত বুদ্ধিও ছিল। চিৎস্বরূপকে আশ্রয় করিয়া আনন্দোপলব্ধি স্থান রূপ শুদ্ধ বুদ্ধি ছিল। অন্য পদার্থ ও অন্য জীব ও পরম পুরুষ ভগবানকে বিষয় জানিয়া তাহাদের জ্ঞান ও ধ্যানোপযোগী মনও ছিল। জড় বদ্ধ হইলে সেই চিদ্গত বৃত্তি সমূহ জড় সঙ্গ ক্রমে স্থূল রূপে পরিণত হইয়া তত্তদনুকৃতি রূপ অশুদ্ধ বৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব যে রস চিদাশ্রয় করিয়াছিল, তাহার অশুদ্ধ প্রতিকৃতি রূপ আলঙ্কারিকদিগের বিচা[illegible] রসের উদয় হইয়াছে। রস একই বস্তু, নিত্যাবস্থায় নিত্যানন্দ স্বরূপ এবং জড় বদ্ধাবস্থায় জড়ানন্দ বা জড় দুঃখ স্বরূপ প্রকাশমান হয়। এতন্নিবন্ধন আলঙ্কারিক দিগের প্রদত্ত নাম, সম্বন্ধ, ব্যবহার, প্রক্রিয়া ও ফল যাহা যাহা জড় রসে লক্ষিত হইবে সেই সমুদায়ই চিদ্রসে শুদ্ধ রূপে আছে। জড়রসের প্রকার ভেদ স্বীকার করা যায় না, কেবল প্রকৃতি ভেদ স্বীকার করা যায়। চিদ্রস নিত্য, জড়রস অনিত্য। চিদ্রস উপাদেয়, জড় রস হেয়। চিদ্রসের বিষয় ও আশ্রয় ভগবান ও শুদ্ধ জীব, জড় রসের বিষয় ও আশ্রয় জড়দেহ-গত হেয়-সৌন্দর্য্য এবং জড়-লিঙ্গ-ময় চিত্ত। চিদ্রসের স্বরূপ আনন্দ এবং জড় রসের স্বরূপ সুখ দুঃখ।

রস নিরূপণ করিতে বাক্যের লক্ষণা বৃত্তির আশ্রয় লইতে হয় না। অভিধা বৃত্তিদ্বারা সেইকার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহা না হইলে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পরম রসকে সাকুল্যে কৃষ্ণলীলা রূপে বর্ণন করিতে পারিতেন না। জগতে বিকৃত রূপে নায়ক নায়িকা শৃঙ্গার পদ্ধতিতে, পিতা পুত্রের সাংসারিক ব্যবহারে, সখাদিগের পরস্পর আচরণে এবং প্রভু দাসের পরস্পর কার্য্যে প্রতিভাত হইয়া রস আপনার সমস্ত লক্ষণ, আবশ্যকীয় উপকরণ ও কার্য্য বিধি ও প্রক্রিয়া বদ্ধ-জীবকে প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বপ্রকাশ বস্তু নিজে প্রকাশিত না হইলে কে তাহাকে প্রকাশ করিত? পরমানন্দ তত্ত্ব বিকৃত হইয়াও তাহার স্বরূপ গুণ ও লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ করিতেছে। অতএব অভিধাবৃত্তি দ্বারা রস বর্ণনে কিছু মাত্র কষ্ট নাই। যাঁহারা ঐ বর্ণন শুনিয়া নিজের চিদ্রসের উদয় করিতে বাসনা করেন তাঁহারা কেবল এই মাত্র স্মরণ রাখিবেন, যে জড় রসের যে সমুদায় হেয়ত্ব তাহা যেন তাঁহাদের প্রক্রিয়ায় প্রবেশ না করিতে পায়। কোন

কোন লোক চিদ্রস আবির্ভাব করাইবার ছলে জড়রসকে আশ্রয় করেন, সে কেবল নিতান্ত বিপথ গমন মাত্র। তাহাতে জীবের বারম্বার পতন সম্ভব। জীবের সিদ্ধ দেহেতেই রসোদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য, কোন ক্রমে এই জড়-বদ্ধদেহে তাহার সম্বন্ধ না জন্মে। শৃঙ্গার রস উদ্ভাবন করণাশয়ে সহজিয়া ও বাউল সম্প্রদায়ী লোক স্ত্রীলোক সঙ্গ দ্বারা যে সকল চেষ্টা করে, তাহা কেবল তাহাদের দুর্ভাগ্য মাত্র। যাহা নয়, তাহাই করে। অবশেষে অধঃপতন রূপ ফল প্রাপ্ত হয়। এ বিষয়ে রসসাধকেরা বিশেষ সতর্ক থাকিবেন। ইন্দ্রিয় প্রিয় ধর্ম্ম ধ্বজীদিগের কোন কুপরামর্শ শুনিবেন না। জাত-প্রেম লোকেরাই রসাধিকারী। যাহারা এখন পর্য্যন্ত শুদ্ধ রতি লাভ করে নাই তাহাদের রসাধিকার চেষ্টা বিফল। চেষ্টা করিতে গেলে রসকে সাধন বলিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হইবে। জাতপ্রেম পুরুষের যে ভাব সহজেই হইয়াছে, তাহাই রস। রস বিচার কেবল ঐ রসে কি কি ভাব কি প্রকারে সংযোজিত আছে তাহার বিবৃতি মাত্র। রস সাধনাঙ্গ নয়, অতএব যদি কেহ বলেন, আইস তোমাকে রস-সাধন শিক্ষা দিই, সে কেবল তাহার ধূর্ত্ততা বা মূর্খতা মাত্র।

রসরূপ ব্যাপারে নিম্নলিখিত পাঁচটী পৃথক্ পৃথক্ ভাব লক্ষিত হয়।

১। স্থায়ী ভাব।
২। বিভাব।
৩। অনুভাব।
৪। সাত্ত্বিক ভাব।
৫। সঞ্চারি বা ব্যভিচারী ভাব।

স্থায়ীভাবই রসের মূল। বিভাব রসের হেতু। অনুভাব রসের কার্য্য। সাত্ত্বিক ভাব ও রসের কার্য্য বিশেষ। সঞ্চারি বা ব্যভিচারীভাব সমূহই রসের সহায়। বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারীভাব সমূহ স্থায়ীভাবকে সাদ্যত্ব অবস্থায় নীত করিয়া রসাবস্থা প্রদান করে। বিস্তৃতি স্থলে এই সব বিষয় উত্তম রূপে পরিজ্ঞাত হইবে কিন্তু যে পর্য্যন্ত সাধক, রসকে আস্বাদন না করেন, সে পর্য্যন্ত এই ব্যাপারটী আত্ম-গত হইতে পারিবে না। রস জ্ঞাত হইবার বিষয় নয়, কেবল আস্বাদনের বিষয়। জিজ্ঞাসা ও সংগ্রহ যে দুইটী জ্ঞানের প্রাথমিক ব্যাপার তাহা সমাপ্ত না হইলে জ্ঞানের চরম ব্যাপার যে আস্বাদন তাহা হয় না। আমরা যাহাকে সামান্যতঃ জ্ঞান বলি সে হয়ত জিজ্ঞাসা বা সংগ্রহ। আস্বাদন নয়। আস্বাদন ব্যতীত রসের স্ফূর্ত্তি হয় না।

আদৌ স্থায়ীভাবের বিচার করা যাউক। জাত-ভাব পুরুষের যে রতি লক্ষিত হইয়াছে তাহাই কৃষ্ণে অনন্য মমতা সংযুক্ত ও কিয়ৎ পরিমাণে গাঢ় হইয়ে হইতেই রসোপযোগী স্থায়ীভাব হইতে পারে। যদিও ঐ রতি স্বীয় নির্দ্দিষ্ট সীমা অর্থাৎ অবিমিশ্র একভাবত্ব অতিক্রম করিয়া প্রেম প্রকোষ্ঠে পদার্পণ করিয়াছে তথাপি তাহাকে রতিই বলা যাইবে, যেহেতু প্রেম অসীমত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বাবস্থায় রতিত্ব দশায় পরিচিত হয় না। কোন অবস্থায় প্রেম রসের পরাকাষ্ঠাকে আত্মসাৎ করিয়া পরিচিত হয়। অতএব স্থায়ীভাব বলিতে রতিই অগ্রসর হইবে। উৎপন্ন রতি পুরুষগণ সাধকই হউন বা সিদ্ধই হউন রসাস্বাদনের অধিকারী। এস্থলে সাধক শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য্য এই যে কোন ব্যক্তির রতি উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বিঘ্ন পরিসমাপ্ত হয় নাই, তিনি প্রেম পদার্থের সাধক শব্দ বাচ্য। প্রেমোদয়ের ক্রম বিচারে যে অনর্থ নিবৃত্তির কথা লিখিত হইয়াছে, বিঘ্ন সে অনর্থ নয়। জড়াশক্তিকেই অনর্থ বলে। তাহা নিষ্ঠা, রুচি ও আসক্তি উদিত হইলেই সম্পূর্ণ রূপে বিগত হয়। আসক্তি গত হইলেও জড় সান্নিধ্য থাকে। তাহা প্রাপ্ত-রতি পুরুষের স্থূল লিঙ্গ-দেহ দ্বয়ের উচ্ছেদ অপেক্ষা করে। কৃষ্ণ-কৃপা ক্রমে তাহা অতি শীঘ্রই ঘটিয়া থাকে। এই জড় সান্নিধ্যের নাম বিঘ্ন। যত দিন বিঘ্ন আছে তত দিন জীব সিদ্ধ হন না। কিন্তু প্রেম-দশা-প্রাপ্ত-রতি হইলেই রস লাভের যোগ্য হয়।

স্থায়ীভাব-নাম-প্রাপ্ত-রতি, বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী এই ভাব চতুষ্টয় দ্বারা স্বাদ্যত্ব অবস্থায় নীত হইতে হইতেই বিভাবের পঞ্চ প্রকার স্বভাবভেদে স্বয়ং ভিন্ন ভিন্ন পঞ্চ প্রকার স্বভাব স্বীকার করে। পঞ্চ প্রকার স্বভাব যথাঃ—

১। শান্ত স্বভাব।
২। দাস্য স্বভাব।
৩। সখ্য স্বভাব।
৪। বাৎসল্য স্বভাব
৫। মধুর স্বভাব।

এই পঞ্চ প্রকার স্বভাব আদৌ বিভাবেতেই থাকে। বিষয় ও আশ্রয় (তন্মধ্যে রতি কার্য্য করে) এই দুইটী বিভাগ আলম্বনের অন্তর্গত। উক্ত স্বভাব পাঁচটী বিষয় ও আশ্রয় সম্বন্ধি। রতি, স্বীয় আস্বাদনরূপ রস ক্রিয়াতে বিষয় ও আশ্রয়ের স্বভাব স্বীকার করে। অচিন্ত্য শক্তি ভগবানের বিশেষনামা বিক্রম

তাহারাই ঐ পাঁচটী স্বভাব বিষয় ও আশ্রয় গত হইয়া রসের বিচিত্রতা সম্পাদন করে। ঐ পাঁচটী স্বভাবকে স্বীকার করায় রতি পঞ্চ বিধ।

১। শান্তি রতি।
২। দাস্য বা প্রীত রতি।
৩। সখ্য বা প্রেয় রতি।
৪। বাৎসল্য বা অনুকম্পা রতি।
৫। কান্ত বা মধুরা রতি।

বিভাবের স্বভাবক্রমে রতি পঞ্চ বিধ। রস ক্রিয়ার বিভাব প্রধান বা মুখ্য সামগ্রী। এতন্নিবন্ধন ঐ পঞ্চ প্রকার রতিকে মুখ্য রতি বলা হইয়াছে। রসের সহায় স্বরূপ গৌণ সামগ্রী রূপে সঞ্চারি ভাব সকল পরিচিত। সেই সঞ্চারি ভাব-গত আর সাতটী স্বভাব যখন রতির স্বভাবে প্রবেশ করত রতিকে ভেদ করে, তখন গৌণ স্বভাব-গত রতি সাত প্রকার হয় যথাঃ—

১। হাস্য।—হাসরতি
২। অদ্ভুত।—বিস্ময় রতি।
৩। বীর।—উৎসাহ রতি।
৪। করুণ।—শোক রতি।
৫। রৌদ্র।—ক্রোধ রতি।
৬। ভয়ানক।—ভয় রতি।
৭। বীভৎস।—জুগুপ্সা রতি।

বস্তুতঃ রতির মুখ্য স্বভাব পাঁচটী মাত্র। ঐ মুখ্য স্বভাবের যে সমস্ত বিচিত্র ক্রিয়া তাহাদের সহায় রূপে উক্ত সাতটী রতি গৌণরূপে কার্য্য করে। যে স্থলে মুখ্য ভক্তিরস কার্য্য করিতেছে, সেস্থলে কখন এক কখন বা অধিক সংখ্যক গৌণ রসও কার্য্য করিয়া থাকে। গৌণ রসদিগের স্বতন্ত্র স্থিতি না থাকিলেও তাহাদের বিচার স্থলে স্বতন্ত্র রস লক্ষণ আছে, অতএব হাস্যাদি সপ্ত প্রকার গৌণ রসের প্রত্যেক রসেই স্থায়ীভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারি ভাবের মিলিত-ক্রিয়া-গত আস্বাদন লক্ষিত হয়। জড়-রসবিৎ আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা উহাদিগকে রস বলিয়া মুখ্য রূপে বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সকল রস চিত্তত্ত্বে গৌণরূপে প্রকাশমান। জড়তত্ত্বে তাহাদের মুখ্যতা থাকাই স্বাভাবিক। শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে উত্তর বিভাগে তাহাদের স্থিতি ও ক্রিয়া যথেষ্ট পর্য্যালোচিত হইয়াছে। কৃষ্ণভক্তি রসে উক্ত সাত প্রকার গৌণ রসও উপাদেয়, যেহেতু তাহারা শ্রীকৃষ্ণলীলা রসকে পুষ্টি করিয়া থাকে। ব্যভিচারী বা সঞ্চারি ভাবের মধ্যেই কৃষ্ণভক্তি রসে হাস্যাদি সপ্তরস পরিগণিত। তাহারা উপযুক্ত কালে উদিত হইয়া রস

সমুদ্রের উর্ম্মির ন্যায় সমুদ্রের সৌন্দর্য্য ও পুষ্টিসাধন করে। কেহ কেহ রসতত্ত্বের অপ্রাকৃতত্ব অনুসন্ধান করিতে সক্ষম না হইয়া এরূপ সংশয় করিতে পারেন যে হাস, বিস্ময় ও উৎসাহ যদিও মঙ্গলময় রসের অন্তর্গত হইলেও হইতে পারে, কিন্তু শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা ইহারা কি প্রকারে অমৃত স্বরূপ, অশোক স্বরূপ, অভয় স্বরূপ, অক্ষোভ স্বরূপ রসের ভিতর স্থিতিলাভ করে? আশঙ্কা করি, তাহাদিগকে স্থান দিয়া রসকে প্রাকৃত বা জড়ময় করা হইতেছে? উত্তর এই যে পরমানন্দময় রসতত্ত্বে বৈচিত্র্য সত্বেও সমস্ত ব্যাপারই আনন্দমূলক। জড়-দুঃখমূলক নয়। জড়জগতে যে শোক, ক্রোধ, ভয় ও জুগুপ্সা নিন্দিত হইয়াছে, তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে? জড়জগতের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। ইহা চিজ্জগতের হেয় প্রতিফলন মাত্র। আদর্শতে যে সকল সংস্থান, ভাব ও প্রক্রিয়া শুদ্ধ ও শিব স্বরূপ, সেই সমস্তই এখানে অমঙ্গল ময় রূপে প্রতিফলিত হইতেছে। যে যে ধর্ম্ম সেখানে অশ্রয় রূপে নিত্য মঙ্গল বিধান করিতেছে, সেই সেই ধর্ম্মের প্রতিফলন এখানে পুণ্য বলিয়া পরিজ্ঞাত। যে যে ধর্ম্ম তথায় ব্যতিরেক রূপে মঙ্গল বিধান করিতেছে সেই সেই ধর্ম্ম প্রতিফলিত হইয়া এখানে অমঙ্গল প্রসব করিতেছে ও পাপ রূপে গণিত। যথা ভয় ও শোক তথায় কৃষ্ণ সম্বন্ধে অতি ত্বরায় কোন এক অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল প্রদান করে ও আনন্দরূপ রসেরই পুষ্টি করে। সেই ভয় এখানে প্রতিফলিত হইয়া জীবের ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করে। তাৎপর্য্য এই যে তথায় সমস্ত ধর্ম্মের নিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ এক মাত্র অবসান স্থল। এখানে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই তাহাদের প্রতিফলিত ভাব সকলের অবসান ভূমি। এখানকার অবসান ভূমি অমঙ্গল প্রসূ ও অনিত্য, অতএব যাহারা তথায় ব্যতিরেক ভাবে সুখের পুষ্টি করে, তাহাদের প্রতিফলিত তত্ব এখানে সাক্ষাৎ দুঃখ উৎপত্তি করে। যাহাদের হৃদয়ে চিৎসুখের স্বরূপ অনুভূতি নিদ্রিত, তাহারা ইহার তাৎপর্য্য সহসা বুঝিতে পারে না। আমরা গৌণরসের অধিক বিচার করিব না বলিয়া, এই স্থলেই এ বিষয়ের বিচার সমাপ্ত করিলাম। এখন মুখ্য রসের বিষয় আলোচনা করিব।

জীবের শুদ্ধা রতি অনেক দিন আশ্রয়ের সহিত জড়কুণ্ঠতা ও বিস্মৃতি ভোগ করিয়া, অনর্থোপশম হইলে, আহা! কি ভয়ঙ্কর আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম বলিয়া স্বীয় শুদ্ধাবস্থায় বিশ্রাম লাভ করে। সেই সময় শান্তিরূপ একটী আশ্রয়-গত-ভাব তাহাকে স্পর্শ করিলে রতি তখন শান্তি রতি হয়।

রতিতে অনন্য মমতা সংযুক্ত হইলে দাস্য বা প্রীত রতি হয়। তখন ভগবানকে প্রভু বোধ করত জীব আপনাকে তাঁহার নিত্য দাস বলিয়া সম্বন্ধ স্থাপনা করেন। দাস্য রতি দুই প্রকার, সম্ভ্রম-গত ও গৌরব-গত। সম্ভ্রম-গত দাস্যে জীব আপনাকে অনুগৃহীত মনে করেন, গৌরব-গত দাস্যে আপনাকে লাল্য বলিয়া মনে করেন। কিঙ্কর সকল সম্ভ্রম-গত দাস্যের আশ্রয়। পুত্র সকল গৌরব-গত দাস্যের আশ্রয়। দাস্য-গত রসে স্থায়ী ভাব প্রেম অর্থাৎ রতি মমতা দ্বারা পুষ্ট হইয়া প্রেম হইয়া থাকে। অতএব দাস্যে রতি ও প্রেম রূপ লক্ষণদ্বয় যুক্ত স্থায়ীভাব আছে। তাহাতে স্নেহ ও রাগও কিছু কিছু থাকে।

সখ্য বা প্রেম ভক্তি রসে স্থায়ী ভাব প্রণয়। রতি ও প্রেম তাহাতে নিহিত আছে। দাস্যে যে সম্ভ্রম ও গৌরব ছিল তাহা পরিপাক হইয়া সখ্যে বিশ্রম্ভ বা অটল বিশ্বাস হইয়া যায়। ইহাতে রতি, প্রেম, প্রণয়, বলবান স্নেহ ও রাগ কিছু কিছু থাকে।

বৎসল রসে ঐ বিশ্রম্ভ পরিপাক, হইয়া অনুকম্পা হইয়া পড়ে। তাহাতে রতি, প্রেম, প্রণয় ও স্নেহ পর্য্যন্ত প্রবল। রাগও থাকে।

শৃঙ্গার বা মধুর ভক্তি রসে কান্তীয়ত্ব প্রবল হইয়া সম্ভ্রম, গৌরব, বিশ্রম্ভ ও অনুকম্পাকে স্বসত্তায় পর্য্যবসিত করিয়া ফেলে। ইহাতে স্থায়ীভাব যে রতি তাহা প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, রাগ পর্য্যন্ত পুষ্ট হয়। ভাব ও মহাভাব ইহাতে উদিত হয়।

যে জীবের যেরূপ বাসনা সাধনকালে থাকে, তদনুসারে তাহার রতি হয়।

স্বার্থা পরার্থাভেদ, সামান্যা স্বচ্ছা ও শান্তি ভেদ, কেবলা শঙ্কুলা ভেদ এবম্বিধ যে সকল ভেদ রতি সম্বন্ধে বিচারিত হইয়াছে তাহা এস্থলে লিখিত হইল না। এই গ্রন্থে সমুদায় বিষয়ের শিক্ষা হইবে এমত ইহার তাৎপর্য্য নয়। কেবল স্থূল বিষয় বিবৃত হইয়া রস তত্ব যে কি পদার্থ তাহাই দর্শিত হইবে।

বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন। আলম্বন দ্বিবিধ, আশ্রয় ও বিষয়। রতি যাঁহাতে থাকে তিনি তাহার আধার রূপে আশ্রয়। রতি যাঁহার প্রতি ধাবিত হয় তিনি ঐ রতির বিষয়। জীব রতির আশ্রয়। কৃষ্ণ রতির বিষয়। এতন্নিবন্ধন আমাদের বিচার্য্য রতিকে কৃষ্ণ রতি বলা যায়। সেই রতি রসতা প্রাপ্ত হইলে ঐ রসকে কৃষ্ণ ভক্তি রস বলিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণের গুণ, বয়স, মোহনতা, সৌন্দর্য্য, রূপ, চেষ্টা, বসন, ভূষণ, স্মিত, সৌরভ, মুরলী, শঙ্খ, পদাঙ্ক ক্ষেত্র, বৃক্ষ ও ভক্ত ইহারা রসের উদ্দীপন।

যে সকল কার্য্য দৃষ্টে রসের অবস্থিতি অনুভূত হয় সেই সকলকে অনুভাব বলে। অনুভাব তেরটী যথাঃ—

১। নৃত্য।
২। বিলুঠিত।
৩। গীত।
৪। ক্রোশন।
৫। তনু মোটন।
৬। হুঙ্কার।
৭। জৃম্ভন।
৮। শ্বাস বৃদ্ধি।
৯। লোকাপেক্ষা ত্যাগ।
১০। লালা স্রাব।
১১। অট্টহাস।
১২। ঘূর্ণা।
১৩। হিক্কা।

এক কালেই যে সমস্ত অনুভাব লক্ষণ উদিত হয় তাহা নয়। যখন যে রূপ রস কার্য্য অন্তরে হইতে থাকে, তদনুরূপ এক কি অধিক প্রকার অনুভাব হইয়া থাকে।

সাত্বিক ভাব অষ্ট প্রকার। সকল প্রকার ভাবই স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষ জাতি ভেদে ত্রিবিধ।

১। স্তম্ভ।
২। স্বেদ।
৩। রোমাঞ্চ।
৪। স্বরভেদ।
৫। কম্প (বেপথু)।
৬। বৈবর্ণ্য।
৭। অশ্রু।
৮। প্রলয়। মূর্চ্ছা।

ইহাদিগকে সাত্বিক বিকার বলে। ইহাদিগকেও অনুভাব মধ্যে কেহ কেহ গণনা করিয়াছেন। ভেদ করিবার হেতু এই যে পূর্ব্বোক্ত তেরটী অনুভাব সমুদায় আঙ্গিক অর্থাৎ এক একটী অঙ্গ অবলম্বন করিয়া উদয় হয়। সাত্বিক বিকার সমূহ সমস্ত সত্বকে অবলম্বন করত বাহ্যে ব্যাপৃত হয়। বাহ্য ক্ষোভই অনুভাব এবং অন্তরের ক্ষোভই ভাব। সাত্বিক বিকার গুলিতে দুই প্রকারই আছে বলিয়া তাহাদের অনুভাবত্ব ও ভাবত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। এই অষ্ট প্রকার সাত্বিক ভাব, স্থল বিশেষে ধূমাইত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত হইয়া প্রকাশ হয়। কোন কোন ব্যক্তিতে এই সকল বিকার লক্ষিত হইলেও তাহাকে সাত্বিক বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না। সেই সেই স্থলে ঐ সকল বিকারকে হেয় রত্যাভাস, সত্বাভাস, নিঃসত্ব বা প্রতীপ বলিতে হইবে। যে সকল লোকেরা মুক্তির জন্য ঈশ্বরের উপাসনা করে তাহাদের যে পুলকাশ্রু

তাহা রত্যাভাস হইতে হয়। যাহাদের হৃদয় শ্লথ তাহাদের হৃদয়ে অকারণ আহ্লাদ ও বিস্ময়াদির আভাস উদিত হয়। সেই আভাস হইতে যে সকল বিকার হয় সে সমুদায় সত্বাভাস জনিত। যাহাদের অন্তঃকরণ পিচ্ছিল অথবা যাহারা স্তম্ভ, পুলক, অশ্রু প্রভৃতি বিকার সকল অভ্যাস করে তাহাদের পুলকাশ্রু নিঃসত্বা। ভগবানের প্রতি বিরুদ্ধ ভাবক্রমে যাহাদের বিকার প্রকাশ পায় তাহাদের বিকারকে প্রতীপ কহে। এ সমুদায় তুচ্ছ। সাত্বিক লোকদিগের সদসৎ পরীক্ষার জন্য এই সত্বাভাবের উল্লেখ করিতে হয়। ইহার দ্বারা আর কোন উপকার নাই।

সঞ্চারি বা ব্যাভিচারী ভাব তেত্রিশটী আছে যথাঃ—

১। নির্ব্বেদ।	১২। অপস্মার।	২৩। মতি।
২। বিষাদ।	১৩। ব্যাধি।	২৪। ধৃতি।
৩। দৈন্য।	১৪। মোহ।	২৫। হর্ষ।
৪। গ্লানি।	১৫। মৃতি।	২৬। ঔৎসুক্য।
৫। শ্রম।	১৬। আলস্য।	২৭। অমর্ষ।
৬। মদ।	১৭। জাড্য।	২৮। অসূয়া।
৭। গর্ব্ব।	১৮। ব্রীড়া।	২৯। চাপল্য।
৮। শঙ্কা।	১৯। অবহিত্থা। ভাব গোপনকরা।	৩০। নিদ্রা।
৯। ত্রাশ।	২০। স্মৃতি।	৩১। বোধ।
১০। আবেগ	২১। বিতর্ক	৩২। উগ্রতা।
১১। উন্মাদ	২২। চিন্তা।	৩৩। সুপ্তি।

এই সমস্ত ভাব কখন একা কখন অন্য ভাবের সহিত মিলিত হইয়া স্থায়ী ভাব যে রতি তাহার সহায় রূপে তাহার রসতা প্রাপ্তির উপকার করে। ইহারা বাক্য, সত্ব ও অঙ্গকে সূচনা করিয়া গৌণ রতির ন্যায় মুখ্য রতিকে পুষ্ট করে।

জীব ও ভগবান উভয়েই রসের আস্বাদক। যখন জীব আস্বাদক হন তখন ভগবান আস্বাদ্য। যখন ভগবান আস্বাদক হন তখন জীব আস্বাদ্য। প্রত্যুত রসই আস্বাদ্য বস্তু। রসের প্রক্রিয়াই আস্বাদন ও চেতন বস্তুই ইহার আস্বাদক। রস নিত্য, অখণ্ড, অচিন্ত্য, পরমানন্দ স্বরূপ। শুদ্ধ রতি হইতে মহাভাব পর্য্যন্ত রস উর্দ্ধগত। শুদ্ধ রতির নীচ গতিতে ঐ রস জড়-গত মোহ

পর্য্যন্ত বিকৃত হয়। বিশুদ্ধ বুদ্ধি ব্যক্তিরাই ইহা উপলব্ধি করিতে পারেন। কেবল যুক্তি দ্বারা রসতত্ত্ব অনুভূত হয় না। যুক্তি দ্বারা চিদ্রস অনুভূত হওয়া দূরে থাকুক, জড় রসও বিচারিত হইতে পারে না।

বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব চতুষ্টয়ের যথাযোগ্য যোজনা ক্রমে রসতত্ত্বের প্রকটাবস্থা। যাঁহারা আস্বাদনের যোগ্য তাঁহারাই রসতত্ত্ব অবগত হইবেন। জড় রসাশ্রিত ব্যক্তিগণ পরম রসের অধিকারী নন। এই গ্রন্থ প্রায় সকল প্রকার অধিকারীর হস্তে পড়িবে। এতন্নিবন্ধন এই গ্রন্থে রসের গুহ্যাতিগুহ্য প্রক্রিয়া প্রদর্শন করিতে পারি না। সাধারণে যৎকিঞ্চিৎ বোধ জন্মাইবার জন্য শান্ত ও দাস্য রসের কিয়ৎ পরিমাণ আলোচনা করিতেছি।

দ্বিতীয় ধারা—উপাসনা মাত্রেরই রসতত্ত্ববিচার।

যে সকল লোক ঈশ্বর উপাসনা করেন তাঁহাদের বিচার করা উচিত যে উপাসনা কার্য্যটী কি? ইহা কি জড়ময় কার্য্য বা চিন্তাময় কার্য্য অথবা ইহা অন্য কোন প্রক্রিয়া বিশেষ? যদিও উপাসনা কার্য্যে অনেকটা জড়ের আশ্রয় লইতে হয় তথাপি ঐ কার্য্য কেবল জড়ানুশীলন কার্য্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তবেকি চিন্তাময় কার্য্য? তাহাই বা কি প্রকার হইতে পারে? কেননা চিন্তা জড়কে অতিক্রম করিতে পারে না। উপাসনাকে চিন্তা বলিলে কেবল জড় প্রসূত কল্পনাকেই উপাসনা বলিতে হয়। যদি জড় না হইল এবং চিন্তাও না হইল তবে উপাসনা কি? সামান্য মানব সত্তায় জড় ও চিন্তা ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হয় না। তবে কি নাস্তিক হইতে হইল বা নির্ব্বিশেষ বাদ স্বীকার করিতে হইল! জড় ও জড়চিন্তার সাক্ষাৎ বিপরীত অবস্থাকে নির্ব্বিশেষ অবস্থা বলি। তাহা আশ্রয় করিয়া নীরস ব্রহ্মবাদ স্বীকার পূর্ব্বক নাস্তিকতার অপর লক্ষণকে আশ্রয় করিব! উপাসনা রহিল না। যাহার জন্য সরল জীব এত ব্যগ্র তাহা আকাশ কুসুমের ন্যায় মিথ্যা হইল!! কি দুর্ভাগ্য!!

জড়, জড়চিন্তা ও অজড়চিন্তা রূপ নির্ব্বিশেষ ভাব এই তিনটী সামান্যতঃ লক্ষিত তত্ত্বকে ভেদ করিয়া জীবের সিদ্ধ সত্তার অনুসন্ধান কর ভেদ করিবার অনুসন্ধান করিতে এই জন্য বলিলাম যে আপাততঃ ঐ চিন্তাত্রয় তোমাকে আবদ্ধ করিয়া তোমার স্বরূপকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। ভেদ না

করিলে কিরূপে তাহাদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে? যেমত তোমার চক্ষুর উপর যদি তিনটী ঠুলি দেওয়া যায় এবং তোমার দৃষ্টি রোধ হয়, তখন এই বলা যায় যে ঐ ঠুলিত্রয় ভেদ করিয়া আপনার চক্ষু বাহির কর। করিয়া পদার্থ দৃষ্টি কর। সেইরূপ তোমার সিদ্ধ সত্তা স্বীয় চক্ষু স্বরূপ তাহাকে জড়, জড়চিন্তা ও জড়াভাব চিন্তা রূপ তিনটী ঠুলিতে আবৃত করিয়াছে। ঐ ঠুলি ত্রয়ই তোমার অনর্থ। তাহা দূর করিয়া নিজের সহজ চক্ষু বাহির কর। জীবের সহজ চক্ষু বাহির হইলে আর জড়ময়, জড়চিন্তাময় ও জড়-বিপরীত চিন্তাময় উপাসনা থাকিবে না। তখন চিন্ময় উপাসনা লক্ষিত হইবে। সেই চিন্ময় উপাসনার নাম রস। যাঁহারা উপাসনা করেন তাঁহারা রসেরই অনুশীলন করেন।

উপাসকগণ দ্বিবিধ। রসতত্ত্ববিৎ উপাসক ও রস বিচারশূন্য উপাসক। রস বিচার শূন্য হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহারা কিয়ৎ পরিমাণে যে রসের আলোচনা করেন তাহাকেই তত্ত্ব জ্ঞানাভাবে চিন্তা-গত ধ্যান, ধারণা, নিদিধ্যাসন, সমাধি, প্রার্থনা, এবাদৎ, পূজা, প্রেয়ার (Prayer) ইত্যাদি নাম দিয়া থাকেন। যে সময়ে উপাসক, পূজা, প্রেয়ার (Prayer) বা এবাদৎ প্রভৃতি ক্রিয়াতে আবিষ্ট হন, তখন বিদ্যুৎ গতির ন্যায় একটী ভাব তাঁহার অন্তরাত্মা হইতে উঠিয়া মনকে কম্পিত করে এবং দেহে রোমাঞ্চ প্রভৃতি কিছু কিছু ব্যাপ্তি উদ্ভাবন করে। তখন মনে হয় ঐ ভাবটী যদি আমাতে স্থায়ী রূপে থাকে, তাহা হইলে আর আমার কষ্ট থাকে না। ভাই সে ভাবটী কি? তাহা কি জড়ের ধর্ম্ম, না চিন্তার ধর্ম্ম, না জড়-বিপরীত ধর্ম্ম? সমস্ত জগৎ অন্বেষণ কর কোথাও জড়ে সেরূপ ভাব দেখিবে না। তড়িৎ পদার্থ (Electricity) বা চৌম্বক (Magnetism) যাহারা জড়ের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম, তাহাদের মধ্যে সে অবস্থা নাই। চিন্তাকে যদি বিচার করিয়া দেখ, তাহাতেও সে ভাব নাই। জড় বিপরীত চিন্তাতে ত কিছুই নাই। তবে তাহা কোথা হইতে আসিল? গম্ভীর রূপে বিচার করিয়া দেখ জড়-আচ্ছাদিত জীবের সিদ্ধ সত্তা হইতেই সেই ভাব আবিষ্কৃত হয়। উপাসনা কালেই তাহা উপলব্ধি কর, কিন্তু তাহার সত্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার কর না। আইস আমরা বিচার করিয়া দেখি।

সেই অচিন্ত্য ভাব একটী বৃত্তি বিশেষ। বৃত্তি আশ্রয় ব্যতীত থাকে না। জড়দেহ ও জড়ীয় চিন্তাময় মন যাহাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে সেই শুদ্ধ আত্মারূপ জীবই ঐ বৃত্তির আশ্রয়। স্বীয় ক্ষুদ্রতা ও অন্য বৃহত্তত্ত্বের অধীনতা

রূপ আলোচনার উদয় হইবা মাত্র দেশালাই ঘর্ষণ বা চকমকি ঠোকার পর অগ্নি নির্গমনের ন্যায় ঐ বৃত্তি সহসা প্রকাশ হইয়া পড়ে। যাঁহার প্রতি ধাবিত হয় তিনিই তাহার এক মাত্র বিষয়। উপাসনা কালে সে বিষয়ের সান্নিধ্য হওয়ায়, ঐ বৃত্তি আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া বিষয় প্রতি ধাবিত হয়। বৃত্তিটী স্থায়ীভাব। সাধক ও সাধ্য ইহারা আলম্বন এবং বিষয়ের বিলক্ষিত গুণ সমূহ উহার উদ্দীপন, এবম্ভুত বিভাগ তাহাতে লক্ষিত হইতেছে। বৃত্তি, আশ্রয় ও বিষয়কে যে ক্ষণে সংযোজিত করিল তৎক্ষণাৎ আশ্রয়ে কতকগুলি ক্রিয়া লক্ষণ রূপ অনুভাব বিলক্ষিত হইল। পূর্ব্বোক্ত তেরটী অনুভাবের মধ্যে একটী বা কএকটী অবশ্যই দৃষ্ট হইবে। তৎকালেই হয় হর্ষ বা দৈন্য বা নির্ব্বেদ ইত্যাদি তেত্রিশটী ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে কোন কোন ভাব আসিয়া ঐ বৃত্তির যে ক্রিয়া তাহার সহায়তা করিবে। পুলক অশ্রু প্রভৃতি সাত্বিক বিকারের কেহ না কেহ আসিয়া উপস্থিত হইবে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, উপাসনা কি? উপাসনার অঙ্গ সমূহ আমি পৃথক্ করিয়া দেখাইলাম। এখন তুমি বুঝিতে পারিলে যে, যে রসের বিষয় আমি পূর্ব্বে কহিতে ছিলাম তাহাই উপাসনা। বিভাব, অনুভাব, সাত্বিক ও ব্যভিচারী ভাব চতুষ্টয়ের দ্বারা স্থায়ীভাবের আস্বাদ্য অবস্থা প্রাপ্তিই উপাসনায় লক্ষিত হইল। অতএব উপাসনাই রস। জড়ক্রিয়া, বা চিন্তা বা জড়বিপরীত নির্ব্বিশেষ চিন্তা কখনও উপাসনা নয়। সেই সকল ক্রিয়া সর্ব্বদা নীরস। বিশেষ কথা এই যে সমস্ত উপাসক সম্প্রদায়ই রসের প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন। কিন্তু তাঁহারা রস-বিজ্ঞান অভাবে তাঁহাদের ক্রিয়াটীকে বৈজ্ঞানিক রূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন না।

রস-ভাব-গত-উপাসনা ত্রিবিধ যথাঃ—

১। কুণ্ঠিত।
২। স্বল্পবিকচিত।
৩। বিকচিত।

কুণ্ঠিত উপাসকেরা উপাসনা কালে রসকে অত্যন্ত কুণ্ঠিত রূপে অনুভব করেন। উপাসনা কার্য্য ত্যাগ করিবা মাত্র রসের অপ্রাপ্তি হয়। তাহার কারণ এই যে ঐ সকল লোক জড়-রস সম্ভোগ করেন। রস ব্যতীত জীবন থাকে না। তাঁহাদের জীবন সর্ব্বদা জড়-রস ময়। চিদ্রস তাঁহাদের জীবনে বিদ্যুৎ প্রভার ন্যায় ক্ষণিক ব্যাপার বিশেষ। সদ্গুরু লাভ ক্রমে ও সাধু সঙ্গ

বলে ঐ অবস্থা উন্নত হইয়া ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত অবস্থা হয়। সাধু সঙ্গ অভাবে এবং নাস্তিক উপদেশ ও নির্ব্বিশেষ উপদেশ ক্রমে ঐকুণ্ঠিত উপাসনাও ক্রমশঃ অতি কুণ্ঠিত, অত্যন্ত কুণ্ঠিত ও বিলুপ্ত প্রায় অবস্থা স্বীকার করে। ইহা জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য।

স্বল্পবিকচিত অবস্থায় উপাসনা জীবনের অনেকটা অংশে ব্যাপৃত থাকে। যেখানে রস-কথা শ্রুত হওয়া যায়, সেই খানেই তাহার প্রীতি। সে অবস্থায় নাস্তিক ও নির্ব্বিশেষ বাদীর নিতান্ত ঔদাসীন্য উপস্থিত হয়।

উপাসনার বিকচিত অবস্থায় রস প্রকৃত প্রস্তাবে পরিজ্ঞাত হয়। পরিজ্ঞাত হইয়া স্বীয় কার্য্য অপ্রতিহত রূপে করিতে থাকে। এই বিকচিত অবস্থায় রস শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর এই পাঁচটী আকৃতিতে পরিলক্ষিত হয়। সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের অধিকারী সল্প সংখ্যক। বহু ভাগ্য ক্রমে ঐ সকল রসে জীবের রুচি হয়। সেই সকল প্রধান রস এ গ্রন্থে বিচারিত হইবে না, যেহেতু এই গ্রন্থ খানি সাধারণ উপাসক দিগের তত্ত্ব বিজ্ঞানের জন্য প্রণীত হইল। শান্ত ও দাস্য এই দুইটী রস সর্ব্ব সাধারণের উপদেশযোগ্য, অতএব ঐ দুই রসের কিছু বিচার করিতেছি।

তৃতীয় ধারা—শান্ত রস বিচার।

উপাস্য বস্তু নির্ব্বিশেষ (Universal) নয় কিন্তু সবিশেষ (Personal) এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধি বুদ্ধিকে শম বলা যায়। শম যে উপাসকের হৃদয়ে আসীন হইয়াছে সে উপাসক যখন উৎপন্ন-রতি হয়, তখন তাহার রতিকে শান্তি রতি বলি। শান্ত জীবই শান্তি রতির আশ্রয়। সবিশেষ (Personal God) ভগবানই সেই রতির বিষয়। আশ্রয় রূপ শান্তজীব ভগবত্তত্ত্বে জড়-বুদ্ধি-পরিশূন্য। চিৎসুখ প্রাপ্তির যোগ তাঁহার উপাসনা লিঙ্গ। বিষয়োন্মুখতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজানন্দে তিনি স্থিত হন। অতএব কৃষ্ণ তাঁহার সম্বন্ধে পরমাত্মা বা সবিশেষ ব্রহ্মরূপে প্রতীত হইয়া তাঁহার রতির বিষয় হন। নিতান্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম চিন্তায় রতি নাই। উৎপন্ন রতি পুরুষের যে ব্রহ্ম তাহাও সবিশেষ প্রায়। কিন্তু ব্রহ্মের যে কি নিত্য বিশেষ তাহাতে সিদ্ধান্ত কতকটা অস্থির থাকে। অতএব কখন চতুর্ভুজ স্বরূপ, কখন ঐশ্বর্য্যগত কৃষ্ণ

আকর্ষণ করেন, যিনি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর, পরমারাধ্য, সর্ব্বজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত ক্ষমাশীল, শরণাগত-পালক, দক্ষিণ, সত্য স্বরূপ, সর্ব্ব দক্ষ, সর্ব্ব শুভঙ্কর, প্রতাপী, শুদ্ধ, ন্যায়শীল, ভক্ত-সুহৃৎ, বদান্য, সর্ব্ব তেজোময়, সর্ব্ব বলশালী পরম কীর্ত্তিমান, কৃতজ্ঞ ও প্রেম বশ্য শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ পরাৎপর বস্তু, তিনিই এই রসের বিষয় রূপ আলম্বন।

২। আশ্রয় রূপ আলম্বন।

অবিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ এই চারি প্রকার দাসেরাই এই রসের আশ্রয় রূপ আলম্বন। ইহারা সকলেই রসোপযোগী জীব।

(ক) ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দাসগণ কৃষ্ণ কৃপায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়া অধিকৃত দাস হইয়াছেন।

(খ) শরণ্য, জ্ঞানিচর ও সেবানিষ্ঠ এই তিন প্রকার আশ্রিত দাস। কালিয়, জরাসন্ধ ও বদ্ধ-নৃপসকল শরণ্য আশ্রিত দাস। শৌনকাদি ঋষি মুক্তি ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানিচর আশ্রিত দাস হইয়াছিলেন। চন্দ্রধ্বজ, হরিহয়, বহুলাশ্ব, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতি প্রথমাবধি ভজনাসক্ত থাকায় সেবানিষ্ঠ আশ্রিত দাসের মধ্যে গণ্য।

(গ) উদ্ধব, দারুক, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্রক প্রভৃতি পারিষদ দাস। তাঁহারা সময়ে সময়ে পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন।

(ঘ) অনুগ দাস, পুরস্থ ও ব্রজস্থ ভেদে, দুই প্রকার। ইহাঁরা সর্ব্বদা পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। সচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ভ, সুতনু প্রভৃতি পুরস্থ দাস। রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দ আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়দ, বকুল, রসদ, শারদাদি ব্রজস্থ অনুগদাস।

সমস্ত দাসগণ প্রশ্রিত, নিদেশ বর্ত্তী, বিশ্বস্ত ও প্রভুতাজ্ঞান দ্বারা নম্রবুদ্ধি। ইহাঁরা কেহ ধূর্য্যদাস; কেহ ধীরদাস কেহ বীরদাস। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার দাসের মধ্যে আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগগণ কেহ নিত্যসিদ্ধ, কেহ সিদ্ধ ও কেহ সাধক।

৩। উদ্দীপন।

কৃষ্ণের মুরলী শব্দ, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্যাবলোক, গুণোৎকর্ষ শ্রবণ, পদ্ম, পদচিহ্ন, নূতন মেঘ, অঙ্গ সৌরভ ইহারা সাধারণ উদ্দীপন। কৃষ্ণানুগ্রহ, চরণধূলি, চরণতুলসী, প্রসাদান্ন, চরণামৃত, কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ, ইহারা দাস ভক্ত গণের বিশেষ উদ্দীপন।

দাস্যরসের বিভাব বিচারিত হইল। এই রসের অনুভাব সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে সাধারণতঃ রসের যে তেরটী অনুভাব লিখিত হইয়াছে তদ্ব্যতীত দাস ভক্তের নিম্ন লিখিত কএকটী অনুভাব লক্ষিত হয় যথাঃ—

১। সর্ব্বতোভাবে আজ্ঞাপালন। ৩। কৃষ্ণদাসের সহিত মিত্রতা।
২। ভগবৎ পরিচর্য্যায় ঈর্ষা শূন্যতা। ৪। প্রীতি মাত্র নিষ্ঠা।

দাস্য রসে স্তম্ভাদি অষ্ট প্রকার সাত্বিক বিকারই লক্ষিত হয়।

এই রসে হর্ষ, গর্ব্ব, স্মৃতি, নির্ব্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈন্য, চিন্তা, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চাপল্য, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ক্লম, ব্যাধি এবং মৃতি এই কয়েকটী ব্যভিচারী ভাব কার্য্য করে।

এই রসে প্রভুতা জ্ঞান নিমিত্ত সম্ভ্রম, কম্প ও চিত্ত মধ্যে আদর ইহারা প্রেমের সহিত একাত্তা প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী ভাব রূপে কার্য্য করে। আশ্রিত দিগের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ক্রম অনুসারে রতি উৎপন্ন হয়। পারিষদ ও অনুগদিগের পক্ষে সংস্কারই রতির উত্তেজক। এই দাস্য প্রীতিতে প্রেম, স্নেহ ও রাগ পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়। আমরা যে কএকটী উচ্চ রসের বিচার লিখিতে অস্বীকার করিলাম সেসকল রস উত্তরোত্তর উচ্চ, উৎকৃষ্ট ও চমৎকার। সাধকের যদি লোভ হয় তবে সেই সকল রসের অধিকার জন্মে। সাধন সময়ে যাঁহার যে রসে লোভ হয়, সিদ্ধ কালে তাঁহার সেই রসে নিত্য স্থিতি লাভ হয়। রস-গত-ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায়। সাধনাঙ্গে যে রাগানুগ ভক্তির পরিচয় আছে সে এই রাগাত্মিকা ভক্তির অনুকরণ। রাগানুগা সাধক ভক্ত রসস্থ সিদ্ধ ভক্ত জনের চরিত্র ও ব্যবহার অনুকরণ করিবেন। যে রস ভক্তের জীবন, এবং তাঁহার উপাদেয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তাঁহার অনুকরণীয়। সিদ্ধ সময়ে সেই রূপ জীবন লাভ করিবেন।

রস সম্বন্ধে আর একটী কথা আছে। পঞ্চবিধ রসের মধ্যে কোন রস কোন রসের মিত্র কোন রস কোন রসের শত্রু হয়। তাহা বিচার করা সাধকের উচিত হয়। রস গণের শত্রু মিত্র বিবেচনা না করিলে বৈরস্য ও রসাভাস হইতে পারে, তাহাতে রসের বিশেষ হানি হয়। আমি একটী উদাহরণ দিই, তদ্দৃষ্টে সর্ব্বত্র বিচার করিয়া লইবেন। শান্ত রসের যে বিভাব, অনুভাব ও আশয় সে সকল অন্য সমস্ত রসের বৈরস্যতা বিধান করে। দাস্যতেই দেখা যাইতেছে, যে শান্ত রসের বিষয় রূপ আলম্বনটী দাস্য রসে নিতান্ত বিরস।

শান্ত রসের উদ্দীপন সকল দাস দিগের পক্ষে অত্যাপ্ত কর ও পরিহার্য্য। তদ্রূপ বাৎসল্য-গত-অনেকগুলি ভাব মধুর ভাবের বিরোধী। এসকল বিশেষ রূপে বিচার করার প্রয়োজন নাই, যেহেতু যে রসে যাহার রুচি সেই রসের উপযোগী বা মিত্র ভাব সকল অন্যত্র দেখিলে আদর ও তাহার অনুপযোগী ও শত্রু ভাব সকল সর্ব্বদা অরুচিকর হয়। রুচিই তন্মধ্যে যোগ্যাযোগ্য বিচার করিয়া লইয়া থাকে।

রসিক জীবনই জীবনের চরম প্রয়োজন। পাঠক বর্গ! যদি এই গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যত প্রকার জীবন আছে সমুদায় পর্য্যালোচন পূর্ব্বক রসিক জীবন আপনাদের রুচিকর বোধ হয়, তবে আর ইতস্ততঃ ভ্রমণ না করিয়া রস প্রাপ্তির যে ক্রম লিখিলাম তাহাই অবলম্বন করুন। যদি সে রুচি হয় তবে জানিব যে আপনাদের ভাগ্যোদয় হইল, আপনারা পরম সাধু, আপনাদের চরণ ধুলি আমাদের শ্রদ্ধাবনত মস্তকে প্রদত্ত হউক॥

অষ্টম বৃষ্টি।

—::—

উপসংহার।

আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানিকে বিচার গ্রন্থ বলিয়া জানিবেন। ইহাকে আস্বাদন গ্রন্থ বলিয়া মনে করিবেন না। আস্বাদন গ্রন্থ হইলে ইহাতে সর্ব্ব রসোৎকৃষ্ট মধুর রসের প্রক্রিয়া সকল অনায়াসে লিখিত হইত। মধুর রসতত্ত্বে যে হ্লাদিনী সারভূতা পরমানন্দ রূপিণী শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপানন্দের অন্তর্ভূতা মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধিকা তত্ত্ব লক্ষিত হয়, তাহাও স্পষ্ট রূপে সন্নিবেশিত হইত। সে সমুদায় বিষয় রসাস্বাদন রূপ বহুল গ্রন্থে লিখিত আছে। অধিকন্তু সে সমুদায় তত্ত্ব কেবল আস্বাদনের বিষয় বলিয়া গ্রন্থ মধ্যে লেখা দুঃসাধ্য। এই গ্রন্থ খানি কেবল বিশুদ্ধ বিচার পরায়ণ।

পণ্ডিতগণ বলেন যে বিচারের পাঁচটী অবয়ব থাকে যথা—১। বিষয় ২। সংশয় ৩। সঙ্গতি ৪। পূর্ব্বপক্ষ ৫। সিদ্ধান্ত। আমাদের বিচারের বিষয় কি? এরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে। আমরা উত্তর করি যে জীবের জীবনই এই বিচারের বিষয়। সংশয় কি? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে জীবন কি ও ইহার উদ্দেশ্য কি? আমাদের সঙ্গতি এই যে জীবের জীবন দ্বিবিধ ১। শুদ্ধ জীবন ২। বদ্ধ জীবন। শুদ্ধ জীবন শুদ্ধ চিদ্ধামে আছে, তাহা নিত্য পবিত্র ও আনন্দময়। তাহাতে অভাব, শোক, ভয় ও মৃত্যু নাই। বদ্ধ জীবন এই জড় জগতে বর্ত্তমান। তাহাও দুই প্রকার ১। বহির্ম্মুখ ২। অন্তর্ম্মুখ। বহির্ম্মুখ জীবন চিদ্ধামকে লক্ষ্য করে না, তাহার প্রতি সাম্মুখ্য নাই। অন্তর্ম্মুখ জীবন বহির্ম্মুখ জীবনের ন্যায় লক্ষিত হইয়াও চিদ্ধামের প্রতি সাম্মুখ্যের আদর করে, ও তাহাকেই মুখ্য রূপে সন্ধান করে। বহির্ম্মুখ বদ্ধ জীবন চারি প্রকার যথাঃ—

১। নীতিশূন্য নিরীশ্বর বদ্ধ জীবন।

২। নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধ জীবন।

৩। নৈতিক সেশ্বর বদ্ধ জীবন।

৪। নির্ব্বিশেষ-চিন্তা-বিকৃত জীবন।

নীতিশূন্য নিরীশ্বর বদ্ধজীবন দুই প্রকার। ১। নরেতর জীবন ২। নর জীবন। পশু পক্ষী ইত্যাদির জীবন নরেতর জীবন। সে জীবনে বুদ্ধি বৃত্তি লুপ্ত প্রায় থাকে। নীতি বুদ্ধি রহিত নরজীবন পুনরায় দুই প্রকারে বিভক্ত। আদৌ অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় মানবের আদিম বন্য লক্ষণ জীবন। বন্য লক্ষণ জীবনে পশুদের ন্যায় মানবের ইচ্ছামত ক্রিয়া। ভয় ও আশা দ্বারা চালিত হইয়া চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি চাকচিক্য বিশিষ্ট জড় বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর মনে করে। এই অবস্থায় নীতি নাই, বাস্তব ঈশ্বর নাই। জীবের সিদ্ধ-সত্তা-গত-ভক্তিবৃত্তি অত্যন্ত লুপ্ত প্রায় হইয়াও তাহার সত্তার পরিচয় দেয়, এই মাত্র। যিনি দ্রব্য ও দ্রব্যশক্তি জ্ঞান লাভ করত যুক্তির চালনা দ্বারা অনেক পদার্থ বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি করিয়া ইন্দ্রিয় সুখের পরিচর্য্যা করেন, অথচ নীতি ও ঈশ্বরকে মানেন না, তিনি নীতি বুদ্ধি রহিত নর জীবনের দ্বিতীয় ভাগে অবস্থিতি করেন। ঈশ্বর ও নীতির প্রতি তাঁহাদের লক্ষ নাই।

শেষোক্ত জীবন, নীতির আদর যুক্ত হইলেই, নৈতিক নিরীশ্বর বদ্ধ জীবন হয়। তাহাই দ্বিতীয় প্রকার বদ্ধ জীবন। শেষোক্ত জীবনে ঈশ্বর বিশ্বাস সংযুক্ত হইলেই নৈতিক সেশ্বর বদ্ধ জীবন হয়। এই জীবনে ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম নীতির অধীন থাকায় তদ্দ্বারা বহির্ম্মুখতা দূর হয় না। ইহাই তৃতীয় প্রকার বদ্ধ জীবন।

যে স্থলে ঐ জীবনে অত্যন্ত নির্ব্বিশেষ চিন্তা আসিয়া স্থল লাভ করে এবং তাহার অধীনে জীবনকে গ্রহণ করিয়া নীতির হাত হইতে ছাড়াইয়া লয়, এবং ক্রমশঃ ঈশ্বর বিশ্বাসকে কেবলঅদ্বৈত বিশ্বাসে পরিণত করে, সেইস্থলে নির্ব্বিশেষ চিন্তা-বিকৃত বহির্ম্মুখ জীবন লক্ষিত হয়। ইহাই চতুর্থ প্রকার বহির্ম্মুখ বদ্ধ জীবন।

পরমেশ্বরকে জীবন সর্ব্বস্ব জানিয়া যাঁহারা সমস্ত বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি, ঈশ্বর-বাদ ও চিন্তাকে ঈশভক্তির অধীন করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদের জীবন, বদ্ধ হইলেও, অন্তর্ম্মুখ। এই অন্তর্ম্মুখ জীবনকে সাধন-ভক্ত-জীবন বলে।

অশেষ জড়-সম্বন্ধ বিনাশ পূর্ব্বক প্রোদ্দীপিত নির্ম্মল স্বধর্ম্মের সহিত জীবের চিদ্রসে অবস্থিতিই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহাই অন্তর্ম্মুখ জীবনের ফল।

আমাদের এই সঙ্গতি শ্রবণ করত পূর্ব্বোক্ত-চতুর্বিধ-বহির্ম্মুখ-বদ্ধ-জীবন-স্থিত কুসংস্কারাপন্ন জীবগণ আপন আপন নিষ্ঠা হইতে একটী একটী পূর্ব্বপক্ষ করিয়া

থাকেন। আপন আপন কোষ্ঠে বসিয়া তত্তদবস্থার জীবগণ যুক্তির সাহায্যে বিষয়, সংশয়, সঙ্গতি, পূর্ব্বপক্ষ বিচার করত একটী একটী সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ সিদ্ধান্ত গুলিই আমাদের নিকট পূর্ব্বপক্ষ রূপে প্রসারিত হয়। ইহার মধ্যে কথা এই যে, যে জীবনস্থ হইয়া জীব পূর্ব্বপক্ষ করেন সেই জীবনের অব্যবহিত উচ্চ জীবনস্থ জীবই সেই পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত পূর্ব্বক আপন সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সব সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিলেই নিম্নস্থ জীবনের সিদ্ধান্ত নিরস্ত হয়। আমাদের অব্যবহিত নিম্নে যে জীবন লক্ষিত হয়, সেই জীবনস্থ সিদ্ধান্ত নিরসনই আমাদের নিজ কার্য্য। আমরা সেই রূপই কার্য্য করিব। আমাদের গ্রন্থ মধ্যে স্থলে স্থলে ঐ সকল সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। সহজ করিবার জন্য সংক্ষেপে তাহাদের পুনরালোচন করিব।

নীতি শূন্য বহির্ম্মুখ জীব এইরূপ যুক্তি করিয়া থাকেন। পরমাণু সকলের সংযোগ বিয়োগ ক্রমে এই বিচিত্র জগৎ, প্রকৃতির অনাদি বিধি অনুসারে, উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা নাই। আমরা পরমেশ্বর সম্বন্ধে যে বিশ্বাস করি সে বিশ্বাস কুসংস্কার হইতে উদ্ভূত। যদি পরমেশ্বর বলিয়া কোন প্রকাণ্ড চৈতন্যের প্রয়োজন হয়, তবে সেই চৈতন্যের আর একজন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। তাহাতেও পরমেশ্বর-বিশ্বাস স্থিরতর থাকে না। জড় শরীরে যে জড়ময় মস্তিষ্ক আছে, তাহারই গঠন প্রণালী হইতে বুদ্ধি উদিত হয়। সেই গঠন ভগ্ন হইলে আর বুদ্ধিরও অস্তিত্ব থাকে না। আত্মা বলিয়া যাহাকে মনে করি, তাহা অন্ধ বিশ্বাস মাত্র। শরীর পতন হইলে অস্তিত্বের অভাব হইবে, অথবা মূল তত্ত্বে প্রবেশ করিতে হইবে। এই জীবনে অবস্থিত হইয়া মরণ পর্য্যন্ত যতদূর সুখ ভোগ করিতে পার তাহা কর। কেবল এই পর্য্যন্ত মনে রাখিবে যে সুখ ভোগ কার্য্যে যেন কোন ঐহিক ভাবী অসুখ উদয় না হয়। রাজদণ্ড, প্রাণবধ, পরের সহিত শত্রুতা, পীড়া অযশ এই সকল ভাবী ঐহিক অসুখ। দৈহিক সুখই প্রয়োজন, যে হেতু তদতিরিক্ত সুখ নাই। জীবনের সুখ বৃদ্ধি করিবার জন্য বিজ্ঞান, শিল্প, ও কারুকার্য্য যতদূর বৃদ্ধি করিতে পার, যুক্তি ও পরিশ্রম দ্বারা তাহা কর। জীবনের বন্য অবস্থা দূরকরত পরিচ্ছদের, গার্হস্থ দ্রব্য সমূহের ও শরীরের চাকচিক্য ও বাহ্য সভ্যতা বৃদ্ধি কর। সুখাদ্য, সুগন্ধদ্রব্য, সুশ্রাব্য বাদ্যযন্ত্র, সুদৃশ্য প্রতিকৃতি ও সুখস্পর্শ বিস্তরণ ইত্যাদি সৃজন করত সুখভোগ কর। উৎকৃষ্ট অট্টালিকা, নানাবিধ যানাদি নির্ম্মাণ করত

সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিকর ও ব্যবহার করিতে থাক। সভ্যতাই নরজীবনের পারিপাট্য। জীবনের উপকারের জন্য ইতিহাস সংগ্রহ কর। অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার কর, সে সমুদায়কে প্রকৃত রূপে সংরক্ষণ কর। অলৌকিক ও অযুক্ত কিছুই বিশ্বাস করিও না। যে খানে সাধারণ সুখ ও নিজ সুখ পরস্পর বিরোধ করে সে খানে সাধারণ সুখকে বিসর্জ্জন দিয়া নিজ সুখের উন্নতি কর। এই প্রকার প্রবল যুক্তিযুক্ত বাক্য সকল শুনিবা মাত্র অসভ্য ও অপ্রাপ্ত-জ্ঞান বন্য জাতীয় মনুষ্যগণ আপনাদের পূর্ব্ব কার্য্য সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনের উন্নতির জন্য প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের সূর্য্য চন্দ্র বিশ্বাস, পশুবধ পূর্ব্বক জীবন নির্ব্বাহ, ও বন মধ্যে পশুদিগের ন্যায় কাল যাপন প্রভৃতি কার্য্য সকল দূরীভূত হইয়া যায়। নীতিশূন্য যুক্তবাদী বহির্ম্মুখ মনুষ্যগণ তাহাতে নিজ গৌরবের দ্বারা স্ফীত হইতে থাকেন। চার্ব্বাক, সরডেনেপ্লাস প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সুখ বাদীদিগের জীবনই এই জীবনের উদাহরণ।

নৈতিক বহির্ম্মুখ জীব অধিকতর বুদ্ধি প্রকাশ করিয়া নীতি শূন্য বহির্ম্মুখকে শীঘ্রই পরাজয় করেন। তিনি বলেন, ভাই! তোমার সকল কথাই মানি, কেবল তোমার স্বেচ্ছাচারকে ভাল বলিয়া স্থির করি না। তুমি জীবনের সুখ অন্বেষণ করিতেছ কিন্তু নীতি ব্যতীত জীবনের সুখ কিরূপে হইবে? তোমার জীবনকেই কেবল জীবন বলিয়া মনে করিও না। সামাজিক জীবনকে জীবন বল। যে বিধি সামাজিক জীবনের সুখ সমৃদ্ধি করিতে সক্ষম তাহাই শ্রেয় ও তাহারই নাম নীতি। সেই নীতিক্রমে সুখভোগ করাই মানবের পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা। যেখানে আপনার দুঃখ দ্বারা সমাজের সুখ হয় সেখানে আপনার দুঃখ স্বীকার করাই যুক্তিযুক্ত পুরুষের কর্ত্তব্য। ইহার নাম নিষ্কাম নীতি। ইহাই একমাত্র মানব ধর্ম্ম। সামাজিক সুখ সমষ্টি বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রেম, মৈত্রী, কৃপা ইত্যাদি প্রধান প্রধান ভাব সকলের অনুশীলন কর। তাহা হইলে হিংসা দ্বেষাদি দুষ্ট ভাব সকল আর মানব চিত্তকে দূষিত করিতে পারিবে না। বিশ্ব প্রেমই বিশ্ব সুখ। তাহার সমৃদ্ধি করিবার কোন প্রকার উপায় অবলম্বন কর। এইটী পজিটিবিষ্ট (Positivist) অর্থাৎ নিশ্চয়বাদী কম্‌টি ও মিল এবং সোসিয়ালিষ্ট (Socialist) অর্থাৎ সমাজবাদী হারবার্টস্পেন্সর প্রভৃতি এবং সাধারণতঃ বৌদ্ধ ও নাস্তিক দিগের নিগূঢ় মত।

কল্পিত সেশ্বর নৈতিকগণ উক্ত মতের সমস্ত কথাই স্বীকার করত এই মাত্র

বলেন যে ঈশ্বর বিশ্বাসও একটী প্রধান নীতি। যে পর্য্যন্ত ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস না কর সে পর্য্যন্ত নীতি অসম্পূর্ণ থাকে। পরমেশ্বর বিশ্বাস করার কএকটী নৈতিক উপকার স্পষ্ট প্রতীত হয়।

১। নীতি বুদ্ধি প্রবল হইলেও, ইন্দ্রিয়ের বিষয়াকর্ষণ, সময়ে সময়ে বৃহৎ নীতিজ্ঞ দিগের পক্ষেও অধিক প্রবল হইয়া থাকে। যদি অলক্ষিত রূপে ইন্দ্রিয় বিষয় সংযোগের বিশেষ সুবিধা হয়, তখন ঈশ্বর বিশ্বাসই একমাত্র তাহার উপযুক্ত প্রতিবন্ধক হইতে পারে। কোন মনুষ্য যাহা দেখিতে সক্ষম নয়, পরমেশ্বর তাহা দেখিতে পান, এরূপ যাহাদের মনে আছে, তাহারা অত্যন্ত গোপনেও নীতি বিরুদ্ধ কার্য্যে সমর্থ হইবে না।

২। ঈশ্বর বিশ্বাস থাকিলে মরণ সময় বিশ্বাস জনিত-সুখ দ্বারা অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

৩। সাধারণতঃ নীতি বুদ্ধি অপেক্ষা ঈশ্বর বিশ্বাস অধিকতর ঐহিক পুণ্য প্রবৃত্তি জনক ইহা সকলেই স্বীকার করেন।

৪। ঈশ্বর বিশ্বাসে কেবল-নীতিজ্ঞ ব্যক্তির জীবন অপেক্ষা অধিক শান্তি আছে।

৫। যদি ঈশ্বর থাকেন তাঁহার বিশ্বাস দ্বারা প্রচুর লাভ হইবে। যদি না থাকেন তবুও বিশ্বাসের দ্বারা কোন ক্ষতি হইবে না। পক্ষান্তরে যদি থাকেন, তবে অবিশ্বাসী দিগের প্রচুর ক্ষতি। অতএব গম্ভীর নীতিজ্ঞ দিগের পক্ষে ঈশ্বর বিশ্বাস নিতান্ত কর্ত্তব্য।

৬। ঈশ্বর উপাসনাতেও সুখ আছে। সে সুখ অন্যান্য সদোষ সুখ অপেক্ষা নির্ম্মল। ঈশ্বরসুখে উৎপাত নাই অন্য সমস্ত বিষয়-সুখে উৎপাত আছে।

৭। ঈশ্বর-বিশ্বাস দ্বারা চিত্তবৃত্তি সকলের সৎপথ গমনের প্রবৃত্তি, অন্যান্য নীতি অপেক্ষা অতি শীঘ্র পুষ্ট হয়।

৮। ঈশ্বর বিশ্বাস থাকিলে দয়া ও ক্ষমা অধিক বল প্রাপ্ত হয়।

৯। ঈশ্বর বিশ্বাস থাকিলে নিষ্কাম কর্ম্মে অধিক উৎসাহ হয়।

১০। ঈশ্বর-বিশ্বাস থাকিলে পরলোক-বুদ্ধি উদিত হয়। পরলোক-বুদ্ধি উদিত হইলে কোন সময়েই কোন ঘটনা দ্বারা নৈরাশ্য লাভ করিতে হয় না।

ভাই হে! যদি ঈশ্বর নাও থাকেন, তথাপি উপরোক্ত হেতুবশতঃ এবং আর আর কারণবশতঃ একটী ঈশ্বর মানাই উচিত। এই সমস্ত প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া নিরীশ্বর ব্যক্তি, কল্পিত সেশ্বর বাদীর নিকটে পরাজিত হন। অবশেষে

কম্‌টির ন্যায় একটী কল্পিত উপাসনা তত্ত্ব স্বীকার করিয়া লন। জৈমিনির কর্ম্মকাণ্ড, পাতঞ্জলের ঈশ্বর প্রণিধান, কম্‌টির কল্পিত উপাসনা যদিও কোন কোন বিষয়ে উঁহাদের ভেদ আছে, তথাপি ইহারা ফলে এক। কম্‌টি নিজের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। জৈমিনি প্রভৃতি কর্ম্মবাদীগণ তাহা অপেক্ষা অধিক সতর্ক, অতএব হৃদয় ভাবকে প্রকাশ করেন নাই।

কল্পিত সেশ্বর বাদ প্রবল হইলে বাস্তব সেশ্বরবাদ তর্ক যুদ্ধে অগ্রসর হয়। বাস্তব সেশ্বরবাদী বলেন, ভাই! ঈশ্বরকে কল্পিততত্ত্ব মনে করিবে না। তিনি যথার্থই আছেন। নিম্ন লিখিত কএকটী নিগূঢ় যুক্তি ভালরূপে আলোচনা করিয়া দেখ।

১। জগতের নিয়ম যে রূপ পরিপাটী তাহাতে কোন বিভু চৈতন্য কর্ত্তৃক যে এই জগৎ সৃষ্ট ও ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। মানবের যুক্তি শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, সেই বৃত্তি যথাযথ চালিত হইলেই সত্য আবিষ্কৃত হয়। কোন স্থলে সূক্ষ্মতা পরিত্যাগ করিলেই ভ্রম উদিত হয়। যুক্তির কার্য্যে ব্যাপ্তির বিশেষ প্রয়োজন, নতুবা যুক্তি অনেক দূর যাইতে সক্ষম হয় না। যে দুইটী পক্ষ অবলম্বন করত সাধ্য বিষয় নির্ণয় করিবে, সেই দুইটী পক্ষ আদৌ শুদ্ধ হওয়া চাই। যথা পর্ব্বত যে বহ্নিমান তাহা ধূম দৃষ্টে অনুমিত হয়। এস্থলে যে খানে ধূম থাকে সে খানে অগ্নি থাকে এইটী শুদ্ধ পক্ষ হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ যে ধূম দেখিতেছ সেটী বাস্তবিক ধূম হওয়া চাই, কুজ্‌ঝটিকা প্রভৃতি না হয়। দুইটী পক্ষ শুদ্ধ হইলে সাধ্য (যে পর্ব্বতে অগ্নি আছে) তাহা, অবশ্য সত্য হইবে। যুক্তি গত অনুমানের এইটী প্রধান প্রক্রিয়া। জগদ্ব্যাপারে যে রূপ সৌন্দর্য্য ও সুষ্ঠু সন্নিবেশ লক্ষিত হয়, তাহাকে প্রথম পক্ষ করিয়া, অন্য পক্ষকে এই বলিয়া জান যে ঘটনা ক্রমে যাহা যাহা হয় তাহাতে এত সুষ্ঠুতা থাকে না; এত সুষ্ঠুতা কেবল বিচার পূর্ণ কোন চৈতন্য কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে। এই দুই পক্ষ দ্বারা স্থির কর যে কোন বৃহৎ চৈতন্য কর্তৃক এই জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে।

২। কর্ত্তা ব্যতীত কোন কর্ম্ম হয় না। যদি বল কর্ত্তারও কর্ত্তা থাকে, তাহাতে সুযুক্তি এই যে জড়ীয় কর্ত্তা মাত্রেরই কর্ত্তার প্রয়োজন। বুদ্ধি শক্তি দ্বারা আকৃতি আদৌ কল্পিত হয়, পরে ঐ আকৃতি কার্য্যে পরিণত হইলেই একটী জড়ীয় ব্যাপার হয়। চৈতন্য লক্ষণ বস্তুই জড়ের

আদি কর্ত্তা। কিন্তু ঐ বুদ্ধির কর্ত্তা দেখা যায় না, তখন চৈতন্যের কর্ত্তার প্রয়োজন নাই। জড়ের কর্ত্তা চাই বলিয়াই যে চৈতন্যের কর্ত্তার আবশ্যক হইবে এ কথা তোমাকে কে বলে? জড় দৃষ্টি করিয়া তোমার যে সংস্কার হইয়াছে, তাহার অন্যায় রূপ ব্যাপ্তি দ্বারা তুমি যে চৈতন্যের কর্ত্তার অন্বেষণ কর, তাহা তোমার কুসংস্কার মাত্র। কুসংস্কার ত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ যুক্তি দ্বারা পরমেশ্বরকে বিশ্বাস কর।

৩। যদি বিশেষ প্রক্রিয়া দ্বারা পরমাণু সংযোগ ক্রমে চৈতন্যের উৎপত্তি হইত, তবে তাহার উৎপত্তির একটা একটা উদাহরণ কোন দেশে না কোন দেশের ইতিহাসে লেখা থাকিত। মাতৃ গর্ভে মানবের উৎপত্তি। অন্য কোন উপায়ে তাহার উৎপত্তি দেখি না। বিজ্ঞান পুষ্ট হইয়াও কএক হাজার বৎসরে কিছু দেখাইতে পারিল না। যদি বল ঘটনা ক্রমে কোন সময় মানব হইয়া ছিল, এখন মাতৃ-গর্ভ-জন্ম-রূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছে। উত্তর এই যে তাহা হইলে প্রথম ঘটনার ন্যায় অন্য ঘটনা দেখা যাইত। এখনও দুই একটা স্বয়ম্ভূ উদয় হইতে দেখা যাইত। অতএব প্রথম মাতা পিতার সৃষ্টি সেই বিভু চৈতন্য ব্যতীত আর কোন উপায়ে, যুক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয় না।

৪। যেখানে মানব আছে, সেই খানেই ঈশ্বর বিশ্বাসও আছে। ঈশ্বর বিশ্বাস মানব প্রকৃতির সত্তা নিষ্ঠধর্ম্ম। যদি বল যে মূর্খতা বশতঃ প্রথম অবস্থায় জাতি নিচয়ে ঈশ্বর বিশ্বাস থাকে, পরে যুক্তি ক্রমে তাহা দূরীভূত হয়, তাহার উত্তর এই যে ভ্রম সর্ব্বত্র এক প্রকার হয় না। সত্যই সর্ব্বত্র এক। যথা দশে দশ মিলিত করিলে কুড়ি হইবে। সর্ব্ব দেশেই ঐ মিলনের ফল এক, যে হেতু তাহা সত্য। দশে দশ মিলিত করিলে পঁচিশ হইবে এরূপ মিথ্যা ফল সার্ব্বত্রিক হইতে পারে না। ঈশ্বর বিশ্বাস দূরদ্বীপ নিবাসী দিগের মধ্যেও লক্ষিত হইয়াছে, তাহাতে কুসংস্কার শিক্ষা ক্রমে ব্যাপ্তি হওয়ার যে বাদ আছে তাহা এস্থলে প্রযোজ্য নয়।

৫। মানব জীবন যদি উচ্চ হইতে বাসনা করে, তাহা হইলে ঈশ্বর ও পরলোক স্বীকার করা নিতান্ত আবশ্যক। যে জীবন কএক দিনেই সমাপ্ত হয়, তাহার সম্বন্ধে কখনই আশা ভরসা দৃঢ় হয় না। মানব প্রকৃতিতে ঈশ্বর বিশ্বাস স্বভাব সিদ্ধধর্ম্ম হওয়ায়, মানবের এতদূর উচ্চ আশা, ভরসা ও

দূরলক্ষ থাকে। ঈশ্বর বিশ্বাস রহিত মানব প্রকৃতি সর্ব্বতোভাবে ক্ষুদ্রাশয় যুক্ত।

৬। যুক্তি দ্বারা স্থাপিত বাস্তব পরমেশ্বর বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা রূপ ধর্ম্মালোচনা না করিলে সকল নীতির রাজা স্বরূপ ঈশ-পূজার অভাব হইয়া পড়ে। তাহাতে জীবন অসম্পূর্ণ ও মূল কর্ত্তব্যাভাবে পাপিষ্ঠ হয়।

এই সমস্ত যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া তোমার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ কর, এবং সেই জ্ঞানের আশ্রয়ে বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি ও ঈশ্বর বিশ্বাস দ্বারা তোমার জীবনকে উন্নত কর ও জগতের মঙ্গল সাধন কর। তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাকে পরলোকে সুখ ও শান্তি দান করিবেন। ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা যাহা করিবে তদ্দ্বারা তুমি যথেষ্ট পারলৌকিক সুখ লাভ করিতে পারিবে না। দেখ ভাই! তুমি কল্পিত ঈশ্বরের নিকট কত আশা করিয়াছিলে, বাস্তব ঈশ্বর তোমাকে তাহা অপেক্ষা অনন্ত গুণ মঙ্গল অর্পণ করিবেন। বিজ্ঞান, শিল্প, নীতি ও ঈশ্বরজ্ঞান অনুশীলন করাই কর্ত্তব্য কিন্তু এ সব অনুশীলন দুই প্রকার অর্থাৎ অবৈধ অনুশীলন ও বৈধ অনুশীলন। অবৈধ অনুশীলন তাহাকেই বলি যাহাতে অধিকার বিচারকে অপেক্ষা না করিয়া অসময়ে, ও অযোগ্য রূপে ঐ সব অনুশীলন হয়। যে ব্যক্তি যে অনুশীলনের যতটা যোগ্য তাহার ততটাই ভাল। অধিক বা অল্প হইলে সুফল হয় না। যোগ্যতা স্বভাবানুসারেই হয়। স্বভাব ও প্রাথমিক স্থিতি, শিক্ষা ও সঙ্গ ক্রমে উদিত হয়। ভ্রাত! তুমি স্বভাব বিচার পূর্ব্বক বর্ণাশ্রম রূপ যে বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ভারতে উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা অবলম্বন করিলে তোমার সমস্ত অধিকার অনুরূপ কার্য্য ও উৎকৃষ্ট ফল সিদ্ধ হইবে। আরও বলি তুমি যুক্তি দ্বারা এবং নিজ-সত্তা-গত-বিশ্বাস দ্বারা আপনার আত্মাকে অমর বলিয়া জান। তাহা হইলে তোমার বৈধ জীবন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইবে। আত্মাকে মাতৃ গর্ভ জাত হইতে লক্ষ করিতেছ বটে, কিন্তু তোমার দিব্য যুক্তি দ্বারা তাহাকে আরও উন্নত ভাব দ্বারা ভূষিত কর। এই জন্মের পূর্ব্বে তুমি ছিলে ও এ জন্মের পরেও থাকিবে এরূপ সিদ্ধান্ত না করিলে তোমার ঈশ্বর বিশ্বাস পবিত্র হইবে না। তুমি দেখ কোন ব্যক্তি সাধু লোকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করায় তাহার সাধুতা গ্রহণ সহজ হইল। কোন ব্যক্তি অসাধু গৃহে জন্ম গ্রহণ করায় তাহার অসাধু স্বভাব হইবার অনেক সম্ভাবনা হইল। তাহাদের লভ্য শিক্ষা ও সঙ্গ তাহাদের পক্ষে অনুকূল ও প্রতিকূল হইতে লাগিল। যখন তাহারা

প্রাপ্ত বুদ্ধি হইল তখন তাহাদের স্বভাব স্থির হইয়া গিয়াছে। তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া এক জীবনই যদি অনন্ত ফল পায়, তাহা হইলে একজন অগত্যা স্বর্গ ও একজন অগত্যা নরক লাভ করিবে। ইহাকি সর্ব্ব শক্তিমান, পরমদয়ালু সর্ব্ব বিচারসম্পন্ন ঈশ্বরের উপযুক্ত কার্য্য হয়? যে সকল ক্ষুদ্র ধর্ম্মে এক-জীবন-গত কর্ম্মই স্বীকৃত হইয়াছে সে সকল ধর্ম্ম নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অযুক্ত। তুমি তাহাতে আবদ্ধ না থাকিয়া জীবের উন্নত ভাব স্বীকার কর, এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম অবলম্বন কর; তোমার যথার্থ সুখ হইবে। কর্ম্মই প্রধান কর্ত্তব্য। কর্ম্ম দুই প্রকার, সকাম ও নিষ্কাম। সকাম কর্ম্ম কেবল সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় পোষক, তাহাতে তোমার রুচি হওয়া উচিত নয়। নিষ্কাম কর্ম্মের নাম কর্ত্তব্যানুষ্ঠান কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ইন্দ্রিয় সুখ হউক বা না হউক, কাম নাই, যে হেতু স্বার্থপরতাকেই কাম বলা যায়। কর্ত্তব্য উদ্দেশে কৃত কর্ম্মে কাম থাকে না। কর্ত্তব্যানুষ্ঠান দ্বারা হরিতোষণ সংসিদ্ধ হয়। হরি সন্তুষ্ট হইলে ভুক্তি ও মুক্তি উভয়ই লভ্য হয়।

এই রূপ যুক্তি দ্বারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন পূর্ব্বক সেশ্বর নৈতিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। জীবনের উদ্দেশ্য উত্তম রূপে নির্ণয় করিতে তাঁহার যত্ন উদিত হইতে থাকে। তখন জীব ও ঈশ্বরের প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহার বিচার আরম্ভ হয়। এই অবস্থাই সেশ্বর নৈতিকের নবজীবন। সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়াও আমার মূল তত্ত্বের সিদ্ধান্ত হয় নাই, এই কথা মনে করিতে করিতে এই কএকটী প্রশ্ন উদয় হয়। আমি কে? জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? ঈশ্বরের সহিত আমার সম্বন্ধ কি এবং চরমেই বা আমার স্থিতি কোথায়?

এই সংশয় গুলির আলোচনা করিতে করিতে তিন প্রকার সঙ্গতি উপস্থিত হয়, তাহাদের নাম ১। সুমুখপ্রযোজক কর্ম্ম সঙ্গতি ২। স্বার্থ বিনাশরূপ নির্ব্বিশেষ জ্ঞান সঙ্গতি ৩। শুদ্ধ স্বধর্ম্মালোচন রূপ ভক্তি সঙ্গতি।

প্রথম সঙ্গতি ক্রমে সেশ্বর নৈতিক বলেন যে আমি ক্ষুদ্র জীব, ধর্ম্মাধর্ম্মের বশীভূত, সর্ব্বদা সুখাভিলাষী। জগতের সহিত আমার ভোগ্য ভোক্তৃ সম্বন্ধ। আমি ভোক্তা জগৎ ভোগ্য। জগতের কোন অংশ নির্ম্মল ভোগের পীঠ স্বরূপ আছে। তথায় গমন করিয়া নির্ম্মল সুখ ভোগ করিব। ঈশ্বরের সহিত আমার এই সব সম্বন্ধ। ঈশ্বর স্রষ্টা আমি সৃষ্ট, ঈশ্বরদাতা আমি গৃহীতা, ঈশ্বর পাতা আমি পালিত, ঈশ্বর রক্ষক আমি রক্ষিত, ঈশ্বর শক্তিমান, আমি

দুর্ব্বল, ঈশ্বর লয়কর্ত্তা আমি নষ্ট হইবার যোগ্য, ঈশ্বর বিধাতা আমি বিধির অধীন, ঈশ্বর বিচারক আমি বিচারিত হইবার পাত্র। ঈশ্বর প্রসন্ন হইলে চরমে আমার দুঃখহানি ও সুখ প্রাপ্তির যোগ্য স্থান লাভ হইবে। অধ্যাত্ম যোগ সংগতিও কিয়দংশে এই সংগতির অন্তর্গত। অষ্টাঙ্গ যোগ লভ্য অধ্যাত্ম সমাধি তাহার উদাহরণ, যে হেতু যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ইহারা কর্ম্মাঙ্গ। প্রত্যাহার ফল লাভের চেষ্টা। সমাধি সেই দুঃখ হানি সুখব্যাপ্তি রূপ চরম লাভ।

দ্বিতীয় সঙ্গতি প্রাপ্ত হইয়া সেশ্বর নৈতিক কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক নির্ব্বিশেষ চিন্তারূঢ় হন। তখন তিনি বলেন আমি জ্ঞানময় বস্তু, ব্রহ্মও জ্ঞানময়। আমি তাঁহার অংশ বিশেষ। জড় সমুদায় আমার দুর্গতি। জড়ের সাক্ষাৎ বিপরীত পদার্থই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্বরূপ আমি কেবল ভ্রম বশতঃ জীবোপাধি লাভ করিয়াছি। ব্রহ্ম অতিরিক্ত বস্তু নাই, তবে যে জগৎ পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহা আমার অবিদ্যা কল্পিত। আমি ব্রহ্ম এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান হইলেই আমার নির্ব্বাণ রূপ পরম লাভ হইবে। নির্ব্বাণই আমার জীবনের চরম উদ্দেশ্য।

তৃতীয় সঙ্গতি ক্রমে সেশ্বর নৈতিক বলেন যে আমি বস্তুতঃ চিৎ কিন্তু আমি অণুচৈতন্য এবং ভগবান বৃহচ্চৈতন্য। জড় জগৎ মিথ্যা নয়। জড় জগতে যে আমিত্ব স্বীকার করিয়াছি তাহাই আমার জ্ঞান দৌর্ব্বল্য। আমি নিত্য ভগবদ্দাস। জড় জগতের সহিত আমার সম্বন্ধ অনিত্য। সেই সম্বন্ধ ভগবৎ ইচ্ছা ক্রমেই ঘটিয়াছে। আমার ভগবদ্বৈমুখ্য যত খর্ব্ব হইবে, আমার ততই জড় সম্বন্ধ শিথিল হইবে এবং চিৎ সম্বন্ধ প্রবল হইবে। আমার সত্তায় যে ভগবদ্দাস্য রূপ একটী নিত্য বৃত্তি আছে তাহাই আমার স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্মের অনুশীলন করিতে করিতে অবান্তরফল স্বরূপ জড়-মুক্তি হইবে এবং নিত্য ফল স্বরূপ প্রেম লাভ হইবে। ভগবানের সহিত আমার নিত্য সেব্য সেবক সম্বন্ধ।

প্রথম সঙ্গতিতে যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন, তাঁহারা কর্ম্মকেই প্রধান জানিয়া ভগবানকে কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের ফলও নিত্য লক্ষণে লক্ষিত হয় না। তাঁহাদের সঙ্গতি নির্দ্দোষ নয়। তাঁহাদের জীবনে ভগবানের স্বাধীন স্ফূর্ত্তি নাই। বিধির অধীনতাই সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। তাঁহাদিগকে কর্ম্মী বলে।

দ্বিতীয় সঙ্গতিতে যাঁহারা বদ্ধ হইয়া পড়েন তাঁহারা আত্মনাশকে উদ্দেশ্য

করিয়া কত্ত বৈরাগ্য আচরণ করেন। তাঁহাদের না এজগতে প্রতিষ্ঠা হইল, না পরে কোন সিদ্ধ তত্ত্ব লাভ হইল। কতকগুলি ব্যতিরেক চিন্তা লইয়া তাঁহাদের জীবনটা বৃথা অপব্যয়িত হইল। ইহাঁদিগকে জ্ঞান কাণ্ডী বলে।

প্রথম সঙ্গতিতে যাঁহারা আবদ্ধ তাঁহারা তৃতীয় সঙ্গতির অনুগত জীবনকে এই রূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া থাকেন। ভক্তিকে আশ্রয় করিয়া তুমি এই জগতের সকল বস্তু ও বস্তুগত সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছ, আবার আমাদের আশার স্থল যে স্বসুখ প্রাপ্তির জন্য ভোগপীঠ রূপ স্বর্গাদি তাহাও তুমি হেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেছ। তোমার যখন সূক্ষ্ম ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত এতদূর বৈরাগ্য তখন তুমি জগতের উন্নতি চেষ্টা করিবে না এবং জগৎকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে! এই জগৎই আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র এখানে পরমেশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া আমরা ইহকালে ও পরকালে সুখলাভ করি। তুমি সে সমুদায় নষ্ট করিয়া সকলের সুখ লাভের ব্যাঘাত করিবে।

ভক্ত জগৎ হইতে ইহার এই রূপ সিদ্ধান্ত প্রত্যুত্তর স্বরূপে প্রদত্ত হয়। ভাই! এ জগতের উন্নতিতে যদিও জীবের বিশেষ লাভ নাই, তথাপি [illegible] জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ যে এ জগতের যে কিছু মঙ্গলসাধন হইবে তাহা কেবল ভক্ত কর্ত্তৃক হইবে। তুমি বিজ্ঞান, শিল্প, কারু ও নীতি যতদূর উন্নত করিতে পার কর। তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, বরং তদ্দ্বারা ভক্তি অনুশীলনের অনেক সুবিধাই হইবে। আমরা বৈরাগী নই। আমরা অনুরাগী। আমরা এই মাত্র বলি যে সমস্ত কর্ম্মই ভগবৎ সাম্মুখ্য স্বীকার করুক। কর্ম্ম সকলের অবান্তর ফল যে স্বার্থ সুখ তাহা দ্বারা কর্ম্ম সকল চালিত না হউক। ভগবদ্ভক্তির উন্নতির উদ্দেশে কর্ম্ম সকল কৃত হউক। কার্য্য সম্বন্ধে তোমার ও আমার জীবনে কিছু মাত্র ভেদ নাই। ভেদ এই যে তুমি কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা কার্য্য করিবে, আমি ভগবদ্ভাব মিশ্রিত করিয়া কার্য্য করিব। কোন সময়ে আমার বিরক্তি ক্রমে কর্ম্ম চেষ্টা খর্ব্বিত হয়। তাহাও তোমার কোন অবস্থায় কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লাভের সদৃশ। তুমি নিরর্থক বিশ্রাম লাভ করিবে, আমি ভগবদ্ভক্তি ক্রমে কর্ম্ম হইতে অবসর লইব। জগৎ তোমার পক্ষে কর্ম্ম ক্ষেত্র, আমার পক্ষে ভক্তি সাধন ক্ষেত্র। তোমার অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মকে আমি বহির্ম্মুখ বলিয়া জানি, যেহেতু তুমি কর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাক, ভগবানের জন্য কর্ম্ম কর না। তোমার নাম সেশ্বর নৈতিক বা কর্ম্মী আমার নাম ভক্ত।

সেশ্বর নৈতিক ও ভগবদ্ভক্তের জীবনে কার্য্য সকল অনেক স্থলেই একই

প্রকার, কেবল নিষ্ঠা ভেদে তাঁহাদের প্রকৃতি ভেদ হইয়াছে। যে সেশ্বর নৈতিক কেবল কর্ম্মজড় অর্থাৎ জড়াতীত বস্তু লক্ষ্য করেনা, সে নিতান্ত হেয়। ঈশ্বর মানিলেও তাঁহার ঈশ্বরের স্বরূপ বোধ ও জীবের গতি বোধ নাই। তাহাদের কর্ম্ম চক্র হইতে উদ্ধার নাই। যে সকল সেশ্বর নৈতিক জড়জগৎকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া চিজ্জগতের আশা করেন তাঁহারা জড় কর্ম্ম বন্ধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনটী উপায় স্থির করিয়া থাকেন যথাঃ—

১। জড় কর্ম্মাভ্যাসকে ক্রমশঃ লঘু করিয়া চিত্তত্ত্বে অবস্থিত হওয়া।
২। চিৎস্বরূপ বিষ্ণুতে কর্ম্মার্পণ করা। সমস্ত কর্ম্ম করিবার সময় বিষ্ণু প্রীতি সংকল্প করা এবং কর্ম্ম সমাপ্ত হইলে তাহা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করা।
৩। যে কর্ম্ম না করিলে নয় তাহাতে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিকে মিশ্রিত করা। যাহা না করিলেও দেহ যাত্রা নির্ব্বাহ হয় তাহা পরিত্যাগ করা।

যাঁহারা প্রথম উপায় অবলম্বন করেন তাঁহারা তাপস বা যোগী। তাপসেরা অনেক কষ্ট সহকারে কর্ম্ম গ্রন্থি শিথিল করিতে চাহে। বৈদিক পঞ্চাগ্নি বিদ্যা ও নিদিধ্যাসন রূপ বৈদিক যোগ তাপসদিগের প্রক্রিয়া। অষ্টাঙ্গযোগ ষড়াঙ্গযোগ, দত্তাত্রেয়ীযোগ ও গোরক্ষনাথীযোগ প্রভৃতি অনেক প্রকার যোগ প্রস্তাবিত হইয়াছে, তন্মধ্যে তন্ত্রোক্ত হঠ যোগ ও পাতঞ্জলোক্ত রাজযোগ জগতে অনেকটা আদৃত হইয়াছে। পাতঞ্জল দর্শনের অষ্টাঙ্গ যোগ সর্ব্ব প্রধান। ঐ যোগের তাৎপর্য্য এই যে কর্ম্ম বদ্ধ জীব আদৌ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, ও অপরিগ্রহ এই রূপ পাঁচটী যম অভ্যাস করিবে এবং শৌচ, সন্তোষ, তপঃ স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান এইরূপ পাঁচটী নিয়ম অভ্যাস করিবে তদ্দারা অসৎ কর্ম্ম পরিত্যক্ত ও সৎকর্ম্ম অভ্যস্ত হইলে, আসন অভ্যাস ও পরে প্রাণায়াম অভ্যাস করত জিত-শ্বাস হইবে। জিত-শ্বাস হইয়া বিষ্ণুমূর্ত্তির ধ্যান, পরে ধারণা করিবে। সমস্ত বিষয়-নিবৃত্তিরূপ প্রত্যাহার ধ্যানের পূর্ব্বেই করিবে। পরে চিত্ত নিশ্চল হইলে সমাধি করিবে। এই প্রক্রিয়ার মূল তাৎপর্য্য এই যে অভ্যাস ক্রমে কর্ম্ম ত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম শূন্য হইবে। ইহাতে অনেক বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয়।

যাঁহারা দ্বিতীয় উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা মনে করেন যে, চিত্ত যে বিষয়ে অনুরক্ত তাহার আলোচনা করিবার সময় প্রথমে বিষ্ণুপ্রীতি কামনা ও শেষে কৃষ্ণার্পণ কর্ত্তব্য। এই ব্যাপারটী স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য। বিষয়রাগ দ্বারা

চালিত চিত্ত কি স্বভাবতঃ বিষ্ণুপ্রীতিকাম সংকল্প করিতে পারে? যদি লোক রক্ষার জন্যই ঐ সঙ্কল্প করে, তবে চিত্তের নিজ কার্য্য বলিয়া তাহা পরিগণিত হয় না, এবং তাহা কেবল মনকে 'চোকঠেরা' হয় এই মাত্র। ভাবীজন্মে প্রচুর অন্ন পাইবার আশায় যে সব স্ত্রীলোক অন্নপূর্ণা পূজা করে, তাহাদের বিষ্ণুপ্রীতি কাম বলিয়া সংকল্প কেবল বাক্য মাত্র। এই রূপ সংকল্প বিধি ও অর্পণ বিধি যে কর্ম্ম বন্ধ হইতে জীবকে মুক্ত করিতে সক্ষম নয় তাহা বলা বাহুল্য।

তৃতীয় উপায়টী সমীচিন। যে হেতু চিত্তের যে বিষয় প্রতি রাগ তাহার অনুকূলে কার্য্য হয়। চিত্ত সুখাদ্যে অনুরক্ত, সুখাদ্যই ভগবৎ প্রসাদ রূপে গৃহীত হইলে ভগবদ্ভাবের প্রভূত অনুশীলন ও বিষয় রাগ এক কালেই কার্য্য করিতে লাগিল। ইহাতে উচ্চ রসের আস্বাদনক্রমে নীচ রাগ অতি অল্প দিনের মধ্যেই উচ্চ রসে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। ইহাকেই গৌণী-ভক্তি বলিয়া কর্ম্মকে পৃথক্ করিয়া দেওয়া হয়। ফলে কর্ম্ম সত্ত্বেও কর্ম্মের সত্তালোপ ইহাতেই স্বভাবতঃ সম্ভব। সমস্ত শারীরিক ও মানসিক কার্য্য যখন এই প্রবৃত্তি ক্রমে কৃত হয়, তখন কর্ম্ম গৌণী ভক্তিরূপ দাসীত্বে বৃত হইয়া মুখ্য ভক্তিকে সর্ব্বতো-ভাবে সেবা করে। সেশ্বর নৈতিকের মধ্যে যাঁহার এই প্রবৃত্তি প্রবল হয়, তাঁহারই জীবন অন্তর্ম্মুখ। অপর সমস্ত সেশ্বর নৈতিকের জীবন বহির্ম্মুখ।

এই সমস্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরসন পূর্ব্বক ভক্তিই যে জীবের একমাত্র অনুষ্ঠেয় তাহা সিদ্ধান্ত স্থলে প্রদর্শিত হইল। ভক্তিই জীবের পরম পুরুষার্থ। ইহা, জগতের উন্নতি ও মঙ্গল সাধনের অবিরোধী এবং শান্তি ও নির্ম্মলানন্দের দ্বারা জীবের নিত্যত্ব প্রদান করে। ভক্ত জীবনই যথার্থ নর জীবন। ইহা সম্পূর্ণ ও মঙ্গল ময়। ইহাই এই জগতের মধ্যে এক মাত্র বৈকুণ্ঠ তত্ত্ব।

ভক্ত জীবন সাধন ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে ভাব জীবন অতিক্রম করত যখন প্রেম জীবনে পদার্পণ করে, তখন সর্ব্ব মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-পতি ভগবান শ্রীনিবাস তাঁহার পরম রসভাণ্ডার খুলিয়া আহ্বান করিয়া বলেন সখে! এই ভাণ্ডার আমি যত্ন করিয়া তোমার জন্যই রাখিয়াছি, তুমিই ইহার এক মাত্র অধিকারী। তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার মায়া শক্তির কুহকে পড়িয়া ছিলে। তোমার নিমিত্ত আমি অহরহ যত্ন প্রকাশ করিয়াছি। তুমি তোমার নিজ-যত্নে এ পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে, আমি তাহাতে পরমানন্দ লাভ করিলাম। তুমি আমার নিত্য নূতন প্রীতিময় বিগ্রহ সেবা করত

অপার আনন্দ সমুদ্রে আমার সহিত ক্রীড়া কর। তোমার ভয় নাই, শোক নাই তুমি অমৃত লাভ করিয়াছ। তুমি আমার জন্য সমস্ত শৃঙ্খল ছেদন করিলে। আমি তোমার প্রীতিঋণ শোধ করিতে পারিব না। তুমি নিজ কার্য্যের দ্বারা স্বয়ং সন্তুষ্ট হও॥

চারিশত চৈতন্যাব্দে দত্তজ কেদার।
শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত করিল প্রচার॥
বৈষ্ণব সমাজে গ্রন্থ করিয়া অর্পণ।
সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি করে নিবেদন॥
কাঙ্গালের উপহার করিয়া গ্রহণ।
কৃষ্ণভক্তি-সুধা-বিন্দু করহ অর্পণ॥
ভক্তি বিতরণে প্রভু শক্তি ধরে যত।
প্রভুর কৃপায় ভক্ত শক্তি ধরে তত॥
শ্রীচৈতন্য প্রভু মোর, আমি তাঁর দাস।
এই অভিমান মাত্র এ দাসের আশ॥

গ্রন্থ সমাপ্ত।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণ মস্তু।

কয়েকটী প্রধান প্রধান অশুদ্ধ শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৫	যে	যে
৫	১০	উপযোগী।	উপযোগী
৬	৪	আবস্থা	অবস্থা
৬	১১	গনের	গণের
৬	২১	সন্মান	সম্মান
৬	৩০	করযোড়	করযোড়
৮	৯	যুক্ত	যুক্ত
৮	১৬	নারয়ণস্ব	নারায়ণস্ব
১৩	২	পুনরার	পুনরায়
১৪	১০	উপলব্ধি	উপলব্ধি
১৫	২৬	সমন্ধ	সম্বন্ধ
১৯	৩	দেওয়	দেওয়া
৩৫	২১	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
৩৫	২২	সর্ব্বভুত	সর্ব্বভূত
৩৬	৯	মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ন
৪০	২	উাচ্চরণ	উচ্চারণ
৪০	২২।২৩	লাম্পট্য	লাম্পট্য
৪২	২৬	উৎপাৎ	উৎপাত
৪৮	৭	পুর্ব্ব	পূর্ব্ব
৪৮	২৬	ব্যাঘাৎ	ব্যাঘাত
৫০	২৯	বধ	বিধ
৫৮	৯	৪	৫
৬১	২৭	সম্প্রদায়ে	সম্প্রদায়ে
৬২	১৪	খাদ	খাদ্য

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৫	১০	পৃথক	পৃথক্
৬৬	৭	জম্মে	জন্মে
৬৭	১৭	শ তা	শঠতা
৭৫	৪	হইয়	হইয়া
৭৮	৬	পূর্ণাঙ্ক	পূর্ণাঙ্ক
৮৬	৬	যাঁহাবা	যাঁহারা
৮৬	২৫	উদ্ভুত	উদ্ভূত
৮৮	১৬	বস্ত	বস্তু
১০৪	২৫	কর্ম্ম	কর্ম্ম
১০৮	১১	মূক্তি	মুক্তি
১০৮	২০	নাস্তিত্নকে	নাস্তিত্বকে
১১৫	৮	ভগবচ্ছদ্ধা	ভগবচ্ছ্রদ্ধা
১২৫	২	দখা	দেখা
১২৮	৮	য়ে	যে
১২৯	৫	সম্প্রদায়ী	সম্প্রদায়ী
১২৯	* ১৬	নিম্নলিখিত	নিম্নলিখিত
১৩২	২৫	বিষরের	বিষয়ের

বর্ণক্রমান্বিত সূচীপত্র।

—:০:—

কতকগুলি দুরূহ শব্দের অর্থ।

অতিবাড়ী, উৎকল দেশীয় জগন্নাথ দাস প্রচারিত জ্ঞান মার্গাবলম্বী।

অনাত্মবাদ, জড়বাদ, কর্ম্মকাণ্ড। Gross Ritualism.

অনুস্যূত, অনুপ্রবিষ্ট, গ্রথিত। Interwoven.

অপরামৃষ্ট, অলিপ্ত। Free.

অবান্তর, মধ্যবর্ত্তী, আনুসঙ্গিক। Intermediate, Collateral.

অবিদ্বৎ প্রতীতি, অবিদ্যা বা জড় কুণ্ঠিত জ্ঞান দ্বারা যে প্রতীতি। Gross idea.

অসূয়া, হিংসা, অবজ্ঞা। Hate.

অস্তেয়, চৌর্য্যত্যাগ। Moral acquisition.

আকস্মিকী, যাহার কারণ লক্ষিত হয় না। Accidental, Inexplicable.

আহ্নিক, দৈনিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম। Every day duty.

ইজ্যা, পূজা। Worship.

ইষ্টাপূর্ত্ত, কূপ তড়াগাদি দান রূপ পুণ্যকর্ম্ম। Virtuous act.

ঈশিতা, ঐশ্বরিক শক্তি। Power of God.

উচ্ছিত্তি, নাশ। Annihilation.

উপরতি, বিরক্তি। Dislike of inferior pleasure.

কর্ত্তাভজা, আউলেচাঁদ প্রবর্ত্তিত গুপ্তধর্ম্ম বিশেষ। (এই মত কাঁচড়াপাড়ার নিকট ঘোষপাড়ায় চলিত)

ক্রমোন্নতি, নিয়ম ক্রমে যাহা উন্নত হয়। Improvement according to laws.

কেবলীভূত, অমিশ্র। Unmixed, Pure.

গৌণ, দূরসম্বন্ধ। Indirect or distant.

চাতুর্ম্মাস্য, শয়ন একাদশী হইতে উত্থান একাদশী পর্য্যন্ত চারিমাস।

জড়বাদ, যেমতে জড় হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি। Materialism.

জুগুপ্সা, ঘৃণা।

তত্ত্ব, বস্তুস্বরূপ। Essential truth.

তাদাত্ম্যবোধ, তৎস্বরূপ বুদ্ধি। Indentification.

ত্রিসবন, প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সন্ধ্যাকাল।

নাস্তিকবাদ, যেমতে চৈতন্য স্বরূপ ঈশ্বর নাই। Atheism.

নির্ব্বিশেষবাদ, যেমত চরমে বিশেষের সত্তা মানে না। That doctrine which denies personality of the Deity.

পায়গম্বর, মুসলমানদের আচার্য্য। Mahammad..

পারতম্য, সর্ব্বোপরি শ্রেষ্ঠতা। Transcendental superiority.

পুলিন্দ, বন্যজাতি বিশেষ।

প্রণিধান, মনন। Contemplation, Devotion.

প্রত্যবায়, পাপ। Sin.

প্রাক্তন, পুর্ব্বতন। Relating to a former stage.

প্রাপঞ্চিক, মায়াকুণ্ঠিত। Gross.

ভাক্ত, মিথ্যা, কপট। False.

মুখ্য, সাক্ষাৎ। Direct, immediate.

বর্ত্ম, মার্গ, পন্থা। Way.

বহ্বীশ্বর বাদ, অনেক ঈশ্বর যেমতে স্বীকার। Politheism.

বিদ্বৎ প্রতীতি, বিদ্যা বা শুদ্ধ জ্ঞানশক্তি দ্বারা যে প্রতীতি। Pure impression.

বিবদমান, পরস্পর বিরুদ্ধ। Conflicting.

বিষমসাময়িক, অনির্দ্দিষ্ট সময়ে যাহা কর্ত্তব্য হয়। Irregular.

সন্দেহবাদ, যে মতে অন্যমত নিরসন করিয়াও নিজে কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারেনা Scepticism.

সন্ধিনী, স্বরূপ শক্তির সেই প্রভাব যদ্দারা দ্রব্য সৃষ্টি হয়।

সম্বিৎ, স্বরূপ শক্তির সেই প্রভাব যদ্দারা জ্ঞান ও সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়।

সোপাধিক, উপাধি সহিত। Mixed with some lower principle.

স্বভাববাদ, যে মতে প্রকৃতিকে সৃষ্টিকর্ত্রী বলে। Atheism tracing every thing to law of nature and denying God.